রোমিয়ো-জুলিয়েট

[মহাকবি সেকস্‌পীয়র অবলম্বনে]

অশোক গুহ

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস

৫/১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৭
দ্বিতীয় প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৬৯

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

পাত্র-পাত্রী

ঐক্যতান গায়কের দল

এস্কালাস—ভেরোনার রাজা

পারিস—ঐ আত্মীয় (সম্ভ্রান্ত তরুণ)

মন্তাগো,
ক্যাপিউলেৎ } ভেরোনার দুই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ; পরস্পরের শত্রু

রোমিয়ো—মন্তাগোর পুত্র

মার্কুসিয়ো—ঐ বন্ধু (রাজার আত্মীয়)

বেনভলিয়ো—মন্তাগোর ভাইপো—রোমিয়োর বন্ধু

তাইবল্ট—ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণীর ভাইপো

ফ্রায়ার লরেন্স
ফ্রায়ার জন } দুইজন পাদ্রী

বালথাসার—রোমিয়োর ভৃত্য

সাম্পসন
গ্রিগরী } ক্যাপিউলেৎ-পরিবারের ভৃত্য

পিটার—জুলিয়েৎ-এর দাই-মার অনুচর

আব্রাহাম—মন্তাগোর ভৃত্য

ঔষধ বিক্রেতা

গায়কদল

রক্ষীদলের সর্দার

লেডী মন্তাগো—মন্তাগো-গৃহিণী

লেডী ক্যাপিউলেৎ—ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী

জুলিয়েৎ— ঐ কন্যা

দাই-মা—জুলিয়েৎ-এর দাই-মা

ভেরোনার নাগরিকগণ, দুই গোষ্ঠীর ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, মুখোসধারীর দল, মশালধারীর দল, কিশোর-ভৃত্যগণ, রক্ষীদল, ভৃত্য ও অনুচরগণ।

সংযোগস্থল—ভেরোনা ও মান্তুয়া

ভূমিকা

ট্রাজেডীর নায়ক নিয়তি। গ্রীক-নাটকের সেই নিয়তির পুতুল মানুষ নিয়ে পুতুল-খেলা দেখতে পাই মহাকবি সেক্সপীয়রের নাটকেও। মানুষ সেখানে নিয়তির খেলনা; তার নিজের সত্তা নেই, নিয়তি তাকে নিয়ে খেলে, ভাঙে আর গড়ে। নিয়তিই সেখানে প্রধান চরিত্র, অন্য সকল কুশী-লবই তার কাছে নগণ্য। রোমিও-জুলিয়েতেও সেই নিয়তিরই অমোঘ প্রতাপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আজকের দিনের বিজ্ঞানী-যুগের বিজ্ঞানী-মন একে মেনে নিতে চায় না। হোরা-শাস্ত্র কি গ্রহের পাকচক্র আজকের অনিশ্চয়তার যুগে মানুষের মনকে ভারাক্রান্ত করে দিলেও তার বলিষ্ঠ মুহূর্তে সে এই দুর্বলতার কথা ভেবে বড়ই লজ্জিত হয়। তাই মহাকবির নাটকের জন্য ব্যাখ্যাই সে করতে বসে; বিজ্ঞানী-মন নিয়ে খতিয়ে দেখেই রায় দেয় যে, রোমিও-জুলিয়েৎ-এর মৃত্যু-মিলনের জন্য দায়ী তাদের সমাজ-ব্যবস্থা। এই সমাজ-ব্যবস্থার বিষাক্ত আবহাওয়ায় ব্যর্থতা আসে, খণ্ডিত হয় ভালবাসা, মৃত্যু তার জয়-পতাকা উড্ডীন করে। এ-ট্রাজেডীর নায়ক নয় নিয়তি, এ ট্রাজেডীর নায়ক সামাজিক অব্যবস্থা—অসম-বিন্যাস। এই অসম-বিন্যাসের মধ্যে মানবতার ধর্ম নিয়ে যে সব তরুণ-তরুণী এসে দাঁড়ায়, তার বাণী প্রচার করতে চায়—সংগ্রাম করে তারা শহীদই হয়।

এতো গেল একটা দিক; ঢালের এক পিঠের ছবি; অন্যদিকে যাঁরা এই গ্রীক-নিয়তি বা সামাজিক অসম-বিন্যাসের ট্রাজেডী নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না, তাঁদের কাছেও এর আবেদন অনস্বীকার্য। তার কাহিনীর মাধুর্য তাদের মনকে টেনে নিয়ে যায় কল্পলোকের ভেরোনায়। মন দেশান্তরী হয়েও ভিন্‌দেশী দুটি মানুষকে আপন বলে গ্রহণ করতে পারে। এইখানেই মহাকবির শ্রেষ্ঠত্ব। খুঁতানুসন্ধিৎসু বার্ণার্ড শ যতই মহাকবির স্টাইলে কোথাও গীতি স্রোতের মধ্যে গীতিহীন দৈন্যের চড়া খুঁজে বার করুন, যতই তুচ্ছতা আবিষ্কার করুন, যতই তিনি বলুন—'নামে কি বা আসে যায়' জুলিয়েৎ-এর বহু-উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে কাঁচা উকিলের সওয়াল-জবাবের আনাড়ীত্বই ফুটে ওঠে—তবু অমনি ছত্রগুলিই

ভাল করে দেবেন—স্বর্গরাজ্য দেখা দেবে—একথা মানে। বেশি, করেই মানে। তাই রাজনীতিকদল এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই ভোট্‌রঙ্গে যীশুর নাম আর তস্‌বির কাজে লাগায়।

এবার গাড়ি এসে থামল। এই আমার ঠিকানা।

গাড়ি তারপরেও গুঁড়ি মেরে চলবে, গড়িয়ে-গড়িয়ে জলপাই বনের পাড়-টানা নদীর ধার দিয়ে, আঙুর খেতে ঘেরা গাঁ পেরিয়ে চলে যাবে। হয়তো যাবে সানরেমো, হয়তো যাবে বার্গেমো, হয়তো যাবে আর কোথাও। হয়তো নীল আকাশ যেখানে রোদে ভিজছে, যেখানে নাশপাতি বনের গন্ধ-মাতাল হাওয়া বইছে, যেখানে আঙুরিণার উচ্ছল ধারা নামছে—সেখানে গিয়ে থামবে। কিন্তু আমি তো সেখানে যাব না। আমি নামব এখানে।

বেডেকারের পাতা ওল্‌টালাম। এ বেডকার হচ্ছে আমাদের দেশের টাইম-টেবেলের ইতালীয় সংস্করণ। ব্রাডশ্‌ বললেই বা দোষ কি!

ম্যাপখানা বেরিয়ে পড়ল। রঙীন ম্যাপ। এই তো আদিজ নদী এঁকে-বেঁকে গেছে। এই তো ছোট্ট শহরটি। আমার গন্তব্যস্থল।

কি নাম?

ভেরোনা।

নামটা আওড়াতেই একটু শিউরে উঠলাম।

আমাদের দেশের কবি হেমবাবু এই নামে একটু দিশি ময়ান দিয়েছিলেন! নামকরণ করেছিলেন বরণা। এই বরণায়ই আমি নামব।

নামলাম।

কুলী এল, লটবহর নেই। হেসে বিদায় দিলাম। আমার হ্যাভারস্যাক সম্বল। তাতেই আমার সবকিছু।

ঝোলাও তাকে বলতে পারেন। তবে সৌখীন বৃন্দাবনী ঝোলা

নয়। সৈনিকের পিঠে নিয়ে চলা ঝুলি—মুসাফিরের ঝুলি। সেই ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ষ্টেশন থেকে।

পাঁয়ে হেঁটেই চলেছি।

ছন্নছাড়া শহর। অতীত আর বর্তমান এখানে এসে মিশে গেছে। কোথাও বড় বড় প্রাসাদতুর্গের অবশেষ, কোথাও বা হাল-ফ্যাসনের বাড়ী। আবার কোথাও বা ভাঙাচোরা পাথর। বুঝলাম—কাল যা করতে পারেনি, তাই করেছে মহাযুদ্ধ। অতীত আর বর্তমানকে একাকার করে দিয়ে গেছে! যুদ্ধ-দানবের বম্বোদর বিমান তার সাক্ষ্য রেখে গেছে। এমন সাক্ষ্য তো ইউরোপের সর্বত্রই সে রেখে গেছে। কিন্তু জার্মানী, রাশিয়া, ইংলণ্ড সে সাক্ষ্য মুছে দিয়েছে, তার উপরে জয়ডঙ্কা উড়িয়েছে নতুন গড়ার পালার—কিন্তু পারেনি ইতালী। সে এখনো যীশুর দয়ার উপর নির্ভর। রাতারাতি যীশুই সব বদলে দেবেন। নয়তো ঝাঁটার পিঠে চড়ে আসছে দেবদূতেরা। তাঁরাই বদলে দেবেন।

গোধূলীব আলোয় তবু ভাল লাগছে। ভাঙাচোরা অতীত আর ভাঙাচোরা বর্তমান—এই নিয়েই গড়ে উঠেছে আজকের ভেরোনা—আমাদের হেম-কবির বরণা।

এই ভাঙাচোরার মধ্যেই মানুষ-কীটের দল বেঁধেছে বাসা। নতুন আশা ঝিলিক দিয়ে উঠছে। নতুন প্রেম নীড় গড়ছে! কুমার-সম্ভবের পালা চলছে।

দেখতে ভালই লাগছে। দেখতে-দেখতে এক হোটেলে এসে উঠলাম। আধুনিক নয়—পুরানো এক তুর্গে পুরানো দিনের সরাইখানা আর আধুনিক হোটেল মিলিয়ে তৈরী। মালিক নেই; আছে মালিকানী। দশাসই চেহারা, মালিকানী হবার যোগ্যই বটে!

ভদ্র খুব—এসে ইতালীয় কায়দায় অভ্যর্থনা করলে। মুখে মিস্টি হাসি ফুটিয়ে বললে, ইন্দিয়ানো আপনি? আপনি কি ভারতের মানুষ?

হেসে বললাম, হ্যাঁ।

তাহলে আস্থন অতিথি। ভেরোনা আপনাকে বরণ ক'রে নিচ্ছে।

হেসে বললাম, ভেরোনার এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

সারাদিনের ক্লান্তির পর গা এলিয়ে দিয়েছিলাম বিছানায়। কখন জানিনে,—এক ঝলক হাওয়া এসে আমাকে জাগিয়ে দিলে। চেয়ে দেখি—ঘরে জ্যোৎস্নার ফুল ফুটেছে, আর সে-ফুলে চারিদিক মোহময়। এমন রাতে—কে চায় বিছানায় গা এলিয়ে দিতে! এ-রাতে তো মনে হয় কত কথা। মনে হয়, এই রাতে যখন মধু বাতাস চুমু দিয়ে যায় শাখায়-শাখায়, পাতায়-পাতায়, যখন কল্পনার জগত খুলে খুলে যায়, তাকিয়ে দেখি—স্বপ্নপুরীর দুয়ার খুলে গেছে! আর সেই স্বপ্ন নিয়ে আসে অতীতের কত কথা, কত প্রেম! মনে হয়, এমন রাতে ট্রয়ের রাজকুমার ট্রয়লাস বুঝি বেরিয়েছিলেন তাঁর প্রেমিকা ক্রেসিদার খোঁজে। মনে হয়, এমন রাতে ফোরাতের বুক চিরে ছুটেছিল তরী—মজনুর জন্য কাঁদছিল সেই তরীর বুকে বসে লয়লা। এমনি রাতে বুঝি রেবা নদীর তীরে বাতায়ন খুলে অনিমেষে চেয়েছিল মালবিকা। এমনি রাতে—বুঝি এমনি রাতে!

আর এমনি রাতে তরুণ-তরুণীর মন বুঝি চঞ্চল হয়ে ওঠে—তারা বুঝি ছোটে মিলন-কামনায়; নীল নিতল আকাশ সাক্ষী হয়ে থাকে তাদের মিলনের—তারারা জ্বলজ্বল ক'রে তাদের আশীষ জানায়।

এক ঝলক বাতাস ভেসে এল। জলপাই বন আর আঙুর বাগিচার অন্তঃস্থল নেড়ে দিয়ে এল, এসে আমার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। আমাকে যেন সে তার অদৃশ্য আলিঙ্গনে বেঁধে আমার কানে কানে বললে, চল! বসে আছ কেন? আজকের রাত কি বসে থাকবার—ঘুমোবার?

শুধালাম—কোথায় যাব ?

কোথায় যাবে জান না ? সবাই তো যাচ্ছে। তুমি কি পড়ে থাকবে ?

না, পড়ে থাকব না। কিন্তু আমাদের গন্তব্যের কথা তো বললে না ?

রহস্যময় ফিসফিসানি ঝরে পড়ল—গন্তব্য তো বলব না। শুধু বলব—চল ! শুধু হাতছানি দেব !

আমি তো এ-যুগের মানুষ—আমি তো তোমার কথা শুনব না। এটা বিদেশ, এখানে পদে পদে আছে বিপদ। হয়তো পথের মোড়ে মোড়ে আছে আপাচি (গুণ্ডা) আততায়ী তার ছুরির ফলা উঁচিয়ে।

সে বিপদের ভয় কোরো না ! আর অভিসারে তো বিপদ থাকেই। হাসি ঝরে পড়ল। সে-বিপদ বরণ করে নিতে হয়। নইলে তুমি কেমন প্রেমিক ? কোন দেশের কোন যুগের প্রেমিক ? হাসি যেন বিদ্রূপে শাণিত হয়ে উঠল।

বললাম, আমি বিংশ শতকের প্রেমিক, আহেলি বিলায়েৎ।

আমি এদিক-ওদিক বিচার করি, সবকিছু খতিয়ে দেখি। ঝাঁপ দিই না, ধীরে ধীরে এগুই।

তাহলে তুমি প্রেমিকই নও ! তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে উঠল স্বর।

তা বলতে পার। প্রেম আমার কাছে দেহের এক অসুখ। এখানে রক্তের চাপ বাড়ে, কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। সুস্থ শরীরে প্রেম আমাদের আধুনিক যুগের শাস্ত্রে লেখা নেই ! আমরা প্রেমে পড়লে এখনো ডাক্তার দেখাতে ছুটিনে বটে, তবে রক্তের চাপ অনুভব করি। আর ভাবি ওটা শতকরা একশো ভাগই তাই।

কিন্তু তুমি তো প্রেমের জন্য সব সময়েই অসুস্থ হতে রাজী

তা বটে ! ওটা মগজের কামনা। ওটা লিবিডো।

তাহলে অভিসারে যেতেই বা আপত্তি কি !

না, আপত্তি কি ? তবে বিপদের ভয় আছে বইকি !

মাভৈঃ ! চল !

চেয়ারের হাতলের উপর রয়েছে ট্রাউজার আর কোট। সেগুলি তুলে নিতে ও হেসে উঠল।

এই পরে অভিসারে যাবে ?

বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

না, না, ও পোশাকে হবে না ! নেই তোমার টোগা ?

না, টোগা তো নেই। আমি তো রোমান নই। আমি ভারতীয়, সেকথা ভুলে যাও কেন ?

তাহলে ভারতীয় বেশ পর ! পর চুস্ত পায়জামা আর সেরোয়ানি !

ঠিক বলেছ ! এত রাতে ও-বেশে যেতে আমার আপত্তি নেই ! এখন তো চারিদিকে ভিড় জমে থাকে না।

ভিড় জমাবার ভয় কর ? কেন, তোমার দেশের প্রধানেরা তো তা করেন না ! তাঁরা তো দিব্যি ঐ বেশেই বিদেশে আসেন।

হেসে বললাম, ওঁরা জননায়ক, ওঁদেরই ওসব মানায় ! আমাকে মানায় না ! তাছাড়া ও-পোশাকের বিপদও আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও-পোশাকে ভারতীয়দের দেখলে বিদেশীরা ভাবত—রাজা-মহারাজা। আবার এখন ভাবে রাজ্যপাল কি রাষ্ট্রের প্রধান। দোকানীরা বেশি দাম চেয়ে বসে। পথে ট্যাক্সি ছাড়া বেরুনো চলে না। এ বেশ সবসময়ে পরা চলে না।

এখন তো পরা চলে। তাই পরে নাও।

বেশ পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার অদৃশ্য চালিকা বাতাসের ঝলকে বয়ে গেল।

ভেরোনার পথে জ্যোৎস্নায় আজ চলেছে মিছিল। তরুণ আর তরুণীর মিছিল ! তারা কোথায় যেন চলেছে।

ওদের সঙ্গে আমিও ভিড়ে গেলাম।

চলেছি তো চলেছি।

ভেরোনাকে চাঁদের আলোয় দেখছি।

এ তো সে-ভেরোনা নয়। নেই সেই যুদ্ধদানবের স্বাক্ষর তার ভগ্নস্তূপ, নেই দারিদ্র্যের অলিগলি। নব-জাগৃতীর ভেরোনা যেন। পথের দুধারে তার কত প্রাসাদ। প্রাসাদের কারুকার্যই বা কি চমৎকার! কোথাও বা বড় বড় খিলান, কোথাও বা গথিক স্তম্ভ। কোথাও বা গিয়োত্তোর প্রাচীরচিত্র শোভা পাচ্ছে, কোথাও বা রাফায়েলের মাতৃমূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে। চোখ ভরে দেখতে দেখতে চলেছি।

হঠাৎ কানের কাছে ঝরে পড়ল মধুর স্বর—তুমি কি আমাদের সঙ্গে আসবে?

তাকিয়ে দেখি, এক তরুণী। বত্তিচেল্লীর আঁকা পটের ছবি, মুখে অলিভ-শ্যামল আভা ঝলমল করছে!

তাকে বললাম, আসব কিনা জানিনা। কিন্তু তবু তো চলেছি।

তা এটা কিসের মিছিল গো?

ভয় পাচ্ছ বিদেশী?

—ভয় তো পাবই। ইতালীতে আজকাল ভূখ-মিছিল তো যখন-তখন বেরোয়। অভাব আছে বলেই আছে বিপদ। জিগির শুনে সরকার যদি গুলী চালায়, তখন তো বিপদ হবে।

না, না, সে মিছিল তো চাঁদের আলোয় বেরোয় না। সে তো রূঢ় বাস্তব। সে-মিছিল বেরোয় সূর্যের আলোয়। ভূখা মানুষের ব্যথা নিয়ে সে গর্জন করে ওঠে। আর তুমি ভুল করেছ, তাতে তো থাকে না ভিন্ দেশের মানুষ।

ভিনদেশী মানুষ? এখানে আছে নাকি?

হ্যাঁ, তাকিয়ে দেখ। ভিনদেশী তরুণ-তরুণী মিলেছে এসে ভেরোনায় এই মধু রাতে। এ-রাত তো ইতালীর রাত নয়—এ তো

বিশ্বের মধু রাত। ঐ তাকিয়ে দেখ—তোমার আগে আগে চলেছে নাতাশা আর ইভান। তাকিয়ে দেখ—চলেছে কাশেম আর সাদিলা, ম্যাক্স আর গ্রেচেন, জন আর জেনী।—

সত্যই তাকিয়ে দেখি, চলেছে নানা জাতির তরুণ-তরুণী।

বললাম, আমার দেশের তো কাউকে দেখছিনে।

আছে, তারাও আছে। আছে মৃণাল আর মালা, আছে কুমারাপ্পা আর কুমকুম, আছে রাওল আর রাজশ্রী, আছে কামাল আর কামেলা।

কোথায় চলেছে ওরা ?

তাও জাননা ! চলেছে ওরা মন্দিরে, সেখানে আছে সোনার প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল মূর্ত্তি। সেই প্রেমের-মন্দিরে—তাদের পায়ে অর্ঘ্য দিতে চলেছে।

হেসে বললাম, তাহলে তো আমার যাওয়া হয় না। আমি তো প্রেমিক নই—আমার তো নেই প্রেমিকা।

প্রেমিক তুমি নও ? বিত্যুদ্দাম কটাক্ষে সে তাকাল আমার দিকে। তুমি প্রেমিক না হলে ভেরোনার এই পথে এমন রাতে কেন এলে ?

এসেছি চাঁদের আলোর মায়ার টানে, এসেছি ভুলে।

ভুল করেই না হয় চল !

কিন্তু আমি যে প্রৌঢ়, চাঁদির তারের মত কাঁচার ভিতরে চক্‌চক্ করছে আমার চুল। দেহেও সে তারুণ্যের তেজ নেই। পারব কি তোমাদের সঙ্গে ছুটতে, আর আমার জুড়িই বা কই !

হেসে উঠল মেয়েটি, প্রৌঢ় তুমি—ট্রপিক তোমার দেহকে দিয়েছে বুড়িয়ে, কিন্তু মন তো তোমার তাজা। তোমার দেশে আঙুর না থাক, আঙুরিণা না থাক, তোমাদের মন তো শ্যামল করে রেখেছে তার শ্যাম প্রান্তর, তার নদনদী। সূর্যতেজ তাকে মদির করে রেখেছে। আর জুড়ি ? আমাকে তোমার পছন্দ হয় বন্ধু ?

তোমাকে পছন্দ হবে না, একথা জোর করে কি করে বলি! কিন্তু তোমার কি কেউ আর বন্ধু নেই?

দেখছ আমি একা, বন্ধু খোঁজ করে নেব বলেই ঘুরছি।

তা তোমাকে পেলেও চলবে।

সে এসে আমার হাত ধরল।

বললাম, বন্ধু তো হলাম, এখন বল কি নাম তোমার?

হেসে উঠল; বললে, নাম যা'হয় হোক না। আজকের রাতে নাম কে জানতে চায়? যা হয় বল—নাতালী বলতে পার, নাতাশা বলতে পার। তোমার দেশের মেয়ের নামে বলতে পার—নীলা, নীলিমা—বলতে পার নীরা, নীপা।

নাতালীই হোক তোমার নাম।

বেশ—বেশ—ইতালীর মেয়ে—আমি তো নাতালী।

আমার নাম শুধালে না?

নাম শুধাব কেন—তুমি আমার বন্ধু, আমার সখা—কানে কানে বলবে নাম। নাম তো চীৎকার করে বলার জন্য নয়, কানে কানে বলতে হবে। সে-নামের মধু তো আর কেউ পাবেনা।

বললাম ওর হাত ধরে, ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম নাম।

ও বললে, সুন্দর নাম, কামদেব। ছন্দের ঝঙ্কার আছে, কানে লাগে। কিন্তু কি তার মানে?

কামদেব মানে কামনার দেবতা, কিউপিড্!

হেসে উঠল নাতালী, চমৎকার নাম! প্রেমের মন্দিরের অভিযানে যোগ্য নাম। কিন্তু ও নাম কি তোমার? না ও-এক আড়াল?

আড়াল হতে পারে, আবডাল হতে পারে, কিন্তু নাম তো নামই। আমার আটপৌরে নামটা বড় বেশি ব্যবহার করেছি, সে ক্ষয়ে গেছে, জীর্ণ হয়ে গেছে, তাই এই নতুন নাম নিলাম।

বেশ—নামে কি যায় আসে! নতুন নামই আমার জপের মালা করলাম, আমার মনের মণিকোঠায় রাখলাম।

তুমি যে আমার দেশের মেয়ের মতো কথা বললে।

নাতালী হেসে বললে, সব দেশের মেয়ের মনের কথাই তো এক! শুধু ভাষাই আলাদা, আসলে তো আমরা এক।

এবার চল—সে আমাকে হাত ধরে টানলে।

ভিড়ে মিশে গেলাম।

ভেরোনার এক প্রকাণ্ড স্কোয়ার—সেখানে এসে থামল মিছিল।

তারপরে হাত ধরাধরি করে জোড়ায়-জোড়ায় তারা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

সুমুখে মন্দির, উপাসনা মন্দিরের মতোই তার স্থাপত্য কৌশল। ধাপের পর ধাপ উঠে গেছে।

সেই ধাপ বেয়ে উঠছে জোড়ায়-জোড়ায় তরুণ-তরুণী! মিলিয়ে যাচ্ছে মন্দিরের ভিতরে।

নাতালী আর আমিও উঠে এলাম!

মন্দিরের দরজা খোলা।

চেয়ে দেখি—দুটি স্বর্ণমূর্ত্তি আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ।

এঁরা কে? শুধালাম।

নাতালী উত্তর দিলে, এঁরাই প্রেমের প্রতীক, এরাই প্রেম!

কিন্তু এঁরাই তো কিউপিড আর সাইকী নন।

না, কিউপিড আর সাইকী এঁরা নন। এঁরা দেবতা নন, এঁরা মানুষ। তাই আমরা মানুষ এঁদের পূজা দিতে আসি। আমরা মানুষকে দেবতা করে গড়েছি। দেবতাকে মানুষ করেছি। মানুষই তো আমাদের ভাল। দেখছনা, মৃত্যু-মিলনে ওঁরা ধন্য হয়ে দেবতা হয়েছেন।

মৃত্যু-মিলন—এ কি বলছ?

হাঁ, মৃত্যুতেই তো প্রেমের আসল মিলন।

সে তো ট্রাজেডী।

না, না, সে তো কমেডী, বিষাদ-মধুর মিলনান্ত গাথা।

বললাম, আমি তো বুঝতে পারলাম না নাতালী।

বুঝিয়ে বলতে গেলে এঁদের কাহিনী তোমাকে শোনাতে হবে।

তাই বল।

নাতালী বললে, এ-কাহিনী কি তুমি জান না। এই কাহিনী অমর করে রেখেছেন তুনিয়ার এক মহাকবি।

কে তিনি?

তাঁর নাম করলেই চিনবে, তিনি নিজের নামে অমর, নিজের কীর্ত্তিতে অমর। পৃথিবীর মহাকবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তিনি সেক্সপীয়ার। আর তিনি অমর করে রেখেছেন ভেরোনার এই কথা। কথা-কোবিদদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তিনি তাকে নিজের প্রতিভার জাতু স্পর্শে মহান রূপ দিয়েছেন।

বললাম, তবে কি এঁরা রোমিও-জুলিয়েৎ?

হ্যাঁ, এঁরা সেই। শুনবে এঁদের কাহিনী, মহাকবির কাহিনীই আমি তোমাকে বলব।

আগে পাত্র-পাত্রীদের চিনে নাও!

ঐ যে পুরুষ—উনি রোমিও—এই ভেরোনারই এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। সে পরিবারের যিনি প্রধান—যিনি গোষ্ঠীপতি তাঁর নাম মন্তাগো। রোমিও মন্তাগোরই পুত্র।

আর ঐ যে নারী—উনি জুলিয়েৎ। উনি আর এক অভিজাত পরিবারের কন্যা। সে পরিবারের প্রধান ক্যাপিউলেৎ। তিনি ক্যাপিউলেতেরই কন্যা।

এঁদের নিয়েই কাহিনী, সে-কাহিনীতে আছে আরো বহুজন, তাদের পরিচয় তুমি পাবে ধীরে ধীরে। কিন্তু এঁরাই প্রধান কুশীলব—পাত্র-পাত্রী—এঁদের চিনে রাখ।

এবার তুমি কল্পনা কর রঙ্গমঞ্চের। যবনিকা পতিত। এখুনি যবনিকা উঠবে। শোনা যাচ্ছে অন্তরালে শব্দ। মন দিয়ে শোন

এ কাহিনী। মহাকবির ভেরোনায় চল—তাঁর কল্পজগতে ডুব দাও! সে কল্পনায় বাস্তবের যে ছোঁয়া নেই এমন নয়! সে কল্পনা তো, আজকের দিনের সত্য। আজকের দিনেও প্রেম এমনি করে বাধা পেয়ে উচ্ছল হয়ে ওঠে। বাধা ডিঙিয়ে ছুটে যায়, মিলন হয়! কখনো বা মিলন হয় না, কিন্তু মন এক অলোক লোকে গিয়ে মেলে! সেই অবিনাশী, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের কথা শোন। তাকে হারাই-হারাই এই ভয়, কিন্তু তবু তো তাকে হারাতে পারি না। সেই প্রেমের ঐ মূর্ত্তি—ঐ যুগল মূর্ত্তি।

ঐ দেখ—কৃষ্ণ যবনিকা কাঁপছে। এবার উঠে আসবে। কাহিনী শুরু হবে।

প্রস্তাবনা

যবনিকা উঠল। কালো পর্দা।

ধীরে ধীরে ঐক্যতান গায়কের দল এসে প্রবেশ করল।

গ্রীসে প্রথম যে নাটকের উদ্ভব হয়েছিল ডায়ানোসিয়াসের উৎসবে, সেখানে ছিল এই ঐক্যতান গায়কের দল। এদের মহাকবি সেকস্‌পীয়রও আমদানি করেছেন। কিন্তু গ্রীক নাটকে এদের ছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। এখানে তা নেই। এরা আমাদের সংস্কৃত নাটকের নান্দীর মত। নান্দীমুখ বলেই এদের প্রস্থান। নাটকের সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ নেই।

গায়কের দল প্রবেশ করল।

তারা শুরু করে দিলে প্রস্তাবনা!

ভেরোনা, সুন্দরী ভেরোনা!

সেখানে দুটি ছিল পরিবার।

দুটিই সম্মানে সমান। দুটিই বনেদী।

এইখানেই আমাদের দৃশ্যাবলী অভিনীত হবে।

এই আমাদের সংযোগস্থল।

এই দুই পরিবারে ছিল বহুদিন থেকেই বিদ্বেষ। আর সেই বিদ্বেষের ফলে নগরবাসীর হোত রক্তপাত, রক্তে কলুষিত হোত নাগরিকের হাত। এই দুই শত্রু পরিবারে একদিন জন্ম নিলে ভাগ্য-বঞ্চিত দুই প্রেমিক-প্রেমিকা। তারা মৃত্যু দিয়ে পিতামাতার এই সংঘর্ষের অবসান ঘটালে। তাদের মৃত্যু-চিহ্নিত ভালবাসা বয়ে চলল ভয়ংকর বিদ্বেষের আবর্তের ভিতর দিয়ে, তাদের পিতামাতার ক্রোধ বহ্নিমান তখন।

তাঁদের সন্তানদের সমাপ্তিতেই তার নির্বাণ ঘটল।

এই তো আমাদের মঞ্চের দু'ঘণ্টার ব্যাপার। আপনারা যদি ধৈর্য ধরে তা শোনেন, তাহলে এখানে যা পাবেন না, তা আমরা সংশোধন করে নেব।

প্রস্তাবনায় মহাকবির বিনতি ঝরে পড়ল। এ-বিনতি মহাকবির পক্ষেই খাটে। হয়তো বা ভয়ও ছিল, দর্শক কেমন ভাবে নেবে এ কাহিনী।

ঐক্যতান গায়কের দল চলে গেল তাদের প্রস্তাবনা গেয়ে। কবিতায় এ-প্রস্তাবনা গীত হল। এখানে গদ্যে তাকে রূপ দেওয়া হল বটে, কিন্তু বাংলারই এক শ্রেষ্ঠ কবি তাকে রূপ দিয়েছেন পদ্যে—সুন্দর পয়ারে মহাকবির প্রস্তাবনাটিকে তিনি রূপ দিয়েছেন। তিনি স্বর্গতঃ কবিবর হেমচন্দ্র। তাঁর পদ্যে লেখা প্রস্তাবনাটিও এখানে তুলে দেওয়া হল।

সুচারু সুন্দর বরণা নগর এ দৃশ্য ঘটনা সেখানে হয়,
বহু ধন-মান, সম্ভ্রান্ত সমান, দুই ঘর ধনী ছিল সেথায়।
দ্বেষ-হিংসা ভরে ছিল পরস্পর, বহুদিন হতে মনোবিরাগ,
সময়ে সময়ে অসূয়া উদয়ে, করেতে রঞ্জিত রুধির-রাগ।
অদৃষ্টের বশে দুই ঘরে শেষে জনমিল দুই প্রাণী,
সহিয়া কত না প্রণয়-যাতনা, মরে ঘুচাইল কুলের গ্লানি,
পিতৃ-হৃদিতলে—নিহিত অনল, কভু না কিছুতে নিবিত যাহা,
অপত্য-হনন, যজ্ঞ-সমাপন, নিধনে অপত্য নিবিল তাহা।
সেই ভয়ংকর ঈর্ষা-প্রাণীহর, সেই নিদারুণ প্রণয়-কথা,
দণ্ড দুই ধরি, এই মঞ্চোপরি দেখাইব আজি, ঘটিল যথা।
যদি দয়া করি, কর দরশন, করহ শ্রবণ, আদরে তাহা,
যতনে শোধন করিব পশ্চাৎ, আজি মনোমত না হবে যাহা।

গায়কের দল চলে গেল, আবার যবনিকা নেমে এল। আবার প্রতীক্ষা, আবার অধীরতা।

ঘণ্টা পড়বে—আমরা দেখব ভেরোনা নগর।

প্রথম অঙ্ক

॥ এক ॥

ভেরোনা দেখা দিল। এক পুরোনো দিনের নগর। বড় বড় প্রাসাদ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সংকীর্ণ বঙ্কিম পথরেখা চলে গেছে তার ভিতর দিয়ে। উপরে নীল আকাশ, সূর্যকরোজ্জ্বল। এখানে আকাশের যে রং, সে রং ইউরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। এ রং ফ্যাকাশে নয়। এতে আছে অরুণ রাগ, ট্রপিকের উষ্ণতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পথের পর পথ পার হয়ে আমরা চলেছি, এবার এক চত্বরে এসে আমরা হাজির হলাম। এ-চত্বর বণিক-চত্বর হতে পারে, নাও হতে পারে। তবু এখানে মানুষের সমাগম আছে। এখানে এসে মানুষ গল্পে মসগুল হয়ে যায়, কেউ বা সংসারের সুখ-দুঃখের কথা কয়, কেউ বা বিষয়-আশয়ের কথা বলে। আবার এইখানেই ভেরোনার দুই ধনী পরিবারের অনুচরদের কাজিয়াও চলে। সে-কাজিয়া শুধু মুখের কথায় থেমে থাকে না, লাঠালাঠি হয়, তলোয়ারে তলোয়ারে ঝনঝনানি ওঠে, রক্তও ঝরে। এ তো নিত্য-তিরিশ দিনের ঘটনা।

আজও আমরা এখানে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম, ক্যাপিউলেৎ বাড়ির দুজন অনুচর এসে ঢুকলো। তাদের হাতে খোলা তলোয়ার। অনুচর দুটির নাম গ্রিগরী ও স্যাম্পসন। দুজনেই মুখিয়ে আছে, আজ একটা ঝগড়া বাঁধাবেই। মন্তাগো বাড়ির যাকে দেখবে, তাকেই সাবাড় করে দেবে।

স্যাম্পসন বললে, আমি একটুতেই চটে যাই, আর চট্ করে ঘা মেরে বসি।

গ্রীগরী ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্য ফোড়ন কাটলে—কিন্তু তুমি চট্ করে তো চট না সাঙাৎ,

চটি বই কি! ঐ মন্তাগোদের একটা কুকুর দেখলেই চটে যাই। নড়ে-চড়ে উঠি।

কিন্তু নড়ে চড়ে ওঠা মানে তো ছুট্ দেওয়া, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই তো মরদের কাজ। তাই যখন নড়ন-চড়ন তোমার ধাত, তখন তোমার চলে যাওয়াই উচিত।

স্যাম্পসন ঠাট্টাটা না বুঝেই বললে, ও-বাড়ির একটা কুকুর এলেই আমি দাঁড়িয়ে যাব।

তার মানে তো তুই একটা হাঁদা! ঝগড়া আমাদের মনিবে-মনিবে, তা আমরা তো তার নফর। গোলামদের—

একই কথা। আমি ওদের সঙ্গে লড়ব—আর ওদের বাঁদীগুলোর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করব—ওদের মাথা এক কোপে উড়িয়ে দেব।

কি—বাঁদীদের মাথা?

হ্যাঁ, তাই। আমাকে তো সবাই জানে, আমার গায়ে তাগদ আছে—আমি মাংসের ঢিবি।

গ্রীগরী ঠাট্টা করে বললে, তা তুমি যে মাছ নও মাংসের ঢিবি—তাও ভাল! এইবার হাতিয়ার খোল তো ভাই। ঐ মন্তাগো-বাড়ির দুজন এদিকেই আসছে।

মন্তাগো-বাড়ির দুজন লোককে দেখা গেল। এদের নাম আব্রাহাম ও বালথাসার।

স্যাম্পসন বললে, আমার হাতিয়ার খোলা। তুমি ঝগড়া বাধিয়ে দাও, আমি পেছনে আছি।

কি করবে বল্ তো? তুই পেছন ফিরে ছুটবি বুঝি?

না, না, সে ভয় নেই।

ভরসাও নেই।

স্যাম্পসন বললে, তাহলে আয় আমরা আইন বাঁচিয়ে চলি। ওরাই আগে ঝগড়া শুরু করুক।

যেতে-যেতে আমি মুখ ভেঙচাব, গ্রীগরী বললে. দেখি ওরা কি করে।

আমি দেখাবো বুড়ো আঙুল, তাও যদি হজম করে যায় তো ওদেরই অপমান হবে।

স্যাম্পসন বুড়ো আঙুল দেখাল।

এদিকে মন্তাগো-বাড়ির লোক দু'টি কাছে এসে পড়েছে। তারা দেখেছে।

আব্রাহাম বললে, মশাই কি আমাদের বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন?

না! স্যাম্পসন গ্রীগরীকে চুপি চুপি শুধালে, যদি বলি হ্যাঁ, আইন বাঁচবে তো সাঙাৎ?

গ্রীগরী স্যাম্পসনকে চুপি চুপি উত্তর দিলে, না।

স্যাম্পসন অমনি বললে, না মশাই। বুড়ো আঙুল আপনাকে দেখাচ্ছিনে, দেখাচ্ছি নিজেকে।

গ্রীগরী বললে, মশাইরা কি ঝগড়া বাঁধাতে চান?

না, না মশাই—একেবারেই না—আব্রাহাম সবেগে মাথা নাড়লে।

এদের বাদানুবাদ চলছে। ঝগড়া করবার জন্যই সবাই করছে উসখুস, কিন্তু কেউই চাইছেনা। সেখানে আছে আইনের ভয়। আছে রাজার ভয়, আছে নাগরিকদের ভয়।

এমন সময় বেন্‌ভলিয়োকে দূরে দেখা গেল। তিনি মন্তাগোর ভাইপো। তাঁকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠল গ্রীগরী। সে চুপিচুপি স্যাম্পসনকে বললে,

এবার বাঁধা না ঝগড়া—ঐতো আমাদের মনিবের ভাতিজা আসছেন।

স্যাম্পসন অমনি বলে উঠল, তোমাদের মুরোদটাই বা কি ?

বটে ! গর্জন করে উঠল আব্রাহাম।

স্যাম্পসন অমনি তলোয়ার উঁচিয়ে বলে উঠল, মানুষ হও তো হাতিয়ার খোল ! গ্রীগরী তোমার মোক্ষম কোপখানা ঝাড় তো স্যাঙাৎ !

দু'দল এতক্ষণ পাঁয়তাড়া কষছিল, এবার শুরু করে দিল লড়াই। বেনভলিয়ো ছুটে এসে নিজের তলোয়ারের আঘাতে ওদের তলোয়ার-গুলো ফেলে দিয়ে বললে,

ওরে নির্বোধের দল, তলোয়ার খাপে পুরে রাখ্। তোরা জানিস না কি করছিস্ !

এমন সময় ক্যাপিউলেৎ বাড়ির একজনকে দেখা গেল। ইনি তাইবল্ট। ক্যাপিউলেৎ গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র। একটু বা বেশি উগ্র মেজাজের লোক ! এক কথায় জঙ্গী তাঁর মেজাজ। তিনি এসেই বেনভলিয়োকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

একি—তুমিও এই ইতোরগুলোর ভিতরে তলোয়ার খুলেছ ! বেনভলিয়ো, এদিকে তাকাও—তোমার মৃত্যুকে দেখ তোমার সম্মুখে !

বেনভলিয়ো উত্তর দিলেন, আমি শান্তি রক্ষা করছি, তোমার অস্ত্র কোষবদ্ধ কর তাইবল্ট ! নয় তো, এদের এই লড়াই থামতে আমাকে সাহায্য কর।

বাঃ বাঃ ! তাইবল্ট বিদ্রূপ করে উঠল, হাতে লাঙা তলোয়ার আর শান্তির কথা বলছ ! আমি ঘৃণা করি ও-কথা, যেমন ঘৃণা করি সমস্ত মন্তাগো গোষ্ঠীকে আর তোমাকে। ওরে ভীরু, সামলাও এবার!

দুজনে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল।

এমন সময় একজন রাজকর্মচারী আর তিন চারজন নাগরিক লাঠিসোটা নিয়ে এসে হাজির হল।

রাজকর্মচারী বলে উঠলেন, মারো, ওদের লাঠির ঘা মারো। ওদের মেরে ফেল।

নাগরিকরা চিৎকার করে উঠল, ক্যাপিউলেৎরা নিপাত যাক্। মন্তাগোরা যাক্ জাহান্নামে!

বৃদ্ধ ক্যাপিউলেৎ এমন সময় তাঁর পত্নীর সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই বললেন,

কিসের এ গোলমাল! কে আছিস, আমার তলোয়ার—আমার তলোয়ার!

ক্যাপিউলেৎ-পত্নী রসিকতা করে বললেন, তলোয়ার কেন গো, বুড়োর নড়ি নাও! ওতেই তো তোমাকে মানাবে।

বৃদ্ধ ক্যাপিউলেৎ এই রসিকতায় কর্ণপাত করলেন না, চীৎকার করে উঠলেন, আমার তলোয়ার—আমার তলোয়ার! ঐ আসছে বুড়ো মন্তাগো। ও তো আমার দিকে ওর তলোয়ার উঁচিয়ে ছুটে আসছে।

মন্তাগো ও তাঁর পত্নী এসে প্রবেশ করলেন।

তিনি এসেই বললেন, ওরে ক্যাপিউলেৎ—।

মনে হল, তিনি এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন ক্যাপিউলেতের উপরে। তাঁর স্ত্রী জোব্বার প্রান্ত ধরে টেনে রাখছেন।

ছাড়—ছাড়। আমি—

মন্তাগো-পত্নী বললেন, না গো না, তুমি এক পা'ও এগোতে পাবে না।

এদিকে লড়াই চলছে, অস্ত্রের ঝনঝনা চারিদিকে। নাগরিকেরা থামাবার চেষ্টা করছেন। এমন সময় রাজা এস্কালাস এসে ঢুকলেন তাঁর অনুচরদের নিয়ে।

তিনি আসতেই যুদ্ধ থেমে গেল। তলোয়ার নত হল। উদ্যত আঘাত স্তব্ধ হয়ে গেল।

তিনি একবার চারিদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, বিদ্রোহী প্রজার দল, শান্তির শত্রু তোমরা। তোমরা প্রতিবেশীর রক্তে অসি রঞ্জিত করছ! তোমরা কি মানুষ-না-পশু! ছুঁড়ে ফেল তোমাদের তলোয়ার,

আমার আদেশ শোন। ক্যাপিউলেৎ, মন্তাগো—তিন-তিনটি লড়াইয়ের তোমরা সৃষ্টিকর্তা—তিন-তিনবার তোমরা রাজপথে শান্তিভঙ্গ করেছ! আবার যদি নগরের শান্তি তোমরা ভঙ্গ কর—তাহলে জীবন দিয়ে তার মূল্য দিতে হবে। সবাই তোমরা চলে যাও। ক্যাপিউলেৎ—তুমি আমার সঙ্গে এস! আর মন্তাগো—আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করবে—তখন আমরা জানাব আমাদের আদেশ। যাও—সবাই যাও!

সবাই ধীরে ধীরে চলে গেল, রইলেন শুধু মন্তাগো, তাঁর পত্নী আর বেনভলিয়ো।

মন্তাগো বেনভলিয়োকে শুধালেন, পুরানো বিবাদ কে এবার তুললে বল বেনভলিয়ো! যখন শুরু হয়—তুমি এখানে ছিলে?

বেনভলিয়ো উত্তর দিলে, আপনার আর আপনার শত্রুর ভৃত্যের দল শুরু করেছিল লড়াই—আমি থামাতে যাই। এমন সময় তাই-বল্ট তলোয়ার খুলে ছুটে এল। আমরা যখন লড়াই করছি, আরো লোকজন এসে জুটলো, তারপরে তো রাজা এলেন।

মন্তাগো-পত্নী শুধালেন, রোমিয়ো কোথায়? তাকে দেখেছ? সে যে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েনি এতেই আমি খুশী।

বেনভলিয়ো উত্তর দিলে সূর্য তখনো পূবের সোনার জানালা খুলে উঁকি দেয়নি, তার ঘণ্টাখানেক আগে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। শহরের পশ্চিমের কুঞ্জবনে দেখলাম আপনার ছেলেকে। তার কাছে এগিয়ে গেলাম, সে টের পেয়েই বনের ভিতরে মিলিয়ে গেল। আমি আর তার পেছু পেছু ছুটলাম না।

মন্তাগো বললেন, ওকে বহুদিন সকালেই ওখানে দেখা যায়, চোখের জল ভোরের শিশিরে বিন্দু বিন্দু মিশিয়ে, দীর্ঘনিঃশ্বাসের মেঘের পর মেঘ জমে। তার পরে যখনি ওঠে সূর্য, ও চলে যায় ওর কক্ষে, জানালা বন্ধ করে দেয়, দিনের আলোর পথ রুদ্ধ করে

দেয়, নিজের চারিদিকে এক কৃত্রিম রাত্রি গড়ে তোলে। সৎ পরামর্শ দিলে হয়ত এ স্বভাব ওর যাবে।

বেনভলিয়ো শুধালে, আপনি কি এর কারণ জানেন ?

আমি জানি না, জানতে পারিনি !

চেষ্টা করেছিলেন কি ?

আমি আর আমার বন্ধু-বান্ধব বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু ও বড় গোপন স্বভাব। হায়, যদি জানতে পারতাম, ওর দুঃখ কি, তাহলে হয়তো দূর করতে পারতাম তা !

এই সময়ে ধীরে ধীরে এসে প্রবেশ করল রোমিয়ো। সে মন্তাগোর একমাত্র পুত্র—আমাদের নায়ক।

বেনভলিয়ো তাকে দেখে বলে উঠল, ঐ তো ও আসছে। আপনারা একটু আড়ালে যান, আমি ওর সঙ্গে কথা বলে ওর দুঃখ জানতে চেষ্টা করি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানতে চেষ্টা কর ! ওগো চল, আমরা যাই, মন্তাগো তাঁর স্ত্রীকে বললেন।

দুজনে চলে গেলেন।

এবার কাছে এল রোমিয়ো।

বেনভলিয়ো তাকে দেখে বললেন, এই যে ভাই, ভাল যাক্ তোমার সকালটি !

রোমিয়োর দৃষ্টি উদাস, স্বর উদাস—সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, এখনো কি সকাল আছে বেনভলিয়ো ?

এখন তো সবে ন'টা।

হায়, আমার কাছে যে প্রহরগুলি দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমার বাবা কি এইমাত্র এখান থেকে চলে গেলেন ?

হ্যাঁ, তিনিই গেলেন। কিন্তু শুধাই শ্রীমান রোমিয়োর প্রহরগুলি কোন্ দুঃখে এমন দীর্ঘ হল ?

যাতে প্রহরগুলি নিমেষে মিলিয়ে যায়, তার অভাব বলে।

বেনভলিয়ো তার দিকে তাকিয়ে বললে, তাহলে প্রেমে পড়েছ বুঝি?

না, না, আমি তো তার অনুরাগের সীমার বাইরে।

বাঃ বাঃ!—ভালবাসার সীমার বাইরে চলে গেছ?

হ্যাঁ, যাকে ভালবাসি, তার অনুরাগ তো আর নেই।

বেনভলিয়ো মন্তব্য করলে, হায়রে প্রেম কি বিষম! এমনি তো এত কোমল, কিন্তু অত্যাচারী আর ভীষণ হয়ে উঠতেও সে জানে।

রোমিয়ো বললে, হায়রে প্রেম! তার পথের দিশা তো পেলাম না! এখানে কি হচ্ছিল বল তো? না, না, আমাকে বলতে হবে না। এখানে আছে ঘৃণা, কিন্তু ভালবাসাই তো বেশি করে চাই। কিন্তু এ বিবাদ কেন—কেন এই প্রেমের কোন্দল! হায় প্রেমময়! কেন এই ঘৃণা! আমি তো প্রেমকে অনুভব করি, তাই এখানে তাকে খুঁজে পাইনে। তুমি হাসছ বেনভলিয়ো?

না, বরং কাঁদছি।

কেন?

তোমার হৃদয়ের উপর এই অত্যাচার দেখে।

ভালবাসার সেই তো আনন্দ! একেই নিজের দুঃখে আমার মন ভারী, আর তাতে তোমার দুঃখও তুমি চাপিয়ে দিতে চাও। তাতে যে আরো দুঃখ বাড়বে! প্রেম তো ধূম্রজাল, সে তো দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের ধূম্রে তৈরী, ধূম্রজাল দূর করে দাও—দেখবে প্রেমিক-প্রেমিকার চোখে ঝলসে উঠছে আগুন। আর তাকে বিরক্ত কর, দেখবে সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল প্রেমের অশ্রুতে। এ যদি খ্যাপামি হয় তো সে খ্যাপামিতে থাকে সতর্কতা। এ যেন এক শ্বাসরোধী বিষ, আবার এক সঞ্জীবনী মধু। এবার আসি ভাই।

বেনভলিয়ো বললে, ধীরে রোমিও, ধীরে! আমিও যাব। আমাকে ফেলে গেলে অবিচার করা হবে।

রোমিয়ো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, আমি তো ভাই নিজেকেই

হারিয়ে ফেলেছি। আমি তো এখানে নেই। এ তো রোমিও নয়! সে তো আর কোথাও চলে গেছে।

বেনভলিয়ো দেখলে, বন্ধু রোমিয়ো প্রেমে উদাস, তার মন বিক্ষিপ্ত। তাই সে শুধালে, আমাকে বল তো বন্ধু, কাকে তুমি ভালবাস?

কি—আমি কঁকিয়ে উঠব ব্যথায় আর তোমাকে আর্তনাদে জানাব তার নাম? না, না!

কেন কঁকিয়ে উঠবে। মনে বিষণ্ণতার ভার চেপে বসেছে তোমার, স্বরে সেই বিষণ্ণতা আমদানি করেই না হয় বল।

তুমি যে একজন রোগীকে বলছ তার অন্তিম দানপত্র রচনা করতে! ভাল—শোন তবে—আমি এক নারীকে ভালবাসি ভাই।

বেনভলিয়ো একটু বা রসিকতা করেই বললে, তুমি এক নারীকে ভালবাস, তা আমি টের পেয়েছি। আমার তীর ঠিক তাগ করেছে।

তুমি ভাল লক্ষ্যভেদকারী! যাঁকে ভালবাসি, তিনি সুন্দরী।

ভাল লক্ষ্য হলে, ভাল তাগ থাকলে, জলদি লক্ষ্যভেদও হয়।

কিন্তু সেখানেই তুমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে। তিনি তো লক্ষ্যবিদ্ধ হবেন না কিউপিডের তীরে। তাঁর দেবী ডায়ানার বুদ্ধি, আর সতীত্বের অস্ত্রে তিনি সুসজ্জিতা। প্রেমের দেবতার দুর্বল খেলনা-ধনুকে তো তাঁর ক্ষতি হবে না; তিনি ভালবাসার আক্রমণে অক্ষত, আক্রমণকারীর চোখ সেখানে প্রতিহত। তিনি সুন্দরী, সৌন্দর্য-ধনে ধনী, কিন্তু তিনি যখন মরবেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাণ্ডারটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

তাহলে তিনি এই শপথ করেছেন যে, তিনি চিরকুমারীই থাকবেন—বেনভলিয়ো শুধালে।

রোমিও উত্তর দিলে, হ্যাঁ, তাই। কিন্তু কি ফল হল। সৌন্দর্য তো কঠোরতায় উপবাসী হয়ে রইল—উত্তরাধিকার হিসেবে সৌন্দর্য তো কাউকে তিনি দিয়ে যাবেন না। তিনি প্রেমকে পরিহার করেছেন, আর তাঁর শপথের ফলে আমি মরে আছি।

তাঁকে ভুলে যাও। বেনভলিয়ো উপদেশ দিলে।

কি করে ভুলব শিখিয়ে দাও।

তোমার চোখকে দাও অবাধ স্বাধীনতা, তারা চেখে চেখে বেড়াক সৌন্দর্য।

তাতে তো আরো অনুপমা হয়ে উঠবেন তিনি, রোমিয়ো বলে উঠল। এ যেন মুখোসে ঢাকা রইল সুন্দরীর মুখ, ঘন কৃষ্ণতা বনের সৌন্দর্য আড়াল করে রাখলো। আচ্ছা আসি, তুমি তো আমাকে ভুলে যাওয়া শেখাতে পারলে না।

বেনভলিয়ো বললে, আমি তোমার গুরু হব, নয় তো ঋণ রেখেই মারা যাব।

দুজনে দুদিকে চলে গেল।

॥ দুই ॥

ভেরোনার পথ। পথে দেখা গেল ক্যাপিউলেৎ, তাঁর বয়স্য ও রাজার আত্মীয় তরুণ পারিস ও তাঁর ভৃত্যকে। ক্যাপিউলেৎ ও পারিস আলাপ করছেন।

ক্যাপিউলেৎ বললেন, মন্তাগো আর আমাকে দুজনকেই রাজা দণ্ড দিয়েছেন। তা আমাদের মতো বৃদ্ধদের তো শান্তি রক্ষা করাই উচিত।

পারিস বললেন, আপনারা দুজনেই সম্মানিত—আর এ বড়ই দুঃখের বিষয়—আপনারা এতদিন বিবাদ করে কাটিয়েছেন। এখন আমার কথা বলি। আমার প্রস্তাবটির বিষয়ে কি বলেন?

পারিস ক্যাপিউলেৎ-কন্যা জুলিয়েতের পাণিপ্রার্থী—তিনি সেই কথাই পাড়লেন।

ক্যাপিউলেৎ বললেন, আমি আগে যে কথা বলেছি, সেই কথাই আবার বলি। আমার কন্যা এখনো ছেলেমানুষ, চৌদ্দ বৎসরও

তার পূর্ণ হয়নি ; আরো দুটি বসন্ত কেটে যাক, তখন তাকে বিবাহের যোগ্যা বলে ভাবব।

কিন্তু তার চেয়েও যারা ছোট, তারা এখন মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছে।

ক্যাপিউলেৎ বললেন, ও আমার একমাত্র আশা। ওর কাছে প্রেম জানাও, ওর মন চিনে নাও। আমার সম্মতি তো একটা মাত্র অংশ, কন্যা নিজে যাকে পছন্দ করবে, আমার সম্মতি তো সে পাবে। আজ রাতে আমি এক ভোজ দিচ্ছি, সেখানে বহু অতিথিকে নিমন্ত্রণ করেছি, তুমিও আমার স্বাগত অতিথি। আজ রাত্রে এস! দেখবে ধরাতলে কত চলমানা তারা এসে দেখা দেবেন, তাঁদের ঔজ্জ্বল্যে অন্ধকার আকাশ আলো হয়ে যাবে। বসন্ত যখন আসে শীতের পঙ্গু পদসঞ্চারের পরে, তখন কামমত্ত তরুণেরা যেমন অনুভব করে, তেমনি তুমি অনুভব করবে, এই তরুণী দলের মাঝে। চল চল! ভৃত্যদের হাতে একখানি কাগজ দিয়ে বললেন—যাও, সারা ভেরোনায় ঘুরে ঘুরে এই তালিকায় যাঁদের নাম আছে, তাঁদের নিমন্ত্রণ করে আসবে।

ক্যাপিউলেৎ পারিসকে নিয়ে চলে গেলেন।

যে-ভৃত্যের হাতে তালিকাটি দিয়ে গেলেন, সে অতবড়ো তালিকা দেখে গজর-গজর করতে লাগল,

যাও—ঐ তালিকার নাম খুঁজে বের কর! উনি তো হুকুম দিয়েই খালাস। যার যেমন কানুন! মুচি তার গজকাঠি নিয়ে, দরজী তার লাস নিয়ে আর জেলে কাজ করবে তার পেন্সিল নিয়ে, পোটো কাজ করবে তার জাল নিয়ে। যার যেমন দস্তুর। আর আমাকে কিনা এই লিষ্টির নামগুলো খুঁজে বের করতে পাঠানো হল! বেটা কলমচী কি যে লিখেছে—তাই-ই বুঝতে পারছিনে। এখন এক পণ্ডিতকে ধরতে হবে। ঐ যে কারা আসছে। যাহোক, জিজ্ঞেস করেই ফেলি!

বেনভলিয়ো আর রোমিয়ো এসে ঢুকলেন।

বেনভলিয়ো বললে, ধীরে, ধীরে! এক আগুন আর এক আগুনকে নিবিয়ে দেয়। এক ব্যথা আর একজনের ব্যথা লাঘব করে। চোখে নতুন বীজাণু ঢুকুক, তখন পুরানো বীজাণু উপে যাবে।

রোমিয়ো ফোড়ন কাটলে, এর পক্ষে তোমার ঐ জ্বালা উপশমের কলাপাতাখানা চমৎকার।

কিসের পক্ষে?

তোমার ঐ ভাঙা থুতনির পক্ষে।

রোমিয়ো, তুমি কি পাগল?

না পাগল নই, কিন্তু পাগলের চেয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে আমাকে বেঁধেছে ছাঁদনদড়ি—বাঁধনদড়ি। গারদে বন্দী, উপবাসী, বেত মারছে, অত্যাচার করছে—এমন যে পাগল তার চেয়েও বড় আমার খ্যাপামি।

ভৃত্যটি এবার লিষ্টিখানা নিয়ে কাছে এসে বললে, মশাই পড়তে জানেন?

রোমিও বললে, আহা যদি অক্ষর চিনতাম আর ভাষা বুঝতাম!

সাঁচ কথা বলুন মশাই। ভৃত্যটি রেগে উঠল। বেশ করুন ঠাট্টা—আমি চলি!

আরে দাঁড়াও! হ্যাঁ পড়তে জানি।

রোমিয়ো তালিকাখানি ভৃত্যের হাত থেকে নিয়ে পড়তে লাগল, সিনর মার্তিনো ও তাঁর পত্নী এবং কন্যাগণ; মহামাননীয় জমিদার আনসেলামি এবং তাঁহার সুন্দরী ভগ্নীগণ; ভিক্রভিয়োর বিধবা; সিনর প্লাসেনশিয়ো আর তাঁর লাবণ্যময়ী ভাগিনেয়ীগণ; মারকিউশিয়ো ও তাঁর ভ্রাতা ভ্যালেন্তিনো; আমার সুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয় রোসালিন ও লিভিয়া; সিনর ভ্যালোশিয়ো ও তাঁর

ভ্রাতা তাইবল্ট ; লুসিয়ো ও আনন্দচঞ্চলা হেলেনা—এয়ে অনেক-গুলো নাম ! নাও কাগজ নাও। কার বাড়ী নিমন্ত্রণ ?

ভৃত্য বললে, ঐ হোথায় !

কোথায় ?

রাতের ভোজে। আমাদের বাড়ি।

কার বাড়ি !

আমার মনিবের বাড়ি !

রোমিয়ো বললে, তাইত, আগেই একথা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

ভৃত্য উত্তর দিলে, আপনার শুধোবার আগেই বলছি—আমার মনিব মহা বড়মানুষ ক্যাপিউলেৎ। যদি আপনি মন্টাগোগোষ্ঠীর কেউ না হন, তাহলে এসে এক থালা আর এক পাত্তর মেরে যাবেন। ভালই হোক আপনার ! চলি !

ভৃত্য চলে গেল।

বেনভলিয়ো বললে, ঐ ভোজে আসছেন সুন্দরী রোসালিন—তাকে তুমি ভালবাস ! আর সেখানে থাকবেন ভেরোনার প্রশংসা-ধন্যা সুন্দরীরা। সেখানে যাও তুমি, গিয়ে তাঁর মুখখানির সঙ্গে অন্য মুখগুলোর তুলনা করে দেখ ! তখন তো তোমার রাজহংসীকে দাঁড়কাক বলেই মনে হবে।

রোমিয়ো বললে, আমার চোখের ধর্ম যদি ঐ মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেয়, তাহলে আমার অশ্রু যেন হয় অগ্নিধারা, সে যেন আমাকে দগ্ধে মারে ! আমি তো তাঁর চেয়ে কাউকে সুন্দরী দেখিনি ! সূর্য তো সব দেখে, সেও তো তাঁর তুলনা খুঁজে পায়নি পৃথিবীর সেই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে।

বেনভলিয়ো বললে, মিথ্যা তোমার বড়াই ! কেউ নেই বলেই তাঁকে অতুলন সুন্দরী বলে মনে হয়—কিন্তু সৌন্দর্যের তুলাদণ্ডে

আজ রাত্রে হবে তার সৌন্দর্য তৌলিত—এখন যাকে অনুপমা মনে হচ্ছে, সে হবে অতি নিকৃষ্ট।

রোমিয়ো উত্তর দিলে, বেশ, আমি যাব! কিন্তু জানি, দেখাতে তুমি পারবে না—আমার প্রিয়ার সৌন্দর্যে আমি আরো মুগ্ধই হব।

দুজনে চলে গেল।

ভাগ্যদেবী হাসলেন অলক্ষ্যে।

॥ তিন ॥

ক্যাপিউলেতের বাড়ি, ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী আর দাই-মা এসে ঢুকলেন।

দাই, মেয়ে কোথায়? তাকে ডাক!

কে—জুলিয়েৎ! ওগো জুলি—জুলিয়েৎ গো!

জুলিয়েৎ এসে ঢুকল। কিশোরী বালা। অতুলন তার সৌন্দর্য। এখনো কমলকলি, যৌবন এসে তাকে ফুটিয়ে তোলেনি দলে দলে। তবু সে অতুলনা, নিরুপমা, অনুপমা।

কে ডাকে!

দাই মা বললে, তোমার মা।

এই যে মা—কি বলবে বল?

আছে, কথা আছে, মা বললেন। দাই, তুমি একটু যাও তো! আমরা গোপনে কথা বলব! না, না, তুমি থাকো। তোমার শোনা দরকার। মেয়ের আমার বয়েস হয়েছে তা তো জানো।

দাই-মা গালে হাত দিয়ে বললে, ওমা জানিনে আবার! আমি ওর বয়সের পহরটি অবধি বলতে পারি।

চৌদ্দ পেরোয়নি ওর?

ও-মাগো! আমার চৌদ্দটি দাঁত যেন পড়ে যায়! না, না চৌদ্দ নয়! ঐ যে দেবতার উৎসব যেন কবে হবে?

এই ষোল-সতের দিন দেরী আছে।

ঐদিন ও চৌদ্দোয় পা দেবে। সুসান আর ওর এক বয়েস ছিল গো! সুসানকে ঈশ্বর নিয়েছেন। ভূমিকম্প এগারো বছর আগে হ'ল—সেদিন ওর মাই ছাড়ানো হ'ল। সেদিনকার কথা কি কখনো ভুলব মা! আপনারা তখন ছিলে গো মান্তুয়ায়। মাইয়ের বোঁটায় দিয়ে দিনু তেতো—ও তো খেয়েই থু-থু করল। সেই তো এগারো বছরের কথা গো। তখন ও ছুটোছুটি করতে করতে একদিন তো পড়ে গিয়ে কপালটা থেঁতলে এলো। আমার সোয়ামী, আহা—তিনি এখন স্বগ্‌গে—তিনি কত তামাসাই না করলো! মেয়ে অমনি কান্না ভুলে গেল!

ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী বললেন, থাম না দাই—ঢের হয়েছে!

দাই থামে না, সে বললে, হেসে তো বাঁচিনে। ইয়া বড় ফুলে উঠল কপাল---আর নাক সিটকে সে কি কান্না!

তুমিও নিশ্চয়ই নাক সিটকেছিলে দাই-মা? জুলিয়েৎ শুধালে।

এখন থাম তো। ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী বাধা দিলেন।

থামছি বাছা! এখন ঈশ্বর তোমার ভালাই করুন! তোমার মতো মেয়ে আমি আর মানুষ কারনি। তোমার এখন বিয়েটা দেখে যেতে পারলেই আমার সব সাধ পোরে।

ঐ কথা বলতেই এসেছি, ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী বললেন। জুলিয়েৎ, বল্ তো—তোর মনের ভাবখানা কি?

আমি তো ও-সম্মানের কথা স্বপ্নেও ভাবিনে। জুলিয়েৎ বললে।

দাই-মা বলে উঠল, সম্মান! তুমি এত পাকা কথা কোথায় শিখলে মা!

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী বললেন, ও-কথা তো তোমার চেয়ে ছোটরাও ভাবে। তোমার চেয়ে ছোটরাও তো মা হয়েছে। আমারও তো এই বয়সে বিয়ে হয়েছিল। এখন আমাদের পারিস তোমাকে বিয়ে করতে চান!

দাই-মা বলে উঠল—আহা পুরুষ বটে! যেন মোমে গড়া পুতুলটি!

ভেরোনায় তো এমন সুন্দর যুবা আর নেই—ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী মন্তব্য করলেন—এখন তোমার কি মত? এই ভদ্রলোকটিকে ভালবাসতে পারবে? আজ রাতে ওঁকে ভোজে দেখতে পাবে; দেখবে সৌন্দর্য তার তুলি দিয়ে কি এঁকেছেন! তিনি যেন প্রেমের মূল্যবান পুঁথি—এখনো আবদ্ধ হননি—তার সৌন্দর্যকে বাড়াতে হলে চাই একটি আবরণ। রূপের সঙ্গে রূপসীর মিলন হলে চমৎকার হবে। সোনার মলাটে সোনালী কাহিনী বাঁধানই হবে। তাঁর যা আছে তা তুমি পাবে, তাতে তোমারও রূপ বাড়বে। এখন বল—পারিসকে ভালবাসতে পারবে?

ভাল যাতে লাগে, সেই চেষ্টা করব, জুলিয়েৎ উত্তর দিলে। যদি দেখে ভাল লাগে তো লাগবে। কিন্তু এও বলব, তোমরা রাজী বলেই তাকাব, আমার চোখ তো গভীর শর-সন্ধান করবে না।

একটি ভৃত্য এসে খবর দিলে, অতিথিরা আসছেন। খাবারও দেওয়া হয়েছে। এখন আপনারা চলুন। এই বলে ভৃত্য চলে গেল।

যাচ্ছি—ক্যাপিউলেৎ গৃহিণী বললেন, জুলিয়েৎ আয়!

মায়ের সঙ্গে জুলিয়েৎ ও দাই-মা চলে গেল।

আমরা আমাদের নায়িকাকে দেখলাম। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কুমারী, কিন্তু এখনি প্রেম সম্বন্ধে তার ধারণা হয়েছে। নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। আজকের দিনেও কৈশোর-যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে সলজ্জ ভীরুতায় প্রেম লালিত-পালিত হয়, কিন্তু কিশোরীরা প্রেমকে আমল দিতে চায় না। দৌড়-ঝাঁপে প্রেমকে ওরা দূরে সরিয়ে রাখে। এইটেই হল আসলের রীতি, প্রেম অনুভূতি জাগালেও পিলপেগাড়ি করতে পারে না, কিন্তু অতীত যুগে নারী তো এমন ছিল না! সেকালে কুমারী কুড়ি হলেই বুড়ি হোত। চৌদ্দ তো ছিল

সবুজ স্বপ্নের কাল। তাই শকুন্তলারও বুঝি বয়স ছিল চৌদ্দ! বুঝি রত্নাবলীরও সেই বয়েস ছিল। আর জুলিয়েৎ, দেসদিমনা, ওকেলিয়ারও ঐ বয়স! এই চৌদ্দতেই তারা পূর্ণ বিকশিতা। এই কিশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে দেখি আমাদের কুমারী জুলিয়েৎকে—দেখি তার প্রেমের অভিযান।

॥ চার ॥

রাজপথে আমরা এসে দাঁড়ালাম। এখন রাত। মুখোসধারী পাঁচ-ছ'জন মানুষের সঙ্গে রোমিয়ো, বেনভলিয়ো, মার্কুসিয়োকে দেখা গেল। সঙ্গে আছে মশালধারীর দল।

বেনভলিয়ো রোমিয়ো আর মার্কুসিয়ো আলাপ করছে।

রোমিয়ো বললে, আমার ভাল লাগছে না। কি করব বল!

বেনভলিও উত্তর দিলে, আমরা দেখব, মাপবো, জপবো; ওরাও তাই করবে। তারপরে আমরা চলে যাব।

রোমিও একজন মশালধারীকে বললে, একটা মশাল দাও তো! আমার এসব ভাল লাগছে না। আমার মন ভারী, তাই হাল্কা করতে হবে।

মার্কুসিয়ো বললে, না, না, রোমিয়ো—তোমাকে আমরা নাচাব।

না, না, আমাকে নয়! তোমাদের নাচের জুতো পায়, হাল্কা মন—আর আমার মন ভারী। আমি নড়তেও পারব না।

মার্কুসিয়ো বললে, তুমি প্রেমিক, প্রেমের দেবতা কিউপিডের পাখা ধার করে নাও, আর সেই পাখায় ভর করে আকাশে উড়ে যাও!

রোমিয়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমি শরে বিষ-বিদ্ধ, হালকা

পাখা নিয়ে উড়তে পারব না, আমি তো প্রেমের দুর্বহ বোঝা নিয়ে ডুবছি।

ডুবে গিয়ে প্রেমের বোঝা আরো বাড়াচ্ছ—অমন কোমল জিনিসের উপর এত বড় অত্যাচার!

ভালবাসা কি কোমল? না, না, সে বড় কঠোর, বড় রুক্ষ, বড় উদ্দাম, কাঁটার মতো সে বেঁধে।

মার্কুসিয়ো বললে, ভালবাসা যদি তোমার উপরে রুক্ষ হয়ে ওঠে, তুমিও তার উপরে রুক্ষ হয়ে ওঠ। ভালবাসা যদি কাঁটা দিয়ে ফোঁড়ে, তুমিও ফুঁড়ে দাও! তা'হলেই ভালবাসাকে হার মানাতে পারবে। দাও তো মুখোস 'রে নিই।

মার্কুসিয়ো একটা মুখোস পরে নিলে। সে বললে,

মুখোস দিয়ে মুখোস ঢাকলাম—আর ভয় কি? আর কোন কৌতূহলী চোখ কি খুঁজে পাবে আমার খুঁত? এখন যে যত পার তাকাও—এই আঁকা গাল লজ্জায় লালিয়ে উঠলেও টেরটি পাবে না।

বেনভলিয়ো বললে, এস—এই তো ফটক! এস না রোমিও, ঢুকে পড়ি। ভিতরে ঢুকে পড়েই কিন্তু হুঁশিয়ার থাকবে।

রোমিয়ো বললে, আমাকে একটা মশাল দাও। আমি হব মশালধারী—তাকিয়ে দেখব। যদি—

জলদি চল। মার্কুসিয়ো তাড়া লাগালে।

এই মুখোস পরে যাচ্ছি খুশী মনেই, কিন্তু এতো বুদ্ধির কাজ নয়!—রোমিয়ো বললে।

কেন? মার্কুসিয়ো শুধালে।

আজ রাত্রে দেখেছি এক স্বপ্ন।

আমিও দেখেছি।

তোমার স্বপ্নটা 'ক।

মার্কুসিয়ো বললে, স্বপ্ন যারা দেখে তারা তো বেশির ভাগই মিছে বলে।

রোমিয়ো বললে, বিছানায় যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন কিন্তু সে স্বপ্ন সত্য হয়ে ওঠে।

মার্কুসিয়ো বললে, তাহলে স্বপ্ন কথা শোন! রাণী ম্যাবের নাম শুনেছ—তাঁকে দেখেছি। তিনি পরীদের দাই-মা। পৌর-প্রধানের আঙুলে আঙটিটি—তারা আকীক পাথরের মতো অমনি ছোটটি হয়ে এলেন, তাঁর গাড়ি টানছিল পরীরা, ঘুমন্ত মানুষের নাকের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর গাড়ীর ছাদটায় ফড়িঙের ডানার ছাউনি, তাঁর চুল সবচেয়ে ছোট মাকড়সার জাল দিয়ে তৈরী, তাঁর জামার কলার চাঁদের আলোর আল্পনা, তাঁর চাবুক ঝিঁঝি পোকার হাড়ে তৈরী। আর তাঁর গাড়ি টানে একটা ধূসর-রঙা ডাঁশ—আর তার গাড়িখানিও একটি বাদামের খোলা। কাঠবেড়ালী তৈরী করে দিয়েছে ঐ গাড়ী। রাতের পর রাত ঐ গাড়ীতে তিনি ঘুরে বেড়ান প্রেমিকের মগজের ভিতর দিয়ে, আর তারা প্রেমের স্বপ্ন দেখে। সভাসদদের হাঁটুর উপর দিয়ে চলে যান—আর তারা সহবৎ শেখার স্বপ্ন দেখে, আর আইনজীবির আঙুলের উপর দিয়ে যখন চলেন, তাঁরা দক্ষিণার মোহরের স্বপ্ন দেখেন। মহিলাদের ঠোঁটের ওপর দিয়ে ছুটিয়ে দিয়ে তাঁরা দেখেন চুম্বনের স্বপ্ন। তারপর মোসাহেবের নাকের উপর দিয়ে যখন লাফিয়ে যান, তখনি সে স্বপ্ন দেখে বসে, তার তোষামোদে মনিবের মন গললো না। কখনো বা শোরের লেজ দিয়ে ঘুমন্ত পাদ্রীর নাকে সুড়সুড়ি দেন, তখন সেও স্বপ্ন দেখে। আবার জঙ্গী সেপায়ের গলার উপর দিয়ে চলে যান আর সে স্বপ্ন দেখে বিদেশী শত্রুর গলা কাটছে, তারপরে দামামার নির্ঘোষে তার স্বপ্ন ভেঙে যায়। সে ধড়মরিয়ে জেগে উঠে প্রার্থনা করে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এই সেই ম্যাব—

রোমিয়ো বাধা দিয়ে বললে, দোহাই তোমার মার্কুসিয়ো, শান্ত হও! তুমি তো অনেক যা-তা বকলে!

মার্কুসিয়ো বললে, আমি স্বপ্নের কথা বললাম। অলস মগজের

সন্তান সে, উদ্ভট কল্পনায় তার জন্ম। বাতাসের চেয়েও সেই কল্পনা হাল্কা, আবার ঝোড়ো হাওয়ার চেয়েও চঞ্চল।

বেনভলিয়ো বললে, যে হাওয়ার কথা বললে, সে আমাদেরই উড়িয়ে নিয়ে না যায়! ভোজ এতক্ষণে বোধহয় শেষ, আমরা দেরীতে এলাম।

না, না, রোমিয়ো বললে, বোধ হয় তাড়াতাড়িই এসে পড়েছি, আমার মন বলছে, একটা কিছু ঘটবেই আজ। গ্রহে কি আছে জানি না, তবু যেন মনে হয় এই উচ্ছৃঙ্খল আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জীবনও শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি কে—যিনি আমাকে চালাচ্ছেন তিনিই চালিয়ে নিয়ে যাবেন। পাল তুলে নৌকো চলবে ঠিক পথে।

বেনভলিয়ো এবার বলে উঠল, বাজাও, বাজাও!

ওরা ঢাক বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

॥ পাঁচ ॥

ক্যাপিউলেতের গৃহের সম্মুখের রাজপথে ছিলাম আমরা, এবার এসেছি গৃহের অভ্যন্তরে। মুখোসধারীরা এসে একে একে ঢুকল! আবার ও-পাশ দিয়ে পরিচারকদলকে ঝাড়ন হাতে দেখা গেল। সবাই তারা ব্যস্ত। খেটে খেটে গলদঘর্ম।

একজন পরিচারক আর একজনকে বললে, ওবে পটপান বেটা কোথায়? খাবারের পাতাগুলো যে ধরাধরি করে নিয়ে যাবে তাও করছে না!

তা ভাই, ভার যদি এক বা দু'জন মানুষের হাতে থাকে, তখন এমনই হয়।

রাখো তোমার বক্‌বকানি—থালাগুলোর দিকে তাকাও।

এমন সময় আর একজন চাকর এসে বললে, খাস-দরবারে তোমার খোঁজ করছেন গো!

খেঁকিয়ে উঠল প্রথম জন, আমরা তো আর একসঙ্গে এখানে আর ওখানে হুকুমদার হয়ে থাকতে পারিনে! ওহে এস হে তোমরা!

ওরা চলে গেল, বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করলেন ক্যাপিউলেৎ, সঙ্গে অতিথিরা, মহিলারাও আছেন। আর আছে মুখোসধারীর দল।

ক্যাপিউলেৎ হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে মহা শিষ্টাচার সহকারে বললেন, আসুন, আসুন ভদ্রমহিলারা ও ভদ্রমহোদয়গণ!

ভদ্রমহিলারা,—আপনাদের যাঁদের পায়ে কড়া নেই, তাঁরা এক চক্কোর ভদ্রমহোদয়গণের সঙ্গে নেচে নেবেন। ওগো ভদ্রমহিলারা—এখন কে নাচতে নারাজ বলুন! যিনি নারাজ হবেন, তাঁর পায়ে তো নির্ঘাৎ কড়া পড়েছে! আসুন, আসুন ভদ্রমহোদয়গণ। আমার সেদিনের কথা মনে পড়ছে, মুখোস পরে এক সুন্দরীর কানে কানে কি যেন বলেছিলাম! সে দিন তো চলে গেছে। আসুন, আসুন! ওহে বাজনদারের দল, জোরে বাজাও!

বাজনা সুরু হল, জোড়ায়-জোড়ায় নাচছেন মুখোসধারী আর মুখোস-ধারিণীরা।

ক্যাপিউলেৎ এরই মধ্যে ভৃত্যদের হুকুম দিলেন, ওরে আরো আলো জ্বালিয়ে দে! আবার একজন আগন্তুককে দেখে বলে উঠলেন, আরে দাদা যে!

আমাদের তো নাচের দিন গেছে, তাই বসে পড়! কতদিন আগে তুমি আর আমি সে মুখোস নাচ নেচেছি বল তো?

অতিথি বললেন, তা প্রায় তিরিশ বছর হবে।

না, না, অতো নয়! লুসেনসিয়োর সেই বিয়েতে না! হ্যাঁ, তা পঁচিশ বছর তো হবেই।

তার চেয়ে ঢের বেশি—তার বড় ছেলের বয়সই এখন তিরিশ।

ক্যাপিউলেৎ বললেন—বলো কিহে? তার ছেলে তো দু'বছর আগেও নাবালক ছিল।

শুধু এঁরা নয়, নাচিয়ের দলেও আলাপ চলছে। জোড়ায়-জোড়ায় নৃত্য সাথীরা মুখোসের আড়ালে বলছেন কথা।

রোমিয়ো একপাশে মুখোস পরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে একটি ভৃত্যকে শুধালে, ঐ যে ঐ—যোদ্ধাটির সঙ্গে নাচছেন—ঐ মহিলাটি কে?

জানিনে হুজুর, ভৃত্য জানালে।

রোমিয়ো আপন মনে বললে, উনি মশাল স্পর্শ করছেন, আর মশালের আলো আরো উজ্জ্বল হয়েই বুঝি উঠছে। উনি যেন রাতের কপালে ইথিয়োপ রমণীর কানের মণি-আভরণের মতোই। সৌন্দর্য তো এ জগতে দুর্লভ—তাই তো দেখি, তুষারশুভ্র ঘুঘু পাখীর জোটি মেলে এক পাল দাঁড়কাকের সঙ্গে। ঐ মহিলাকে তো তাঁর জুড়িটির সঙ্গে অমনিই দেখাচ্ছে। নাচ শেষ হলে, উনি কোথায় গিয়ে দাঁড়ান লক্ষ্য রাখবো। ওঁর হাতখানি স্পর্শ করে আমার এই কর্কশ-হাত দু'খানিকে ধন্য করব। হৃদয়—এখনো কি তুমি রোসালিনকে ভালবাস! না, না, আর ভালবেসো না! এই রাতের আগে তো এমন সৌন্দর্য তুমি আর দেখনি! রোমিয়ো বুঝি শেষ কথাগুলি উচ্ছ্বসিত হয়ে জোরেই বলে উঠল। বলে উঠেই তার মনে হল শত্রুপুরী। সে চারিদিকে তাকালো।

তাইবল্ট এক পাশে মুখোস পরে দাঁড়িয়েছিল, সে হঠাৎ রোমিয়োর স্বর শুনে চমকে উঠল। সে ভাবলে,

স্বর শুনে তো মনে হয়, মন্তাগোদের কেউ। এ স্বর যেন চেনা—অতি চেনা। সে তার ভৃত্যকে আদেশ দিলে—যা, আমার তলোয়ার নিয়ে আয়! ঐ মুখোসে মুখ ঢেকে আমাদের এই পবিত্র ভোজে আসতে সাহস হল কার! আমার আত্মীয়ের পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখব আমি—ওকে মরতে হবে।

ক্যাপিউলেৎ তাইবল্টের চিৎকার শুনে তার কাছে ছুটে এসে বললেন, কি হয়েছে? অমন তর্জন-গর্জন করছ কেন?

তাত, আমাদের শত্রু মন্তাগো পরিবারের একজন এসে ঢুকেছে আমাদের ভোজে, সে আমাদের অনুষ্ঠানকে বিদ্রূপ করতে চায়। ঐ যে!

ক্যাপিউলেৎ তাকিয়ে দেখে শুধালেন—কে রোমিয়ো না কি?

হ্যাঁ, এ সেই বদমাসটা!

ক্যাপিউলেৎ বললেন, না, না, কিছু বোলো না। বেশ ভদ্রলোকের মতোই তো ওর ব্যবহার। আর লোকে বলে, ভেরোনার ও অলঙ্কার, ও যেমন গুণী, তেমনি শান্ত। না, না, আমার বাড়িতে ওকে অপমান করতে আমি দেবনা! ওর দিকে লক্ষ্যও কোরো না, তোমার ভ্রূকুটি মুছে ফেল! এ তো আনন্দ-ভোজে মানায় না!

না, না, ঐ বদমায়েসটাকে আমি অতিথি বলে মানবো না।

মানতে হবে। আমি বলছি, মানতে হবে। আমিই এ বাড়ির প্রভু—উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ক্যাপিউলেৎ। অতিথিদের মধ্যে রক্তারক্তি কাণ্ড আমি বাধাতে দেবনা!

কিন্তু পিতৃব্য, এতো ঘোর লজ্জা!

যাও, যাও! ওরে, আরো আলো জ্বালিয়ে দে!

তাইবল্ট গর্জে উঠলো, উপায় নেই, আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু এই যে শত্রু এল, এর ফল তো ভাল হবে না!

সে হন্ হন্ করে চলে গেল।

রোমিয়ো যে সুন্দরী কিশোরীটিকে লক্ষ্য করছিল, তার নাচ শেষ হল। সে এসে দাঁড়াতেই, তার কাছে এগিয়ে এল রোমিয়ো। সে জানেনা, এই আমাদের কুমারী জুলিয়েৎ।

সে কাছে এসে হাতে হাত দিলে। চমকে উঠল সেই স্পর্শে কুমারী। মুখখানি তার অবনমিত। তবু মুখোসের আড়ালে চোখের মণি দুটো একবার জ্বলে উঠল। সে তাকিয়ে দেখলে—এক কুমার।

মুখোসের আড়াল থেকে শুধু দুটি চোখের উপর চোখ রেখে রোমিয়ো বললে,

আমার এই অযোগ্য হাতের স্পর্শে যদি কলুষিত করে থাকি তোমার ঐ পবিত্র মন্দির, তাহলে আমাকে দণ্ড মাথা পেতে নিতে দাও। আমার অধর আর ওষ্ঠ তো দুই তীর্থযাত্রী, ভীরু তীর্থযাত্রী —তারা মুছে দিক ঐ কর্কশ স্পর্শ স্নিগ্ধ চুম্বনে।

জুলিয়েৎ বীণা নিন্দিত কণ্ঠে উত্তর দিলে, হে তীর্থযাত্রী, আপনি তো হাতদুখানির উপর অবিচার করেছেন। তারা তো অনুরাগই দেখিয়েছে। সন্তদের হাত তো তীর্থযাত্রীর হাতে এসে মেলে, আর হাতে হাতে চুম্বনের স্পর্শ লাগে।

সন্তদের কি অধর নেই? রোমিয়ো শুধালে।

কিন্তু সে অধর আর ওষ্ঠ তো প্রার্থনায় নিযুক্ত।

তাহলে হে আমার প্রিয় সন্ত, হাত যা করেছে, তাই করুক অধর আর ওষ্ঠ। তারাও করুক প্রার্থনা; আমাকে অনুমতি দাও, কি জানি যদি আসে হতাশা।

সন্তরা তো নড়েন না, যদিও বর দেন। হেসে বললে কুমারী।

রোমিয়ো বললে, তাহলে নড়ো না, আমি আমার প্রার্থনার বর নিয়ে নেব। আমার এই ঠোঁট দু'খানি তোমার ঠোঁট দু'খানিতে মিলিয়ে দিলাম, আমার পাপ তো আর রইল না। আমি মুক্ত হলাম।

রোমিয়ো জুলিয়েৎকে চুম্বন করল।

জুলিয়েৎ বললে, তাহলে আমার ঠোঁট দু'খানি তো পাপময় হয়ে গেল।

আমার ঠোঁট থেকে বুঝি গেল পাপ? তাহলে আমার পাপ আমাকে ফিরিয়ে দাও!

কিশোরী হাসলে।

আবার চুমু খেল রোমিয়ো!

আপনার চুমু যেন পুঁথির চুমুর মতো।

এমন সময় দাইমা এসে দাঁড়াল।

দাইমা বললে, ওগো, তোমার মা ডাকছেন।

কে ওঁর মা? রোমিয়ো শুধালে।

ওমা—তাও জান না গা! ওর মা এ বাড়ির কর্ত্রী, দাইমা বললে। চমৎকার মানুষ গা—যেমন গুণ, তেমনি ধর্ম্মকর্ম্মে মতিগতি। আর আমি তাঁর ঐ মেয়েকে মানুষ করেছি।

কুমারী কি ক্যাপিউলেৎদের কেউ? রোমিয়ো শুধালে।

হায়, আমার শত্রুর হাতে শেষে জীবন সঁপে দিলাম।

বেনভলিয়ো দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, সে কাছে এসে বললে, চলে এস! ঢের মজা হল!

রোমিয়ো বললে, মজা নয়, এ আমার অশান্তি বাড়ল।

ক্যাপিউলেৎ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমাদের উৎসব সাঙ্গ, এবার বিদায়ের পালা। সবাই চলে গেল। রোমিয়ো বেনভলিয়োর হাত ধরে চলে গেল। শুধু একবার বিদায়ের দৃষ্টি এসে মিলিত হল আর এক দৃষ্টির সঙ্গে।

এর পরে আছে ভোজ। চলুন, চলুন!

সবাই চলে গেলেন, রইল দাই-মা আর জুলিয়েৎ।

জুলিয়েৎ শুধালে, দাই-মা, উনি কে?

দাই-মা বললে, তাইবেরিয়োর ছেলে।

না, না, ঐ যে যিনি চলে যাচ্ছেন।

তা পেত্রুচ্চিয়ো হবে বোধ হয়!

না, না, ঐ যে যিনি নাচেন নি!

জানিনা বাছা!

যাও, ওঁর নাম জিজ্ঞেস কর—উনি যদি বিবাহিত হন—বাসর-শয্যা হবে আমার মৃত্যুশয্যা।

দাই-মা মাথা নেড়ে বললে, ওমা, ঐ সুন্দর মানুষটির কথা বলছ বাছা? ও তো রোমিয়ো-মন্তাগো—তোমাদের শত্রু।

জুলিয়েৎ স্তম্ভিত, তারপরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, আমার

ভালবাসা তো ঘৃণা থেকেই দেখা দিল। অপরিচিতকে দেখলাম, ভালবাসলাম, পরিচয় জানলাম অনেক পরে। হায়—এ কি ভালবাসার জন্ম হল! আমি শেষে আমার ঘৃণিত শত্রুকে ভালবাসলাম!

দাই-মা অবাক হয়ে বললে, কি বললে বাছা?

ও কিছু নয় মা—একটা পদ্য। এইমাত্র নাচতে-নাচতে এক-জনের কাছ থেকে শিখলাম।

ভিতর থেকে স্বর শোনা গেল—জুলি, জুলি—এদিকে আয়!

দাই মা বললে, চলতো বাছা এবার! সবাই চলে গেছে।

জুলিয়েৎ অধরে বয়ে নিয়ে চলল ভালবাসার স্বাক্ষর। রোমিয়োও সে স্বাক্ষর নিয়ে গেল। ক্যাপিউলেৎ আর মন্তাগো-পরিবারের চিরন্তর বিদ্বেষের মধ্যে দুই নর-নারীর হৃদয় মিলনের সেতু গড়লো। সে সেতু কি পূর্ণ রূপ নেবে, না, নিমেষের ঝড়ে ভূমিস্মাৎ হবে কে জানে!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রস্তাবনা

আবার পর্দা উঠল। এবার ঐক্যতান গায়কদের দেখা গেল তারা গাইল,

পুরানো কামনা তো অন্তিম শয্যায়
এবার তরুণ-কামনা চায় উত্তরাধিকার!

যে-সৌন্দর্যের কামনা করে প্রেম, যার জন্যে কাঁদে, মৃত্যুবরণ করে প্রেম—সেই প্রেম পেল কোমলা জুলিয়েৎ।

রোমিয়ো ভালবাসল, ভালবাসা পেল। আঁখির মিলনে আঁখি হ'ল প্রেমমুগ্ধ।

জুলিয়েৎ শত্রুকে ভালবাসল, সে-শত্রু তো আসতে পারবে না, জানাতে পারবে না প্রেমের অঙ্গীকার।

আর জুলিয়েৎই বা কি করে তার সঙ্গে দেখা করবে?

কিন্তু তাদের কামনা দেবে তাদের শক্তি, সাক্ষাতের কাল সৃষ্টি করবে। দুই বিরোধী আকর্ষণে মধু ঝরবে।

প্রস্তাবনা-কারীরা চলে গেল, আবার নেমে এল পর্দা।

॥ এক ॥

পর্দা উঠল। ক্যাপিউলেতের বাগিচার দেয়াল ঘেঁসে সরু গলি। সেই গলিতে এসে দেখা দিল প্রেমিক রোমিয়ো। অতিথিরা বিদায় নিয়েছে, কিন্তু সে তো পারেনি বিদায় নিতে! তার হৃদয় রেখে সে কেমন করে যাবে? তাই সে ঘুরছে বাড়ির আশেপাশে। এই তার

আকর্ষণের কেন্দ্র। এই কেন্দ্রেই তাকে ঘুরতে হবে। রোমিয়ো দেয়ালের উপর উঠে লাফিয়ে পড়ল ভিতরে।

তার সঙ্গী বেনভলিয়ো আর মার্কুসিয়ো তাকে খুঁজছে। তাঁরা এসে হাজির হল।

বেনভলিয়ো ডাকলে, রোমিয়ো—ভাই রোমিয়ো। কোথায় তুমি!

মার্কুসিয়ো বললে, ছেলেটার বুদ্ধি আছে। আমার প্রাণের দিব্যি, সে এখন বাড়ি গিয়ে বিছানায় ঘুমোচ্ছে।

না, না, এইদিকে ছুটে এল, মনে হল দেয়াল বেয়ে উঠে ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। তুমি ডাক না—মার্কুসিয়ো।

মার্কুসিয়ো রঙ্গপ্রিয়! সে রঙ্গ করে বললে, না, না, ডাকতে হবে না, ভোজবাজী দেখাতে হবে। ওগো রোমিয়ো—ওগো পাগল! ওগো কামনা—ওগো প্রেমিক! তুমি দীর্ঘশ্বাসের রূপ নিয়ে দেখা দাও। এসে কাব্যি করে কথা বল—আমি তাতেই খুশী হব। চেঁচিয়ে বল—এই যে আমি। তারপরে 'প্রেম' কথাটি উচ্চারণ কর! ওগো রোমিয়ো, আমি রোসালিনের উজ্জ্বল ছুটি চোখের তারার নামে তোমাকে আহ্বান করছি—তার উঁচু কপাল আর ফ্যাকাশে লাল ঠোঁট, আর পা ছু'খানির নামে বলছি—তুমি আবির্ভূত হও!

বেনভলিয়ো বললে, ও শুনলে চটে যাবে।

না, না, চটবে না! আমি তো ওর প্রিয়ার নাম করে ওকে হাজির হতে বলছি, মার্কুসিয়ো উত্তর দিলে।

বেনভলিয়ো বললে, নিশ্চয়ই এই গাছপালার ভিতরে রোমিয়ো লুকিয়ে আছে। ওর প্রেম তো অন্ধ, তাই অন্ধকারেই ওকে মানায়।

প্রেম যদি অন্ধ হয়, তা'হলে তো তার তীর ফসকাবে। ওহে রোমিয়ো, তা'হলে আসি! এই মেঠো বিছানা বড় ঠাণ্ডা, তার চেয়ে বাড়ি গিয়ে হই চাঙা, কিহে যাবে নাকি?

বেনভলিও বললে, চল যাই, এখানে ওকে খোঁজা বৃথা।

ছু'জনে চলে গেল।

॥ দুই ॥

ক্যাপিউলেতের বাগিচা। রোমিয়ো সেখানে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে সে এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। সে আপন মনে বলে উঠল, যে আঘাত পায়নি, সে তো ক্ষত দেখে বিদ্রূপই করবে!

উপরের জানালা খুলে গেল। একখানি মুখ দেখা দিল। মুখখানি এখনো আবছা, অস্পষ্ট।

রোমিয়ো তাকালে উপর দিকে। এতক্ষণ মুখখানি ছিল আঁধারে ঢাকা, এবার এক ঝলক আলো এসে পড়ল।

রোমিয়ো মৃদুস্বরে বললে, ধীরে, ধীরে রোমিয়ো! ঐ যে জানালা দিয়ে এক ঝলক আলো এসে পড়ল—ও কিসের আলো? ঐ তো পূর্বদিক—আর জুলিয়েৎ তো সূর্য। ওঠ, ওঠ সুন্দর সূর্য, হত্যা কর ঐ ঈর্ষান্ধ চন্দ্রকে। সে তো রুগ্ন, দুঃখে ম্লান, ওর নির্মল শুভ্র উত্তরীয় তো এখন ঈর্ষায় কালো হয়ে যাচ্ছে।

এবার জুলিয়েৎকে স্পষ্ট দেখা গেল। রোমিয়ো বলে উঠল, ঐ তো আমার প্রিয়া—আমার প্রেম! ঐ তো ও কথা বলছে, কিন্তু নিঃশব্দ সে কথা। নাই কথা বলুক, তার চোখ ত কথা কইছে। আমি তো তার উত্তর দেব। আমি দুঃসাহসী। কই—আমাকে তো সম্ভাষণ করছে না ওর চোখ, ঐ দুটি চোখ আকাশের নক্ষত্রের চেয়েও উজ্জ্বল। ওর কপোলের ঔজ্জ্বল্য তো নক্ষত্রকেও লজ্জা দেয়, যেমন লজ্জা দেয় দীপকে দিনের আলো। দেখ, দেখ, গালে হাত রেখে কেমন এলিয়ে পড়েছে—আহা! ওর হাত দু'খানির যদি দস্তানা হতে পারতাম! তাহলে তো স্পর্শ করতে পারতাম ওর ঐ গাল দু'খানি।

জুলিয়েৎ প্রথম দর্শনে প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত। তাই তার চোখের

পাতায়ও নেই ঘুম। তার মন উচাটন, সেও এসে দাঁড়িয়েছে জানালায়। সে বলে উঠল, হায়রে অদৃষ্ট!

রোমিয়ো বললে, ঐ তো ও কথা বলছে। আবার কথা বল দেবদূতী, তুমি তো স্বর্গের দেবদূতীর মতোই মহান। আমার উর্ধ্বে তুমি বিরাজ করছ।

জুলিয়েৎ অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলে, রোমিয়ো, রোমিয়ো! কোথায় গেলে তুমি রোমিয়ো? তোমার পিতাকে অস্বীকার কর, অস্বীকার কর তোমার নাম। তা যদি না কর, আমার প্রেমিক নও! আমি তো আর ক্যাপিউলেৎ পরিবারের কেউ হতে চাইনে!

রোমিয়ো আপন মনে বললে, আরো কি শুনবে, না, কথা কয়ে উঠব?

জুলিয়েৎ বলতে লাগল, তোমার নাম তো শুধু আমার শত্রু, তুমি তো তুমিই আছ। আমার তুমি তো মন্তাগোদের কেউ নও! মন্তাগো কে? সে তো আমার হাত নয়, পা নয়, বাহু নয়, মুখ নয়, মানুষের দেহের কোন অংশই নয়! সে তো যে কোন নাম। নামে কি আসে যায়? আমরা যাকে বলি গোলাপ, সে তো অন্য নামেও তেমনি মিষ্টি গন্ধ বিলোবে, আর আমার রোমিয়ো ও তেমনি, রোমিয়ো শুধু তার নাম। নাম না থাকলেও সে তো তেমনি সুন্দর রোমিয়ো, তোমার নাম ত্যাগ কর! আর নামের বদলে আমাকে গ্রহণ কর।

রোমিও বলে উঠল, তবে তাই হোক! আমাকে ডেকো ভালবাসা বলে, প্রেম বলে, নতুন নামকরণ হোক আমার। আমি তো আর রোমিয়ো রইব না।

জুলিয়েৎ তার স্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। সে আঁধার বাগিচার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,

কে তুমি? রাতের অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে শুনছ আমার কথা!

রোমিয়ো উত্তর দিলে, আমি কে? সেকথা কি করে জানাব জানিনে। আমার নাম তো আমার কাছেই ঘৃণিত, সে যে তোমার শত্রু! যদি ও নাম কোথাও লেখা থাকত, আমি তো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতাম।

জুলিয়েৎ স্বর চিনতে পেরে বললে, আমার কান তো তোমার একশোটি কথাও এখনো শোনে নি কিন্তু তবু তো তার ধ্বনি আমার চেনা। তুমি কি রোমিয়ো নও—তুমি কি নও মন্তাগো পরিবারের মানুষ?

না, না, কুমারী—যদি তুমি বিরূপ হও তো আমি তা নই!

কি করে এখানে এলে? কি করে এলে? বাগিচার দেয়াল উঁচু, ওঠা যায় না। আর উঠেই যদি বা এলে, তার পরে তো আছে নিশ্চিত মৃত্যু, কেউ যদি দেখে ফেলে কি হবে?

রোমিয়ো উত্তর দিলে, প্রেমের হালকা পাখায় আমি দেয়াল পার হয়ে এসেছি—এই প্রস্তর প্রাচীরের সীমা প্রেমের গতি রোধ করতে পারে না! প্রেম যা পারে, তাই সে করবে—তোমার পরিবারের কেউ তো পারবে না তাকে বাঁধা দিতে।

তোমাকে দেখতে পেলে ওরা হত্যা করবে।

হায়, তোমার চোখে যে ঢের বেশী সর্বনাশ রয়েছে প্রিয়া। ওদের বিশখানা তলোয়ারেও তা নেই। তুমি শুধু মধু দৃষ্টি হান—তাকাও! সেই তো হবে আমার বর্ম।

ওরা তোমাকে দেখতে পাবে তা তো আমি চাইনে!

রাতের আড়্‌রাখা মুড়ি দিয়ে ওদের দৃষ্টি আমি এড়িয়ে যাব, কিন্তু তুমি যদি নিষ্ঠুর হও, তাহলে এখানে ওরা আমাকে দেখুক, আমার জীবন শেষ হোক ওদের ঘৃণায়। তোমার প্রেম বিনা মৃত্যু তো ঢের ভালো।

কে তোমাকে এ জায়গা দেখিয়ে দিলে! জুলিয়েৎ প্রেমের আর্ত নিবেদন শুনেও প্রেম বিহ্বলা হয়ে উঠছে না! তার কথায়

ভীতির সুর? সে কাঁপছে—যদি কেউ দেখে ফেলে কি হবে! প্রিয়ের আসন্ন বিপদের ভাবনায় তার মন ছেয়ে আছে।

আমার প্রেম। প্রেম আমাকে পরামর্শ দিলে। আমি তাঁকে ধার দিয়েছি আমার চোখ, সু-নাবিক আমি নই। কিন্তু তুমি যদি উত্তাল সাগরের অপর প্রান্তে থাক—আমি তো সেখানে যাব ঐ দুর্লভের অভিযানে।

জুলিয়েৎ বললে, রাত্রির মুখোসে আমার মুখ ঢাকা, নইলে দেখতে পেতে সেখানে কুমারীর লজ্জার লালিমা। আমার যে কথা শুনেছ, সে কথা তো আমি দিনের আলোয় অস্বীকার করব। বল, বল, তুমি কি আমাকে ভালবাস? তুমি বলবে—হাঁ। আমি তোমার কথা মেনে নেব, কিন্তু যদি শপথ কর—তুমি হয়তো মিথ্যাবাদী হবে—প্রেমিকদের এই তো ছলা-কলার রীতি। রোমিয়ো, যদি ভালবেসে থাক, তাহলে নিষ্ঠা চাই! প্রেমিকের ছলনায় দেবতাও হাসেন। যদি মনে করে থাক, আমাকে সহজে চিনে নিলে, আমি করব ভ্রূ-ভঙ্গী—বলব—না! আমার কথা যদি হালকা মনে করে থাক, জেনো—আমি একনিষ্ঠ, যে কথা তুমি আড়াল থেকে শুনেছ, সেই তো আমার প্রকৃত প্রেম।

রোমিয়ো বলে উঠল, সুন্দরী ঐ চন্দ্র সাক্ষী করে বলি—

না, না, চন্দ্রের নামে শপথ কোরো না! নিজের বিবেকের নামে শপথ কর! চন্দ্র তো মাসে মাসে তার কক্ষ বদলায়, তোমার প্রেমও কি তেমনি হবে? না না, শপথ কোরো না। এ তো আকস্মিক, এ তো বজ্রপাত। আজ আসি। এই যে প্রেমের কলি জাগল বসন্তে, এ তো সুন্দর ফুলে বিকশিত হবে আবার যখন দেখা হবে। আসি—শুভরাত্রি!

এমনি করে কি চলে যাবে! আমাকে অতৃপ্ত রেখে চলে যাবে?

আজ রাতে কোন্ তৃপ্তি তুমি চাও?

আমার একনিষ্ঠ ভালবাসার অঙ্গীকার।

তা তো চাইবার আগেই দিয়েছি।

আবার কি তা ফিরিয়ে নেবে ?

আবার তোমাকেই দেব। আমার দান তো সাগরের মতোই অসীম। আমার প্রেম তো গভীর। যত তোমাকে দেব, ততো পাব।

দাই-মার স্বর শোনা গেল নেপথ্যে। ঐ ডাকছে। প্রেমময় বিদায়! দাই-মার উদ্দেশ্যে—

আসছি—দাই-মা। ওগো মধু মন্তাগো, তুমি সত্য থেকো। একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

জুলিয়েৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

রোমিয়ো বলে উঠল, এ তো রাত, আমার তাই ভয়—এ হয়তো স্বপ্ন।

এ তো মধুর, তাই তো বাস্তব বলে মনে হয় না।

আবার গবাক্ষে দেখা গেল জুলিয়েৎকে!

জুলিয়েৎ বললে, ক'টি কথা বলব, তারপরে নেব বিদায়। যদি তোমার প্রেমের মান থেকে থাকে, যদি বিবাহই তার কামনা হয়, আমাকে কাল জানাবে। আমি আসব, কখন অনুষ্ঠান হবে ঠিক কোরো। আমি আমার সর্বস্ব তোমার পায়ে বিলিয়ে দেব। তোমার পেছু পেছু যাব পৃথিবীর অপর প্রান্তে।

নেপথ্যে দাই-মা ডাকলে, ওগো বাছা!

কাল আমি লোক পাঠাব। আজ আসি।

জুলিয়েৎ চলে গেল।

রোমিয়ো বললে, পাঠশালার ছেলেরা যেমন পুঁথি ছেড়ে উঠতে পারলে বাঁচে, তেমনি প্রেমিক প্রেমিকার কাছে আসতে চায়। আবার ছাড়াছাড়ির সময়েও তেমনি অনিচ্ছা।

জুলিয়েৎ আবার এসে দেখা দিল।

শোন, রোমিয়ো শোন! যদি পারতাম আজ শিকারীর স্বরে

তোমাকে ডাকতাম, তোমাকে ভুলিয়ে আনতাম। কিন্তু আমার বন্ধন যে কঠোর, কথা বলতে তো ভয় হয়, নইলে প্রতিধ্বনি যে-গুহায় থাকে, সে-গুহা চূর্ণ করে ফেলতাম, তার বায়ুময় রসনাকে আরো তীক্ষ্ণ করে তুলতাম রোমিয়োর নামে-নামে !

রোমিয়ো বলে উঠল, আমার আত্মার ঈশ্বরী ডাকছেন আমার নাম ধরে ! রাতে কত সুন্দর শোনায় প্রেমের স্বর ; রূপোলি বোল তোলে, মৃদু সঙ্গীতের মত ঝরে পড়ে।

রোমিয়ো ! জুলিয়েৎ ডাকলে।

প্রিয়া !

কাল কখন পাঠাব লোক ?

ন'টায়।

অন্যথা হবে না। কেন জানিনা, তোমায় ডাকলাম।

যতক্ষণ না মনে পড়ে, আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দাও।

তাহলে তো মনেই পড়বে না।

আমিও থাকব। তুমি যত ভুলে যাবে ততোই তোমাকে পাব।

জুলিয়েৎ বলে উঠল, ভোর তো হয়ে এল, তুমি যাও ! বলছি বটে ওকথা—কিন্তু আমি তো দুষ্ট শিশুর হাতের পাখী—একটু উড়ে যেতে দেয়, আবার রেশমী সূতো ধরে ফিরিয়ে আনে।

আমি যদি তোমার পাখী হতাম !

সে সাধ তো আমারও ! কিন্তু সে সাধে তো তোমার সর্বনাশ ঘটবে।

শুভরাত্রি ! হায়, বিদায়ে কি ব্যথা !

জুলিয়েৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

রোমিয়ো সেদিকে চেয়ে বললে, নিদ্রা নামুক তোমার চোখে, শান্তি নামুক বুকে ! আমি যদি ঐ নিদ্রা আর শান্তি হতাম—তোমার মধু-বুকে পেতাম বিশ্রাম—কি মধুর হোত সে বিশ্রাম ! এবার পাদ্রীবাবার কাছে যাব, তাঁকে সব কথা বলব—তাঁর সাহায্য চাইব।

॥ তিন ॥

পাদ্রী ফ্রায়ার লরেন্সের গুহা-মঠ। ফ্রায়ার লরেন্স ফুলের সাজি হাতে এসে ঢুকলেন।

ধূসর চোখ ভোর-রাত্রির ভ্রূকুটি দেখে হাসছে, পূব-আকাশ আলো করে দিয়েছে, অন্ধকার এখন তো মাতালের মতো টলতে-টলতে দিনের আলোর পথ থেকে সরে যাচ্ছে। এখুনি অগ্নিবর্ণ সূর্য-সারথীকে দেখা যাবে। তার আগে ভোরের এই প্রহরটুকু থাকতে-থাকতে সাজি ভরে নিতে হবে ফুল। ফ্রায়ার তাই বেরিয়েছিলেন ফুল তুলতে। সাজি ভরে উঠেছে। এবার তিনি ফিরে চলেছেন নিজ কক্ষে। এমন সময় রোমিয়ো এসে প্রবেশ করল।

পাদ্রীবাবা প্রণাম!

স্বস্তি—স্বস্তি! এত সকালে কে প্রণাম করে! এ বুঝি কোন তরুণ, দুশ্চিন্তায় রাত কাটিয়ে সকালেই উঠে এসেছে। তারপর ফিরে তাকিয়ে চিনতে পারলেন রোমিয়োকে। বললেন, মনে হয়, তোমার মনে কোন অশান্তি আছে—আমাদের রোমিয়ো বোধহয় কাল রাতে নিদ্রা যায় নি!

রোমিয়ো বললে, আপনার কথাই সত্য, তবে রাত জেগে তো মধুর বিরাম উপভোগ করছি।

ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করুন! রোসালিনের সঙ্গে কি রাত কাটালে!

না, না! সে-নাম ভুলে গেছি। সে-নামে দুঃখ।

বেশ, বেশ, ছিলে কোথায় তা'হলে?

সব বলছি, রোমিয়ো বললে। শত্রুর বাড়িতে ভোজ খাচ্ছিলাম। সেখানেই হঠাৎ পেলাম আঘাত, আমিও পাল্টা আঘাত করলাম। এখন দু'জনেরই আরামের দাওয়াই আপনার হাতে। আমার ঘৃণা নেই, আমার শত্রুরও নেই।

ফ্রায়ার বললেন, সাদা কথায় বলো বাপু, অমন হেঁয়ালিভরা স্বীকারোক্তির হেঁয়ালি ভরা সমাধানই হয়।

রোমিয়ো বললে তার কথা। ধনী ক্যাপিউলেৎ দুহিতাকে সে ভালবাসে, সেও তাকে ভালবাসে। এখন পবিত্র-বিবাহ বন্ধনে তাদের বেঁধে দিতে হবে।

ফ্রায়ার চমকে উঠলেন, এ কি ব্যাপার, তাহলে রোসালিনকে ত্যাগ করলে? ফ্রায়ার এবার সরস মন্তব্য করে বলল,

তরুণদের ভালবাসা তাহলে দেখছি বুকে থাকে না, থাকে চোখে। আহা, রোসালিনের জন্য কত নোনা জলই না তোমার শীর্ণ গাল-দু'খানি ভিজিয়ে দিয়েছিল, কত নোনা জলই না বৃথা ব্যয় হল! এখনো আকাশ থেকে তোমার দীর্ঘনিঃশ্বাসের মেঘ সূর্য তার কিরণ দিয়ে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিতে পারেনি, এখনো সেই কাতরানি আমি শুনতে পাচ্ছি!

রোমিয়ো বললে, কিন্তু রোসালিনকে ভালবেসেছিলাম বলে আপনিই না আমাকে গাল পেড়েছেন?

ভালবাসার জন্য নয়, ওকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার জন্য।

আমাকে না ভালবাসা কবর দিতে বলেছিলেন?

কবরে নয়, একটা ছেড়ে আর একটা ধরতে বলেছিলাম।

এখন তো আমি ওকে ভালবাসলাম। আর একটিকে ভালবাসলাম।

ওরে চঞ্চল মতি, ফ্রায়ার বললেন, আমার সঙ্গে চল! তোমাকে আমি সাহায্য করব। হয়তো এই মিলন তোমাদের দুই বাড়ির বিবাদ মিটিয়ে দেব।

চলুন! রোমিয়ো তাড়া দিলে, আমি বড় ব্যস্ত।

না, না, ব্যস্ত হলে চলবে না। ধীরে চল, বিবেচনা করে চল! যারা জোরে ছোটে তারাই হোঁচট খায়।

দু'জনে চলে গেল।

॥ চার ॥

রাজপথ। বেনভলিয়ো আর মার্কুসিয়ো এসে ঢুকল। তারা এখনো রোমিয়োর খোঁজ করছে।

মার্কুসিয়ো শুধালে, রোমিয়ো শয়তানটা কোথায় গেল? কাল বাড়ি ফেরেনি নাকি?

না, ফেরেনি—বেনভলিয়ো বললে। আমি চাকরদের কাছে শুনলাম।

ঐ কঠোর-প্রাণ রোসালিন ওকে এমন জ্বালাচ্ছে, ও ঠিক পাগল হয়ে যাবে। আজ ক্যাপিউলেৎ-বুড়োর সেই আত্মীয় তাইবল্ট এক চিঠি পাঠিয়েছে।

নিশ্চয়ই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ?

হ্যাঁ—রোমিয়ো ঠিক উত্তর দেবে।

চিঠি পড়তে জানলেই চিঠির উত্তর দেওয়া যায়।

না, না, চিঠির যে মালিক তাকে জবাব দেবে।

মার্কুসিয়ো বলে উঠল, হায়, হায়, বেচারী রোমিয়ো তাহলে মরেই গেছে। এক পাঁংশুটে ছুঁড়ির কালো চোখের ছুরি বিঁধেছে, আবার প্রেমের গানের তীর বিঁধেছে কানে, বুকখানা দু'খানা হয়ে গেছে ঐ কাণা দেবতার বাণে। তাইবল্টের সঙ্গে এখন কি আর এঁটে উঠতে পারবে?

তাইবল্ট কে?

একজন ডুয়েলবাজ। একজন—

একজন কি?

একজন তলোয়ার খেলায় ওস্তাদ। ঢ্যাঙ্গা মানুষ।

এমন সময় রোমিয়ো এসে ঢুকল।

ঐ রোমিয়ো আসছে ! বেনভলিয়ো বলে উঠল।

ও যেন শুকিয়ে শুঁটিয়ে মাছ হয়ে গেছে, আরে সেই দিব্যি নধরকান্তি মাংস কোথায় গেল। মার্কুসিয়ো বললে। কবি পেত্রার্ক যে কাব্য লিখেছিলেন প্রেমিকা লরার উদ্দেশ্যে—সেই বিরহ-কাব্য আওড়াচ্ছে এখন। সিনর রোমিয়ো—স্বাগত বন্ধু। তুমি কাল আমাদের বেশ নাকাল করলে যাহোক !

ভাল যাক দিন ! কি নাকাল করলাম ? রোমিয়ো শুধালে।

আমাদের কাছ থেকে চম্পট দিলে আর সেটা মনে করতে পারছ না ?

মাফ কর ভাই মার্কুসিয়ো। আমার ভারী দরকারী কাজ ছিল, সেই কাজে একটু যদি ভদ্রতার চুক হয়ে থাকে, মাফ কর !

তিনজনে রঙ্গ তামাসা শুরু হল, রসিকতায় বুদ্ধির ঝলক ঝিক-মিকিয়ে উঠল। শেষে বেনভলিয়ো বলে উঠল।

ঢের হয়েছে ভাই, ক্ষেমা দাও !

আমাকে চুপ করতে বলছ ? মার্কুসিয়ো শুধালে।

নয় তো তোমার কথা শুধু বাড়বেই !

মার্কুসিয়ো বললে, না, না, তুমি ঠকলে, আমি কথা কমিয়ে দেব।

এবার দাই-মা তার সঙ্গী পিটারকে নিয়ে ঢুকল। জুলিয়েৎ তার কথা রেখেছে। পাঠিয়েছে চিঠি।

মার্কুসিয়ো দাই-মার চেহারাখানা দেখেই বলে উঠল—ওরে বাবা এ যে জাহাজ !

না, না, একখানা নয়, ফোড়ন কাটলে বেনভলিয়ো—এ যে ছ'খানা !

দাই-মা ডাকলে—এই পিটার।

পিটার থপ থপ করে পেছু পেছু আসছিল, সে বললে, এই আসছি গো !

দাই-মা বললে—পিটার, আমার পাখাখানা ?

মার্কুসিয়ো হেসে বললে, পিটার ওর খপসুরৎ মুখখানি ঢাকতে চাইছে পাখা দিয়ে।

দাই মা এগিয়ে এসেই শুধালে, ওগো ভদ্দর লোকেরা, বলতে পার কোথায় ছোকরা রোমিয়োকে পাব ?

রোমিয়ো এগিয়ে এসে বললে, আমি বলতে পারি। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে ছোকরা যে বুড়ো হয়ে যাবে। তার চেয়ে শোন ; সব চেয়ে ছোকড়া রোমিয়ো হচ্ছি আমি।

বাঃ ! বেশ বলেছ বাছা।

মন্দটিই ভাল হ'ল ? মার্কুসিয়ো রসিকতা করে বলে উঠল।

দাই-মার ওসব ঠাট্টা-রসিকতার সময় নেই, সে বললে. তুমি যদি সেই হও, তাহলে তোমার সঙ্গে গোপন কথা আছে।

বেনভলিয়ো আর মার্কুসিয়োর দিকে তাকিয়ে রোমিয়ো বললে, তোমরা এগোও, আমি আসছি।

মার্কুসিয়ো আর বেনভলিয়ো চলে গেল। এবার দাই-মা বললে তার কথা। তার মনিবের মেয়ে রোমিয়োকে খুঁজতে পাঠিয়েছেন। যে কথা বলে দিয়েছেন, তা আগে সে বলবে না। আগে বলবে আসল কথা। সেই আসল কথাই সে পাড়লে,

যদি মনিবের মেয়েকে বোকা বানাতে চাও, তাহলে খুব খারাপ হবে ! মেয়েটি বড় কাঁচি। যদি তার সঙ্গে ছলকপট কর, তাহলে ভদ্দর লোকের মেয়েকে বড়ই হেনস্তা করা হবে—আর খুব খারাপ কাজও হবে।

রোমিয়ো বললে, না, না, তোমার মনিবের মেয়েকে জানিয়ো আমার সম্ভাষণ।

বেশ তো বলব ! আহা-কত খুশী হবে মেয়ে।

কি বলবে ! আমার কথাই তো শুনছ না।

বলব—আপনি কসম খেয়ে বলেছ

ওঁকে বলবে, কোন ছুতো করে যেন চলে আসেন আজ বিকেলে ফ্রায়ার লরেন্সের গুহায়, সেখানে আমাদের বিয়ে হবে। নাও, বকশিস নাও।

দাই-মা ছিঃ ছিঃ করে উঠল, না গো না, একটি পয়সাও নেব না।

নাও, নাও।

তাহলে আজ সাঁঝে? বেশ, ও যাবে।

রোমিয়ো বললে, দাঁড়াও—মঠের দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার লোক। তার হাত দিয়ে দড়ির সিঁড়ি পাঠিয়ে দেব—সেইটেই হবে গোপন রাত্রির বুকে আমার দূত। এস। আমার সম্ভাষণ জানিয়ো তোমার মনিরেব মেয়েকে।

শুনুন গো মশাই? দাই ডাকলে।

কি—বল?

তোমার সেই লোকটা কথা গোপন রাখতে পারে তো? শোননি সেকথা—দু' কানে কথা থাকে, তিনকানে ফুসফাস।

আমি বলছি, রোমিয়ো বললে—আমার লোকটি ইস্পাতের মতো খাঁটি।

দাই-মা বললে, আর আমার মনিবের মেয়ের মতো এমন মিষ্টি মেয়ে পাবে না বাছা! সে যখন আধো-আধো কথা বলতো, তখনি কি মিষ্টি ছিল কথা। এই শহরের খানদানী ঘরের ছেলে পারিস তো ওকে বিয়ে কর্তে পারলে বর্তে যান, কিন্তু মেয়ে যে কী চোখেই দেখল তাঁকে! সে যেন সাপ-খোপ! আমিও কত বল্লু, পারিস হচ্ছে যুগ্যি বর। কিন্তু ওর ঐ জপ তপ ধ্যান-জ্ঞান রোমিয়ো!

আমার সম্ভাষণ তাঁকে জানিও—রোমিয়ো বললে।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—হাজারো বার জানাব, এই পিটার চলে আয়!

এই আসছি গো! পিটার থপ থপ করে কাছে এসে দাঁড়াল।

নে, পাখাখানা নিয়ে হাওয়া করতে করতে চল!

দাই-মা পিটারকে নিয়ে চলে গেল।

॥ পাঁচ ॥

বাগানে ঘুরেছে জুলিয়েৎ! সে পাঠিয়েছে দাই-মাকে। এখন চলেছে তার প্রতীক্ষা। মন উচাটন, একদণ্ড যেন এক দীর্ঘকাল।

ন'টার সময় পাঠিয়েছে তাকে, আধ ঘণ্টার ভিতরেই তার ফেরার কথা। কিন্তু ফেরেনি। হয় তো দেখা পায়নি! নয়তো দাই-মা খোঁড়া! তাই তার মনে হয়।

প্রেমের দূতী তো মানুষ হতে পারে না, সে হবে ভাবনা। সূর্যের রশ্মির চেয়েও দশগুণ দ্রুত ছুটবে। তাইত প্রেমের দেবতার রথ টানে লঘুপক্ষ কপোতের দল, আর তাইত প্রেমের দেবতার আছে পাখা। সূর্য তো উঠে এল মধ্য গগনে, ন'টা থেকে তিন ঘণ্টা কেটে গেল— বারোটা বাজল, এখনো এল না। যদি তরুণের কামনা থাকত তার, থাকত তার তাজা রক্ত তাহলে তো এমন হোত না। দাই-মা হোত বলের মতোই ক্ষিপ্রগতি।

প্রতীক্ষমানা নায়িকা এমনি আকাশ-পাতাল ভাবছে, আর দুষছে দাই-মাকে। এমন সময় দাই-মা পিটারকে নিয়ে এসে ঢুকল।

ঐ যে আসছে? জুলিয়েৎ তাদের দেখেই বলে উঠল, তারপর ছুটে কাছে গিয়ে বললে, ও আমার মিষ্টি দাই-মা, খবর কি? দেখা পেয়েছ? ঐ লোকটাকে যেতে বল;

দাই-মা পিটারকে বললে, তুই যা তো, ফটকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি।

পিটার চলে গেল।

জুলিয়েৎ এবার বললে, মিষ্টি দাই-মা—তোমার মুখ ভারী কেন? যদি খারাপ খবরই হয়, হাসতে হাসতে বল। আর যদি ভাল খবর হয়, তাহলে তো সুখবরের মধুটুকু আগেই শেষ করে দিলে গোমরা মুখ করে।

বাছা, আমি হেদিয়ে গেছি গো—আমার হাতে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, একটু জিরোতে দাও! দাই-মা ক্ষীণ স্বরে বললে।

তোমার ব্যথা আরাম হোক, তোমার খবর শুনি, বল।

বাপরে বাপ, কি তাড়া? একটু সবুর করতে পার না? দেখছ না হাঁপিয়ে গেছি।

জুলিয়েৎ বললে, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছ, আর কি করে বললে হাঁপিয়ে গেছি! বল—তোমার খবর ভাল না মন্দ? বল!

দাই-মা বললে, বাছা, তুমি বড় বোকার মতো বেছেছ! মানুষ বেছে নিতে জান না। ঐ রোমিয়ো—ওর মুখখানা যে-কোন মানুষের চেয়ে ভাল, কিন্তু ওর পা তো যে কোন মানুষের পা-কে হার মানায়। ছুটছে যেন ঘোড়া। নাগাল পায় কার সাধ্য। ও একেবারে ভদ্রতার শিরোমণি—তাও নয়, তবে বাপু ভেড়ার মতো নিরীহ! তা বাছা, তোমার যা ইচ্ছে কর! কিছু খেয়েছ!

জুলিয়েৎ বললে, ও-কথা শুনতে চাইনে! ও-তো জানি। বিয়ের কথায় কি বললেন?

দাই-মা মাথা টিপে ধরে কঁকিয়ে উঠল, উঃ কি মাথাই ধরেছে, যেন বিশ টুকরো হয়ে গেল মাথা।

আহা, তোমার শরীর ভাল নেই দাইমা! ওগো মিষ্টি, মিষ্টি, মিষ্টি দাই-মা, বল—আমার প্রেমিক কি বললেন?

ভদ্দর লোকের মতোই বললেন,—হাঁ গো, তোমার মা কোথায়?

মা আবার কোথায়? তিনি তো ভিতরেই আছেন! আবার যাবেন কোথায়? কি বাজে বকছ? এই বললে তোমার প্রেমিক ভদ্দর লোকের মতো কথা বললেন, আবার তার পরেই মা কোথায়?

আহা—মনিবাণী গো! অমন হাঁসফাঁস করছ কেন বাপু, এখন থেকে তা'হতে তোমার খবর তুমিই দিয়ো।

দাইমা—বল, রোমিয়ো কি বললেন?

তুমি কি আজ যেতে পারবে?

পারব।

তাহলে ঐ পাদ্রী লরেন্সের গুহায় ছুটে যাও, তোমাকে যে বিয়ে করবে সে সেখানে বসে আছে। ঐ তো অমনি রক্ত ছুটে এল গালে, খবর শুনেই রাঙা হয়ে উঠলে! যাও—গীর্জেয় যাও! আর আমি যাই মই আনতে, তোমার নটবর পীরিতের মানুষটি তো আঁধার হলেই পাখীর বাসা পাড়তে মই বেয়ে উঠবেন। তা আমি তো তোমার চাকরাণী, তোমার সুখের জন্য মেহনতি করব। কিন্তু বাপু আর সব তোমাকে সামলাতে হবে। আমি খেতে যাই—তুমি মঠে যাও!

জুলিয়েৎ বললে, এবার ছুটব সে ভাগ্যের পথে। ওগো দাই-মা—মিষ্টি দাইমা, আমি—আসি!

জুলিয়েৎ ছুটে চলে গেল।

॥ ছয় ॥

ফ্রায়ার লরেন্সের গুহা-মঠ। তিনি আর রোমিয়ো এসে ঢুকলেন।

ফ্রায়ার বললেন, দেবতারা যেন প্রসন্ন হোন এই শুভ পরিণয়ে। এদের যেন দুঃখ না আসে!

রোমিয়ো বললে, দেবতারা প্রসন্ন হোন! কিন্তু সব দুঃখ, সবই যদি তাকে এক মুহূর্তও সুখী করতে পারি। আপনি শুধু পবিত্র মন্ত্রে দু'হাত এক করে দিন—আমরা তো প্রেম-ধ্বংসকারী মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে পারব। আমি যেন শুধু তাকে আমার নিজের বলতে পারি।

ফ্রায়ার বললেন, এই সর্বনাশা আনন্দের পরিণতি সর্বনাশেই হয়। আনন্দেই আসে সর্বনাশ—আগুনের স্পর্শে যেমন বারুদ জ্বলে ওঠে তোমাদের চুম্বন তো তাই করবে। মধুরতম মধুও তিক্ত ঠেকে,

রুচি সে নষ্ট করে দেয়। ধীরে ধীরে চলতে হবে প্রেমের পথে, ভালবাসতে হবে ধীরে ধীরে। ভালবাসা তো তা'হলে দীর্ঘস্থায়ী হবে। যদি আকস্মিক আসে ভালবাসা, সে তো সর্বনাশ নিয়ে আসে।

এমন সময় দূরে জুলিয়েৎকে দেখা গেল।

ঐ আসছেন কুমারী, ফ্রায়ার বলে উঠলেন। লঘু ওঁর গতি, ও লঘু গতিতে ক্ষয় তো হবে না অক্ষয় পাষাণ। প্রেমিক তো ঊর্ণাজালের ভিতর দিয়ে চলতে পারে, বসন্ত বাতাসে সে বুঝি ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বাস্তবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। প্রেমিক তো এমনি হাল্‌কা!

জুলিয়েৎ এবার কাছে এগিয়ে এসে সম্ভাষণ জানালে।

ফ্রায়ার বললেন, রোমিয়ো আমাদের দু'জনের হয়েই তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে।

রোমিয়ো উল্লসিত, সে বললে, জুলিয়েৎ—আমার বুকে যে আনন্দ, তেমনি আনন্দ যদি তোমার বুকে থেকে থাকে, এস তাকে তোমাকে সুগন্ধী নিঃশ্বাসে সুগন্ধ করে দাও—সঙ্গীতের রণণ আমাদের কল্প-স্বর্গের দ্বার খুলে দিক!

জুলিয়েৎ উত্তর দিলে, যারা ভিখারী তারাই নিজের সম্পদ গুনে-গেঁথে দেখে, আমার ভালবাসা তো—সত্য, সে তো এতো বেশি যে আমি আমার ধনের অর্ধেকও গুনতে পারছিনে!

ফ্রায়ার ওদের ভালবাসাব কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, চল, চল! তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেল! যতক্ষণ পবিত্র অঙ্গীকারবদ্ধ না হও, ততক্ষণ তো একা থাকা তোমাদের উচিত নয়!

ফ্রায়ার রোমিয়ো জুলিয়েৎকে নিয়ে চলে গেলেন, যবনিকা নেমে এল।

প্রথম দর্শনে ওদের প্রেম দেখা দিয়েছিল। শুধু চোখে-চোখে মিলনে, শুধু দু-একটা কথায় সে-প্রেম এক লহমায় পথিশক্তির দিকে এগিয়ে চলল। বন্ধন মানলে না প্রেম। দুই

নর-নারী শত্রুতার দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর ডিঙিয়ে ভালবাসাকে সার্থক করে তুলল। কিন্তু যে-প্রেম তাদের শক্তি হয়ে সম্মুখ রণে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল, আজ সেই প্রেম বিবাহে আরো শক্তিমান হয়ে উঠবে। বাঁধা যদি আসে তারা তা তুচ্ছ করবে। সে জীবন-পথে মিলনের গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হবে আজ, সে-মিলন তো আমরণ অটুট হয়ে থাকবে—সেই চির মিলনের ক্ষণ এসেছে আজ। এই মিলনক্ষণ অটুট হয়ে থাক এই তো ফ্রায়ার লরেন্সের কামনা—আমাদের কামনা।

তৃতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

আবার স্কোয়ার কি বাজারে আমরা এসে দাঁড়ালাম! জনতার স্রোত—যে যার কাজে চলেছে। কেউ বা গল্প করছে, কেউ বা বলছে ব্যবসার কথা, কেউ বা পরনিন্দায় পঞ্চমুখ। তবে সবই অস্ফুট শব্দ মিলে-মিশে সৃষ্টি হচ্ছে অস্ফুট গুনগুনানি।

মার্কুসিয়ো, বেনভলিয়ো, বালক ভৃত্য ও কয়েকজন পরিচারককেও দেখা যাচ্ছে।

বেনভলিয়ো বললে, আর নয় মার্কুসিয়ো, দোহাই তোমার, এবার চল। দিন যে বড় গরম, ক্যাপিউলেৎরাও পথে বেরিয়েছে। দেখা হলে ঝগড়া বাধবেই। এমনি গরম দিনে পাগলা রক্ত চন্‌মন্ করে ওঠে।

মার্কুসিয়ো রসিক, সবকিছু নিয়েই সে রসিকতা করে। সে বললে, তুমি যে সেই লোকটার মতো করলে। সরাইখানায় ঢুকল, তলোয়ারখানা ঠক করে নামিয়ে রাখল টেবিলে, বললে, আর তোকে দরকার হবে না! আর দু'নম্বর পাত্তর শেষ হতে না হতেই সেই তলোয়ার খুলে বসল। অথচ দরকার তো ছিল না!

আমি তেমন লোক নই, বেনভলিয়ো উত্তর দিলে।

আরে এস, এস, যত সব ডাকাবুকো মানুষ এই ইতালীতে আছে তাদের ভিতরে তুমিও একজন। আর মন করলেই গরম হয়ে ওঠ, আবার গরম হলেই মন চন্‌মন্ করে ওঠে!

চন্‌মন্ করে উঠলেই বা কি!

তা কিই বা আর! তোমার মতো দুনিয়ায় দু'জন মানুষ থাকলে, দু'জনকেই আমরা হারাতাম, তার মানে একজন আর একজনকে

সাবড়ে দিত। তুমি আবার এসেছ আমাকে ঝগড়া না করার উপদেশ দিতে!

বেনভলিয়ো, হেসে বললে, তোমার মতো ঝগড়াটে হলে আমার জীবনটার কোনো দামই কেউ দিত না!

আহা—কি তোমার জীবনের দাম!

এমন সময় তাইবল্ট কয়েকজন অনুচর নিয়ে এসে ঢুকল। সে সবসময়ে জঙ্গী মেজাজে চলে, তার পা থেকে চুলের ডগা অবধি একেবারে মিলিটারী। বেনভলিয়ো আর মার্কুসিয়োকে দেখেই তার মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠল। তলোয়ারের বাঁটে পড়ল হাত। সে অনুচরদের বললে, আমার কাছে কাছে থেকো, ওদের সঙ্গে একটু বাতচিত করা যাক।

সে এগিয়ে এসে বললে, মশাইরা, আপনাদের একজনের সঙ্গে একটা কথা আছে।

শুধু একটা কথা—মার্কুসিয়ো বললে, আর-কিছু তার সঙ্গে জুড়ে দিন। বলুন একটা কথা আর সঙ্গে থাকবে এক ঘা।

বেশ তো তারও উত্তর দেব, আর সে সুযোগ তো পাবই।

সুযোগ পেলেও ঘা না হয় নাই মারলে! মার্কুসিয়ো বিদ্রূপ করলে।

তাইবল্ট রুক্ষ স্বরে বললে, মার্কুসিয়ো—তুমি তো রোমিয়োর জুড়ি।

জুড়ি! সে কি? তুমি কি আমাকে গাইয়ে পেলে! তা বাপু, শুধু বেসুরো ছাড়া কিছু পাবে না। এই যে আমার বীণা—এই বলে তলোয়ার খুলে ফেললে। এবার তোমাকে বীণার তালে-তালে নাচাব!

বেনভলিয়ো বললে, না, না, এখানে নয়, এটা তো মানুষের হাট, গোপন কোনো জায়গায় যাও—নয় তো বুদ্ধি থাকে তো মাথা ঠাণ্ডা কর। দেখছ না—সবাই তাকিয়ে আছে।

এমন সময় রোমিয়ো এসে ঢুকল।

তাইবল্ট বললে, মশাই, লোক পেয়ে গেছি। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ চুকে গেল।

মার্কুসিয়ো বললে, আপনার তকমা যদি ও আঁটে, তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব।

তাইবল্ট সে কথায় কর্ণপাত না করে এগিয়ে গিয়ে বললে, রোমিয়ো, তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা, তাতে আর কোনো প্রিয় সম্ভাষণ খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি এক নম্বর বদমায়েস।

রোমিয়ো উত্তর দিলে, আমি বদমায়েস নই, আসি এবার। আমাকে তুমি চিনতে পারলে না তাইবল্ট।

না, না, আমার যে ক্ষতি তুমি করেছ, তা তো এতে পূরণ হবে না। এস—তলোয়ার খোল!

রোমিয়ো বললে, আমি প্রতিবাদ করছি—তোমার কখনো কোন ক্ষতি করিনি। তুমি ধারণাও করতে পারবে না, তোমাকে আমি কত ভালবাসি! একদিন এই ভালবাসার কারণ জানতে পারবে, ক্যাপিউলেতেরও নাম তো আমার প্রিয়—আমার বংশের মতই প্রিয়।

মার্কুসিয়ো একথা শুনে জ্বলে উঠল—এ কী হীন বশ্যতা-স্বীকার!

তলোয়ার তুলে সে বললে, ওরে তাইবল্ট—ওরে ইদুর-ধরিয়ে, এদিকে আয়।

বেশ, তাই হোক! তাইবল্ট খুলে ফেলল তলোয়ার।

রোমিয়ো হাত তুলে বললে, মার্কুসিয়ো, তলোয়ার রাখো।

কিন্তু ওরা শুনল না, লড়াই শুরু হ'ল।

রোমিয়ো বেনভলিয়োকে ডেকে বললে,—বেনভলিয়ো, খোল তলোয়ার, ওদের হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দাও। তাইবল্ট, মার্কুসিয়ো—রাজার হুকুম—

ভেরোনার রাজপথে চলবে না লড়াই। থামো, থামো।

রোমিয়ো বাঁধা দিলে হাত তুলে, আর তারই আড়াল থেকে আঘাত করলে তাইবল্ট। তারপরে অনুচরদের সঙ্গে ছুটে চলে গেল।

মার্কুসিয়ো বলে উঠল, আমারই চোট লাগল। তোদের ছুটো গোষ্ঠীই নিপাত যাক! কিন্তু দুঃখ এই, ওর গায়ে আঁচড়টি লাগল না—ও পালাল।

নিজের ভৃত্যকে বললে—তুই যা তো বৈদ্য নিয়ে আয়।

ভৃত্য চলে গেল।

রোমিয়ো বললে, ও এমন কিছু আঘাত নয়, সাহসে বুক বাঁধো বন্ধু!

মার্কুসিয়ো মুখ বিকৃত করে বললে, না. না, গীর্জের দরজা খানার মতো বড় নয় বটে, কিন্তু এতেই চলবে। কাল আমার খোঁজে গিয়ে দেখবে কবরের বাসিন্দে হয়েছি। কিন্তু তোমার হাতের নীচ দিয়ে মারলে!

রোমিয়ো বললে, আমি তো ভালর জন্যেই বাঁধা দিয়েছিলাম।

মার্কুসিয়ো বললে, বেনভালিয়ো, এবার আমাকে বাড়ি নিয়ে চল, নইলে মূর্চ্ছা যাব। তোমাদের দু-বাড়িই গোল্লায় যাক!

মার্কুসিয়োকে ধরে নিয়ে বেনভলিয়ো চলে গেল।

রোমিয়ো বললে, এই মার্কুসিয়ো রাজার আত্মীয়, আমার বন্ধু, আমার জন্য ও পেল আঘাত, সে আঘাত তো চরম। ওদিকে তাইবল্ট—আমার জুলিয়েতের ভাই।

জুলিয়েৎ—তোমার সৌন্দর্য আমাকে নারীসুলভ করে তুলেছে, আমার মন আমার তরবারীকে দিয়েছে ভোঁতা করে।

বেনভলিয়ো ফিরে এসে বললে, রোমিয়ো, আমাদের বন্ধু মার্কুসিয়ো মৃত।

রোমিয়োর মনে অনাগত ঘটনার অশুভ ছায়া, সে বললে, এই

তো শুধু সূচনা—আরো ঘটবে। আরো ঘটবে ভাই! স্বর তার রুদ্ধ হয়ে এল কোন এক অনাগত ঝড়ের আশংকায়।

তাইবল্ট এসে আবার ঢুকলো।

ঐ আসছে তাইবল্ট!—বেনভলিয়ো বলে উঠল।

হ্যাঁ, ও আসছে বিজয়ীর উল্লাসে, আর মার্কুসিয়ো হত, রোমিয়ো জ্বলে উঠল ক্রোধে। দূরে যাক আমার সহৃদয়তা, আমার সহিষ্ণুতা—অগ্নিচক্ষু ক্রোধ আমার মন ছেয়ে ফেলুক! তাইবল্ট যে 'কাপুরুষ' সম্বোধন করেছিলি, তার প্রতিশোধ দেব! হয় আমি যাব, নয় তুই—হয় তো বা আমরা দু'জনেই।

রোমিয়ো তলোয়ার খুলে এগিয়ে গেল।

ওরে হতভাগ্য, তাইবল্ট গর্জন করে উঠল, তুই ছিলি ওর সাথী—আবার ওর সাথী হ'!

বেশ—দেখা যাক—কে সাথী হয়!

দু'জনে অস্ত্রচালনা সুরু হল। তাইবল্ট অস্ত্রাঘাতে পতিত হল এক নিমেষে। রোমিয়ো হতভম্ব—স্তব্ধ। ক্রোধের আগ্নেয়গিরি হঠাৎ নিভে গেল, শান্ত হয়ে গেল। শুধু তাকিয়ে আছে নিজের অস্ত্রের দিকে।

বেন্‌ভলিয়ো চীৎকার করে উঠল, রোমিয়ো, রোমিয়ো! ঐ নাগরিকেরা আসছে, তাইবল্ট নিহত! অমন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না! যদি ধৃত হও—রাজা দেবেন চরম দণ্ড! চল, চল!

রোমিয়ো বলে উঠল, হায়! ভাগ্যদেবী আমাকে মূর্খ বানালেন। হায়, হায়!

বেনভলিয়ো আবার তাড়া দিলে, পালাও, পালাও!

রোমিয়ো চলে গেল।

নাগরিকের দল এবার হৈ হৈ করে এসে ঢুকল। তাদের হাতে লাঠিসোটা।

১ম নাগরিক শুধালে, মার্কুসিয়োর হত্যাকারী তাইবল্ট কোন্‌ দিকে পালাল ?

বেনভলিয়ো বললে, এই তো ওখানে পড়ে আছে তাইবল্ট।

১ম নাগরিক কাছে গিয়ে বললে, ওঠ তাইবল্ট ! আমি তোমাকে রাজার নামে অভিযুক্ত করছি।।

এমন সময় রাজা এসে ঢুকলেন। সঙ্গে মন্তাগো, ক্যাপিউলেৎ ও তাঁদের পত্নীগণ।

রাজা এসেই বললেন, এই বিবাদের যারা সূচনা করেছে, সেই অধমেরা কোথায় ?

বেনভলিয়ো এগিয়ে এসে অভিবাদন করে বললে, আপনার আত্মীয় মার্কুসিয়োকে হত্যা করেছে যে নরাধম, রোমিয়োর হাতে হয়েছে তার পতন।

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী আর্তনাদ করে উঠলেন, আমার তাইবল্ট। আমার ভাইপো। হায় রাজা, হায় স্বামী ! আমার আত্মীয়ের রক্তপাত হল !

রাজা শুধালেন, বেনভলিয়ো বল—কে শুরু করলে এই বিবাদ ?

বেনভলিয়ো উত্তর দিলে, তাইবল্ট। রোমিয়ো তাকে থামাতে চাইলে, সে তো শান্তির বাণী শুনবে না। সে মার্কুসিয়োকে আঘাত করলে অতর্কিতে, তারপর পালিয়ে গেল। আবার সে যখন ফিরে এল, রোমিয়ো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়ে ; তাইবল্ট নিহত হল। এই তো সত্য, এ যদি সত্য না হয়, বেনভলিয়োর প্রাণদণ্ড দেবেন মহারাজ ! তার শির জামিন।

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী বললেন, ও মন্তাগোদের একজন, ও স্নেহে মিছে কথা বলছে। আমি বিচার চাই ! মহারাজ, আপনি বিচার করুন ! রোমিয়ো তাইবল্টকে হত্যা করেছে, রোমিয়ো তো বাঁচতে পারে না ! রোমিয়োর মৃত্যু চাই মহারাজ !

রাজা বললেন, রোমিয়ো তাইবল্টকে হত্যা করেছে, আর

তাইবল্ট হত্যা করেছে মার্কুসিয়োকে। এখন কে এই রক্তপাতের মূল্য দেবে?

মন্তাগো বলে উঠলেন, মহারাজ, রোমিয়ো নয়! মার্কুসিয়ো তার বন্ধু, সেই বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে রোমিয়ো।

রাজা গম্ভীর স্বরে জানালেন, আর সেইজন্য আমরা তাকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলাম। তোমাদের এই ঘৃণা আমাকেও বিব্রত করে তুলেছে। তোমাদের আমি অর্থদণ্ড করব, এমন অর্থদণ্ড করব, যাতে অনুতাপই করতে হবে। চোখের জল বা প্রার্থনায় নিরস্ত হব না। যাও—রোমিয়োর নির্বাসন আজ্ঞা জানিয়ে দাও। তাকে যদি এ রাজ্যে দেখা যায়, তার প্রাণদণ্ড হবে। যাও, এই মৃতদেহ নিয়ে যাও!

রাজা চলে গেলেন। মন্তাগো আর ক্যাপিউলেৎ নীরব, এই অমোঘ বাণী তাদের স্তব্ধ করে দিলে। সহৃদয় রাজা এতদিন শান্তির বারি সিঞ্চন করে আসছিলেন সংঘর্ষে—এবার আইনের অমোঘ বাণী উচ্চারিত হল। রোমিয়োর নির্বাসনে নগরবাসীরাও হতভম্ব। তারা তাকে ভালবাসে।

এই স্তব্ধতার মধ্যে পটক্ষেপণ হল।

॥ দুই ॥

ক্যাপিউলেতের বাড়ির বাগান। জুলিয়েৎ এসে ঢুকল। এখনো রাত হয়নি, এখনো দিগন্তে সূর্যের আভা। জুলিয়েৎ তাই তো অধীর-অস্থির।

জুলিয়েৎ চায় দিন শেষ হোক, রাত্রি আসুক—আর প্রিয়তমের সঙ্গে তার দেখা হোক। সূর্য-রথ নিয়ে ছুটে চলে যাক অশ্বের দল, আসুক রাত্রি—আর তো তার বিলম্ব সয় না। রাত তার অবগুণ্ঠন টেনে দিক, তখন তো রোমিয়ো এসে দেখা দেবে—জুলিয়েতের ঐ

বাহু-বন্ধনে ধরা দেবে। ভালবাসা তো অন্ধ, তাই রাতই তার ভাল। রাত্রিকে ডাকে প্রেমিক-প্রেমিকা, জুলিয়েৎও ডাকছে। সে বলে উঠল,

এস, এস রাত এস! এস রোমিয়ো! তুমি তো রাতের আলো হয়ে আসবে, তুমি তো রাতের পাখায় ভর করে আসবে, তুমি তো কৃষ্ণকায় বায়সের পৃষ্ঠে যে তুষার পড়ে, তার চেয়েও শুভ্র। ওগো মৃদু রাত এস—ওগো প্রেমভরা কালো রাত এস! আমার রোমিয়োকে দাও। ও যখন মরবে, ওকে ছোট ছোট নক্ষত্র করে দিও। ওতো আকাশকে এমন সুন্দর করে দেবে—সারা পৃথিবী ভালবাসবে রাতকে। সূর্যের আর বন্দনা করবে না। আমি ভালবাসার হর্ম্য কিনেছি, কিন্তু তার দখল তো পাইনি। আমি বিক্রীত, কিন্তু এখনো তো উপভোগ্যা হইনি। তাইত দিনের এমন একঘেয়েমি, উৎসবের আগের রাতে যেমন কোন অসহিষ্ণু শিশু, নতুন পোশাক পেয়েও পরতে পারে না—আমার যেন সেই দশা। ঐ দাই-মা আসছে। ও খবর নিয়ে আসবে। রোমিয়ো—আমার রোমিয়োর খবর। সে যা বলবে, সবই তো তার খবর।

দাই-মা এসে ঢুকল।

কি খবর গো দাই-মা? ওকি, হাতে কি? রোমিয়ে যে দড়ির সিঁড়ির কথা বলেছিল—সেই সিঁড়ি?

দাই-মা সিঁড়িটা ছুঁড়ে ফেলে বললে, হ্যাঁ। তার উল্লাসের আমেজ নেই। বিষণ্ণ সে স্বর। অতি সংক্ষিপ্ত।

জুলিয়েৎ উদ্‌বিগ্ন হয়ে শুধালে, কি খবর? অমন করছ কেন?

কপাল, কপাল! হায় দিন বটে? সে মারা গেছে, দাই-মা কেঁদে উঠলে, ওগো বাছা, আমাদের কপাল পুড়েছে! খুন হয়েছে, মারা গেছে।

জুলিয়েৎ হতবাক। শুধু বললে, দেবতারা কি এত নিষ্ঠুর!

দাই-মা বললে, রোমিয়ো নিষ্ঠুর, দেবতারা নন।

কেন আমাকে জ্বালাচ্ছ দাই-মা! রোমিও কি আত্মহত্যা করলে? বল, বল!

আমি দেখে এনু গো, নিজের চোখে দেখে এনু! অমন ডাকা-বুকো পুরুষ—সে এখন মড়া—ছাইয়ের মতো সাদা, রক্তে মাখামাখি।

হৃদয় বিদীর্ণ হও! আর্তনাদ করে উঠল জুলিয়েৎ। চোখ, তুই বন্দী হয়ে থাক্। আর তো স্বাধীন হতে পারবি নে।

দাই-মা কেঁদে উঠল—তাইবল্ট—তাইবল্ট—আমার মিতা! আমার—

জুলিয়েৎ তাইবল্টের নাম শুনে অবাক হল, সে বললে, এ কি ঝড় উল্টো পাল্টা বইছে! রোমিয়ো মৃত—তাইবল্টও কি আর বেঁচে নেই? আমার স্বামী আর আমার ভাই—দু'জনকেই হারালাম! এই দু'জনই যদি যায়, কে বেঁচে থাকবে?

তাইবল্ট গেছে, আর রোমিয়ো তাঁকে খুন করেছে! তাই রোমিয়ো নির্বাসনে গেছে! দাই-মা এক নিঃশ্বাসে বলে গেল।

জুলিয়েৎ বলে উঠল, রোমিয়োর হাত কি রক্তপাত করলে তাইবল্টের?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাই-মা বললে।

জুলিয়েৎ উন্মাদিনী, সে বললে, কুসুমের মত মুখখানি, সেখানে লুকিয়ে ছিল সাপ। ড্রাগনের কি অমন গুহা আছে? ওগো সুন্দর অত্যাচারী—ওগো দেবদূতের মত নরাধম! ওগো কপোতের পালকধারী বায়স! যা ভেবেছিলাম, তার তুমি বিপরীত! অমন পুঁথিতে কি করে অমন কুৎসিৎ লেখা পড়ল!

দুই বিপরীত ভাবাবেগে উন্মাদ জুলিয়েৎ। সে গাল দিতে যায়, তার সঙ্গে মিশে যায় মধুর সম্ভাষণ। সে উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

দাই-মা বলে উঠল—রোমিয়োকে ধিক্—!—ধিক্!

জ্বলে উঠল জুলিয়েৎ—তোর জিভ পুড়ে যাক দাই-মা! ধিক্কারের

জন্য তো ওর জন্ম নয়—ওর কপালে লজ্জা তো বসতেও লজ্জিত হবে। ওখানে বসবে সম্মান, কলঙ্ক নয়! হায়, আমি কেন তাকে ভর্ৎসনা করলাম!

তোমার ভাইকে খুন করেছে—আর তুমি তাকে ভাল বলবে?

আমার স্বামীর কি আমি নিন্দা করব?

তারপরেই বিপরীত ভাবাবেগে ভেসে গেল জুলিয়েৎ, বললে, ওরে কাপুরুষ, কেন হত্যা করলি আমার ভাইকে?

আবার দুলছে, দোলায় প্রেমের উৎস উথলে উঠছে। —বললে, কিন্তু ঐ কা-পুরুষ, ভ্রাতাকে যদি হত্যা না করতেন, সে তো ওঁকে হত্যা করত! এইটুকু তো আমার সান্ত্বনা। তবে কাঁদছি কেন? হায়, হায়, তাইবল্ট মৃত—রোমিয়ো নির্বাসিত। ঐ নির্বাসিত শব্দটি যে দশ হাজার তাইবল্টের মৃত্যু ঘটাল। মৃত্যু—তার কি সীমা আছে—আছে কি শব্দের কোন গণ্ডী? মা-বাবা কোথায় দাই মা?

কাঁদাছন গো, তাঁরা কাঁদছেন? তুমি যাবে? আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

ওঁরা চোখের জলে তার ক্ষত ধুইয়ে দিচ্ছেন। আর আমি কাঁদব রোমিয়ার নির্বাসনে। ঐ সিঁড়ি নিয়ে যাও! সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, আহা বেচারী, তুমি প্রতারিত হলে। আমরা দু'জনেই প্রতারিত হলাম—রোমিয়ো যে নির্বাসনে। আমার শয্যায় সিঁড়ি হতে তুমি—আমি কুমারী—আমি তো কুমারী আর বিধবা হয়েই মরব। চল, দাই-মা, আমি বাসর-শয্যায়ই যাব। রোমিয়ো নয়, মৃত্যু আমার কৌমার্য লুঠে নেবে।

দাই-মা শুনে অবাক হয়ে বললে, বাছা তোমার ঘরে যাও। রোমিয়োকে আমি নিয়ে আসব। হ্যাঁ গো, তোমার রোমিয়ো আজ রাতে এখানে আসবে। আমি যাব। সে আছে পাদ্রী-বাবার মঠে লুকিয়ে। শেষ বিদায় নিয়ে যেতে তাকে বলব।

দাই-মা চলে গেল, জুলিয়েৎ দাঁড়িয়ে রইল নিস্পন্দের মতো।

॥ তিন ॥

ফ্রায়ার লরেন্সের মঠে আমরা এলাম! তারই এক কক্ষের সম্মুখে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি।

দেখি ফ্রায়ার লরেন্স সেখানে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছেন, রোমিয়ো, বেরিয়ে এস! এস ভীরু। তোমার যে অশুভক্ষণেই বিবাহ হল—সর্বনাশকে বরণ করে নিলে!

রোমিয়ো কক্ষের কবাটের অর্গল মুক্ত করে বেরিয়ে এল।

খবর কি? কি আদেশ দিলেন রাজা? কোন্ দুঃখ আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়? কোন্ সর্বনাশ চায় তার জয়ধ্বজা ওড়াতে? বলুন—বলুন!

ফ্রায়ার লরেন্স জানালেন, নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন রাজা। তিনি দেহের মৃত্যু চান না, চান দেহের নির্বাসন।

নির্বাসন! না, না, নির্দয় হবেন না! বলুন—মৃত্যু। নির্বাসন তো মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর। না, না, নির্বাসন নয়! রোমিয়ো বলে উঠল।

ফ্রায়ার বললেন, ভেরোনা থেকে তুমি নির্বাসিত। কিন্তু ধৈর্য ধর—পৃথিবী তো বৃহৎ, পৃথিবী তো বিস্তৃত।

রোমিয়ো উন্মাদে অধীর, সে বলে উঠল, ভেরোনার ঐ চার দেয়াল ছাড়া আমি তো জানিনা পৃথিবীকে—বাইরে তো তার আছে জাহান্নাম—আছে নরক। তাই তো ভেরোনা থেকে নির্বাসন সে তো দুনিয়া থেকেই নির্বাসন, আর তার মানে তো মৃত্যু। ভুলে নির্বাসন বলা হয়েছে, কিন্তু এ তো মৃত্যু। আপনি আমার মাথা কাটলেন সোনার কুঠারে, আর হাসি হাসি মুখে আমার মৃত্যু ঘটালেন—এও যেন তাই।

ফ্রায়ার বললেন, অকৃতজ্ঞতা মহাপাপ, দেশের আইন মতে

এ পাপে প্রাণদণ্ডই হয়। কিন্তু রাজা সেই আইনকে অবহেলা করে তোমাকে দিয়েছেন নির্বাসন দণ্ড। এ যদি করুণা না হয়, তাহলে কাকে আর করুণা বলব!

এ তো করুণা নয়, এ যে মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক। জুলিয়েতের মুখ দেখবে হীনতম জীবেরা ; আর রোমিয়ো সে স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত হবে! আর আপনি বলছেন—নির্বাসন মৃত্যু নয়! গুরুদেব, আপনার কাছে কি কোন বিষ তৈরী নেই! ধারালো কোনো ছুরি নেই—নেই আকস্মিক মৃত্যুর কোনো উপায়? আপনার মুখে তো শুনলাম মৃত্যুর কথা। আমার চরম নিয়তির কথা!

ফ্রায়ার সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, শোন, আমাব কথা শোন!

রোমিয়ো বললে, আপনি তো আবার নির্বাসনের কথা বলবেন।

না, না, আমি তোমাকে শেখাব দারিদ্র্যের মধুদুগ্ধ দর্শন—সেই-ই তোমাকে সান্ত্বনা দেবে নির্বাসনে।

দর্শন নিপাত থাক, যদি সে-দর্শন জুলিয়েৎকে গড়ে না তুলতে পারে! না, না, দর্শন নয়!

তাহলে আমি বলব, পাগলেরা কথা শুনতে চায় না!

কি করে শুনবে, জ্ঞানীদের তো চোখ থাকে না।

বেশ, তর্ক করতে চাও, এস তর্ক করি।

না, না যে অনুভূতি আপনার নেই, তার সম্পর্কে তো বলতে পারেন না। যদি আমার মতো তরুণ হতেন, যদি জুলিয়েৎ হোত আপনার প্রেমিকা, এক ঘণ্টা আগে যদি আপনার বিয়ে হোত, আর আমার মতো নির্বাসিত হতেন, তাহলে বলতে পারতেন। তাহলে আপনিও আমার মতো চুল ছিড়তেন, মাটিতে গড়াগড়ি যেতেন।

এই বলে রোমিয়ো আছড়ে পড়ল মেঝেয়। এমন সময় নেপথ্যে দ্বারে করাঘাতের শব্দ শোনা গেল।

ফ্রায়ার বললেন, ওঠ, ওঠ! কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, যাও তুমি লুকিয়ে থাক গে।

না, না !

আবার করাঘাত।

ওঠ, ওঠ ! ফ্রায়ার বলে উঠলেন—আমার ঘরে যাও। নেপথ্যের দিকে চেয়ে বললেন, আসছি, কে অত জোরে ধাক্কা দেয় ?

দাই-মার স্বর শোনা গেল, আমাকে ভেতরে আসতে দাও গো, খবর আছে, আমি আমার বাছা জুলির কাছ থেকে আসছি।

ফ্রায়ার এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। দাই-মা এসে ঢুকল।

দাই-মা ঢুকেই বললে, বাবা, আমাদের বাছার সেই বরটি কোথায় গো ? কোথায় আমাদের রোমিয়ো ?

ঐ যে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে, চোখের জলে হাবুডুবু খাচ্ছে—ফ্রায়ার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

দাই-মা দেখে বললে, আহা, বাছাও আমার অমনি কাঁদছে। ওগো, ওঠ, ওঠ ! জুলিয়েতের দোহাই, ওঠ।

রোমিয়ো উঠে দাঁড়িয়ে বললে, জুলিয়েতের কথা বলছ ? কেমন আছে ? কোথায় আছে ? কি বলেছে সে ?

কিছু বলছে না গো, শুধু কাঁদছে। একবার তাইবল্ট বলে ডাকছে, আর একবার রোমিয়ো বলে। তারপরে আবার গড়াগড়ি।

রোমিয়ো বলে উঠল, হায়, ঐ নাম তো মৃত্যুময় গুলী, ওতেই তো নিহত হল তার আত্মীয়। পাদ্রী-বাবা, বলুন, আমার এই নীচ শরীরের কোথায় আছে সেই স্থান, যেখানে সেই নাম থাকে, আমি তাকে আক্রমণ করব।

খাপ থেকে তলোয়ার খুলে ফেললে রোমিয়ো।

ফ্রায়ার বাধা দিয়ে বললেন, থাম, থাম ! তুমি কি পুরুষ ? তোমার চেহারা দেখে মনে হয়, তুমি তাই বটে ! কিন্তু তোমার চোখে বইছে নারীর অশ্রুধারা। ওঠ, জাগো। জুলিয়েৎ জীবিত ; তুমিও

মৃত নও, নির্বাসিত। এতো তোমার সৌভাগ্য। কিন্তু তুমি তো মুখ গোমরা মেয়ের মতো ভাগ্যদেবীকে দেখে ঠোঁট বাঁকা করছ। ভাগ্যদেবী আর প্রেম দু'জনকেই তুচ্ছ করছ। না, না, কথা শোন! প্রিয়ার কাছে যাও, তার কক্ষে দেয়াল বেয়ে চলে যাও, তাকে সান্ত্বনা দাও। কিন্তু দিনের আলো ফোটার পরে আর থেকো না। মান্তুয়ায় তাহলে যেতে পারবে না। সেখানেই তোমাকে থাকতে হবে, তারপরে সময়-মতো আমরা তোমার বিবাহের প্রচার করে দেব, রাজার মার্জনা ভিক্ষা করে নেব। তুমি ফিরে আসবে।

দাই-মা তুমি যাও। তোমার মনিবাণী জুলিয়েতকে বল, বাড়ির সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে। গভীর দুঃখ পেয়েছেন সবাই, ঘুমিয়েও পড়বেন। রোমিয়ো যাচ্ছে তারপরে।

দাই-মা বললে, আহা, পাদ্রী-বাবা, কি চমৎকারই না পরামর্শ দিলে—মনে হয় সারা রাত ধরে শুনি। আহা বিদ্যে কি জিনিস। যাইগো, বলি গে, আমাদের রোমিয়ো আসছেন।

যাও, বল গে! রোমিয়ো বললে, তিনি যেন আমাকে ভৎ'সনা করবার জন্য তৈরী থাকেন।

তা যাচ্ছি মশায়। বাছা, আপনাকে দেওয়ার জন্যে এই আঙটিটি দিয়েছেন। আঙটিটি দিয়ে বললে, দেরী করবেন না, রাত অনেক।

দাই-মা চলে গেল।

আঙটিটি হাতে নিয়ে রোমিয়ো বলে উঠল, আমি তো এটি পেয়ে আমার জীবন পেলাম।

ফ্রায়ার বললেন, যাও, যাও। শুভরাত্রি। হয় দিনের আলো ফোটার আগে চলে যাবে ভেরোনা ছেড়ে, নয় তো যাবে ভোরে ছদ্মবেশে। আমি লোক ঠিক করে দেব, সে মাঝে মাঝে খবর দেবে। এস, হাতে হাত দাও। রাত অনেক। এবার এস।

দু'জনে হাতে হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বিদায় নিলেন।

॥ চার ॥

ক্যাপিউলেতের বাড়ি। ক্যাপিউলেৎ, ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী ও পারিসকে দেখা গেল। এঁরা জুলিয়েতের কথাই বলাবলি করছেন।

ক্যাপিউলেৎ বললেন, এমনই দুর্ভাগ্য, মেয়েকে কোন কথা বলতেই পারিনি। তাইবল্টের মৃত্যুশোকে সে অধীর, আমিও তাই। আজ আর মেয়ে নীচে নামবে না।

পারিস বললে, এই দুঃখের কাল তো পাণিপ্রার্থনারও নয়! আচ্ছা আসি, আপনার কন্যাকে আমার সম্ভাষণ জানাবেন।

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী বললেন, হ্যাঁ জানাব, আর ওর মনও জানব। আজ ও দুঃখের ভারে নুয়ে আছে।

আমিও যথাসাধ্য করব। ক্যাপিউলেৎ বললে, আমার মনে হয়, আমি তার মত করাতেও পারব। না, না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। ওগো, তুমি শুতে যাবার আগে একবার মেয়ের কাছে যেয়ো। আমার ছেলে পারিসের কথা তাকে বোলো। আ-- যেন কি বার?

সোমবার, পারিস উত্তর দিলে।

সোমবার। বুধবার বড় তাড়াতাড়ি হয়। বৃহস্পতিবারই কর! বোলো—বৃহস্পতিবারে তার বিয়ে, ওগো, তোমার কি এই তাড়া ভাল লাগছে? আমরা তেমন জাঁকজমক করব না, দু-একজন বন্ধুকে বলব। তাইবল্ট মারা গেছে। পাছে লোকে না ভাবে তার স্মৃতিকে আমরা অপমান করছি। তাই কয়েকজন বন্ধুকেই বলব। বৃহস্পতিবারে তোমার মত আছে তো?

পারিস বললে, আমার কামনা—আহা ঐ বৃহস্পতিবার যদি আগামী কাল হোত।

বেশ এসো! ওগো, তুমি একবার জুলির কাছে যেয়ো! এস পারিস! ওরে কে আছিস, আমার ঘরে আলো জ্বালিয়ে দে!

পারিস ও ক্যাপিউলেৎ-দম্পতি এগিয়ে চললেন।

॥ পাঁচ ॥

ভোর এখনো হয়নি, এখনো রয়েছে রাতের আঁধার। কিন্তু উষার আভা বুঝি যে কোন মুহূর্তে ফুটে উঠবে। অন্ধকার এখন তরল। আর সেই তরল অন্ধকারে আমরা অভিসারে এসেছি জুলিয়েতের কক্ষে। নির্বাপিত নয় কক্ষের দীপ, একটি ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলছে। রোমিয়ো আর জুলিয়েৎ নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

হঠাৎ কোথায় আকাশে গেয়ে উঠল চাতক। আলিঙ্গন খসে পড়ল, বাহু-বন্ধন শিথিল, রোমিয়ো সচকিত! ঐ চাতক উষার উদয়ের চারণ। তবে কি ভোর হোলো বলে?

জুলিয়েৎ বলে উঠল, এখনি কি যাবে? এখনো তো দিনের প্রান্তে আসেনি রজনী। ওতো চাতক ডাকছে না, ডাকছে নাইটিঙ্গেল! ঐ ডালিম গাছে রোজ রাতে তো ও ডাকে। ওগো প্রিয়তম, আমার কথা শোন—ঐ তো নাইটিঙ্গেলের ডাক।

রোমিয়ো হেসে বললে, ঐ তো চাতক, উষার উদয়ের সূচনা করল। ওতো নাইটিঙ্গেল নয়! ঐ দেখ ঈর্ষার আলোর দাগ এঁকে দিয়েছে ছিন্নমেঘের ভিতরে ঐ পূর্ব দিকে। রাতের দীপগুলি নিবে গেছে, আর ঐ উৎফুল্ল দিন এসে কুয়াশা-ঘেরা রাত্রির চূড়ায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দেখা দিলে। আমি চলে গেলে বাঁচব, আর থাকলে বরণ করব মৃত্যু।

না, না, অধীর জুলিয়েৎ বলে উঠল। ঐ আলো তো দিনের আলো নয়! আমি জানি, আমি জানি! ও তো কোন ধূমকেতু

—তোমার মশালচী হতে এসেছে, তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে মান্তুয়ায়। আর একটু থাক, যেয়ো না কো।

তাহলে; বন্দী হই, আমার মৃত্যু আসুক। তুমি যখন চাও, তাই-ই হোক। ঐ যে ধূসরতা ওতো দিনের প্রভাতের চোখ নয়, ওতো চাঁদের ম্লান ছায়া, ঐ যে গান ওতো চাতকের নয়—আমি তো থাকতেই চাই। এস, মৃত্যু এস—এস! তুমি সুস্বাগত। জুলিয়েৎ তাই চায়। না, না, এখনো দিন হয়নি! এস আলাপ করি।

না, না, দিন হল। যাও—চলে যাও! জুলিয়েৎ বলে উঠল। ঐ চাতক গাইছে বিকৃত স্বরে, কেউ কেউ বলে চাতক মধু-বিরহ আনে—কিন্তু সে তো আমাদের চরম বিচ্ছেদ নিয়ে এল! যাও তুমি যাও। ঐ তো ক্রমেই আলো হচ্ছে।

আলো, আরো আলো বাড়ছে, আমাদেরও দুঃখের আঁধার ঘনিয়ে আসছে।

এমন সময় দাই-মা এসে ঢুকল। সে এসেই খবর দিলে, তোমার মা আসছেন গো। ভোর হয়েছে। সাবধান।

এই বলেই সে চলে গেল।

রোমিয়ো জুলিয়েতকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললে, বিদায়, আর একটা চুমু দাও, আমি বিদায় নিই।

দু'জনের অধরে অধরে মিলন হল, রোমিয়ো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

জুলিয়েৎ বলে উঠল, চলে গেলে প্রিয়তম—চলে গেলে স্বামী—চলে গেলে বন্ধু? দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমার রোমিয়োকে একবার দেখি।

রোমিয়ো নীচ থেকে বললে, আসি, সুযোগ পেলেই তোমাকে জানাব সম্ভাষণ।

আর কি দেখা হবে প্রিয়তম?

তাতে তো সন্দেহ নেই প্রিয়া!

জুলিয়েৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, আমার মন কু-ডাক ডাকে! মনে হ'ল, তুমি যেন সমাধির ভিতরে শুয়ে আছ—হয় আমার দৃষ্টিশক্তি হীন, নয় তো মুখ তোমার বিবর্ণ।

প্রিয়া, রোমিয়ো তাকে আশ্বস্ত করে বললে, আমাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে দুঃখ—আমরা তাই একথা ভাবছি। আসি।

সে মিলিয়ে গেল নীচে, এমন সময় ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী এসে প্রবেশ করলেন।

কেমন আছ জুলিয়েৎ?

মা, ভাল নেই।

কি হবে ভাইয়ের জন্য কেঁদে? তাকে কি কবর থেকে চোখের জলে নিশ্চিহ্ন করে দেবে? তুমি তো আর তাকে বাঁচাতে পারবে না!

কিন্তু এই সর্বনাশে আমাকে কাঁদতে দাও!

কিন্তু তাতে হারাবার দুঃখই পাবে মা, আত্মীয়কে তো আর পাবে না।

আমার যে উপায় নেই!

কেঁদো না মা, যে ওকে হত্যা করেছে, সেই বদমায়েস এখনো জীবিত।

কে সেই বদমায়েস?

রোমিয়ো! আমরা প্রতিশোধ নোব! তুমি কেঁদোনা। আমি মান্তুয়ায় পাঠাব লোক, সে এমন এক বিষ দেবে, যাতে সেও তাইবল্টের সঙ্গী হয়।

আমিও তো রোমিয়োকে না দেখে—বলেই চমকে উঠল জুলিয়েৎ। বললে, ওকে মৃত না দেখে খুশী হব না। আমার কাছে মানুষটিকে এনে দাও—আমি বিষ তৈরী করে দেব—আর সেই বিষ খেয়ে রোমিয়ো ঘুমিয়ে পড়বে।

বেশ, আমি লোক দেখছি। এখন সুখবর আছে।

এই সময়ে এল সুখবর! কি সে খবর?

তোমার বিয়ে বৃহস্পতিবার। আর বর তরুণ, সাহসী, বীর কাউন্ট পারিস। তোমাকে তিনি সুখী করবেন।

না, না—জুলিয়েৎ বলে উঠল—আমি তো বিয়ে এখন করব না। আর—বরং রোমিয়োকে বিয়ে করব, তবু পারিসকে নয়! খবর বটে!

ঐ তোমার বাপ আসছেন, তাঁকে বলো!

ক্যাপিউলেৎ ও দাই-মা এসে ঢুকলেন।

ক্যাপিউলেৎ বলতে বলতে ঢুকলেন, সূর্য যখন অস্ত যায় শিশির ঝরে। কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের জীবন-সূর্য অস্ত যাবার পর তো নামল মুষলধারে বৃষ্টি।

কি—মা—এখনো কাঁদছ! এখনো বর্ষণ চলছে! ওগো তুমি খবরটা বলেছ?

হ্যাগো, বলেছি। কিন্তু ও বিয়ে করবে না।

কেন? ওর যোগ্য বর কি আমরা এনে দিই নি? ও কি গর্ববোধ করবে না?

না বাবা, জুলিয়েৎ বললে, গর্ববোধের তো কিছু নেই! আমি যা ঘৃণা করি তাতে গর্ববোধ করব কেন? কিন্তু ঘৃণা থেকে যে ভালবাসা জন্মায়, তাকে তো আমি বরণ করি।

ক্যাপিউলেৎ জ্বলে উঠে বললেন, তুমি যে তর্কশাস্ত্রের শ্রাদ্ধ করছ! একি ব্যাপার! সামনের বৃহস্পতিবারের জন্য তৈরী হয়ে থেকো? পারিসের সঙ্গে সন্ত পিটারের গীর্জায় যেতে হবে, নয়তো টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাব! দূর হ—দূর হ!

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী বলে উঠলেন, ছিঃ ছিঃ! তুমি কি পাগল হলে?

জুলিয়েৎ বললে, পায়ে ধরি বাবা, শোন!

না, না, তুমি জাহান্নামে যাও! আমি বলছি—বৃহস্পতিবারে

গীর্জায় যেতে হবে—নয় তো তোমার মুখ দেখব না! আমার কথার উপর কথা বোলো না, জবাব দিও না, আমার হাত নিস্‌পিস্‌ করছে! আমরা এক সময়ে ভাবতাম—ঈশ্বর একটিমাত্র সন্তান দিয়েছেন—এ আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ। কিন্তু এখন দেখছি অভিশাপ।

ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন গো! দাই-মা বলে উঠল।

ক্যাপিউলেৎ ধমক দিলেন, বুদ্ধির ঢেঁকি—চুপ কর্ তো।

দাই-মা বললে, আমি তো অন্যায় বলি নি!

থামো—থামো! ক্যাপিউলেৎ গর্জে উঠলেন!

দাই-মা বললে, কোথা যাব গো? কেউ কথা বলবে না?

ক্যাপিউলেৎ আবার গর্জে উঠলেন, চুপ—চুপ! তোমার ওসব কথা যাদের সঙ্গে খোসগল্প করো, তাদের বোলো—আমাদের শোনায় দরকার নেই।

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী বললেন, তুমি যে চটে গেলে গো।

ক্যাপিউলেৎ উত্তর দিলেন, আমি তো পাগল হয়ে যাব। দিন, রাত, সকাল, সন্ধ্যা ওর বিয়ের ভাবনা ভাবি! এক ভাল পাত্র পেলাম, সম্ভ্রান্ত বড় ঘরের ছেলে, যুবক, সুশিক্ষিত। আর ঐ বোকাটা কিনা বললে, আমি বিয়ে করব না—ওকে ভালবাসতে পারব না। তা যেখানে খুশী যাও, আমার এখানে থাকতে পারবে না। এখন ভেবে দেখ—আমি ঠাট্টা-তামাসা করছিনে—বৃহস্পতি-বার তো এসে পড়েছে। এখন বুকে হাত দিয়ে ভেবে দেখগে, তার পর আমাকে বলো—আমি তাতেই রাজী হব। আমার কথা শুনলে, ঐ পাত্রে বিয়ে দেব, আর তা যদি না শোন—তাহলে গলায় দড়ি দাও, ভিক্ষে কর, উপবাস করে পচে মর—আমি তোমাকে মেয়ে বলে স্বীকারও করব না।

এই বলে তিনি চলে গেলেন।

জুলিয়েৎ হাতে মুখ ঢেকে বলে উঠল—হায় মেঘের উপরে আসীন দেবতা, তোমার বুকে কি করুণা নেই—তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না আমার দুঃখ? মাগো, আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ো না! এক মাস বিয়ে স্থগিত রাখ, এক সপ্তাহ স্থগিত রাখ—যদি না রাখতে পার, তা হলে তাইবল্ট যেখানে শুয়ে আছে, সেই সমাধিমন্দিরে আমার বাসর-শয্যা পেতে দাও।

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী বললেন, আমাকে কিছু বলোনা বাপু, আমি কথাটি কইব না। তোমার যা খুশী কর—তুমি তো এখন সবকিছুর বাইরে।

এই বলে তিনিও চলে গেলেন।

জুলিয়েৎ দাই-মাকে বললে, দাই-মা, কি হবে? আমার স্বামী আছেন মর্ত্যে, আমার বিশ্বাস তো স্বর্গে—সেই বিশ্বাস কি করে মর্ত্যে ফিরে আসবে। স্বামী যদি স্বর্গ থেকে তাকে না পাঠান, কি করে তা সম্ভব হবে! আমাকে পরামর্শ দাও।

দাই-মা বললে, রোমিয়ো চলে গেছে, সে আর এখানে এসে তোমার উপরে হামলা করতে পারবে না। তাই বলি—পারিসকেই বিয়ে করে ফেল। চমৎকার ভদ্দরলোক। রোমিয়ো তার কাছে কিছুই নয়! এ বিয়েতে তুমি সুখী হবে।

জুলিয়েৎ মৃদুস্বরে বললে—একি তোমার মনের কথা?

আরে, এ আমার অন্তরের কথা।

বেশ তাই হবে!

কি?

তুমি তো আমাকে সান্ত্বনা দিলে দাই-মা। মাকে বোলো—আমি ফ্রায়ার লরেন্সের কাছে যাচ্ছি—সেখানে গিয়ে আমি পাদ্রী-বাবার কাছে সব কথা বলব।

বেশ তাই যাও বাছা! এই তো বুদ্ধিমতীর মতো কাজ।

দাই-মা চলে গেল।

জুলিয়েৎ এবার বলে উঠল, ওরে বুড়ী, ওরে দুষ্টা! তুই আমাকে ধর্ম হারাতে বললি! অথচ তুই না আমার স্বামীকে ঐ জিভ নেড়ে প্রশংসা করলি! যা—দূর হয়ে যা কু-মন্ত্রণাদাত্রী! আজ থেকে তোকে আর কোনো কথা বলব না! যাই পাদ্রী-বাবার কাছে, শুনি তিনি কি বলেন! যদি সব ব্যর্থ হয়, মরতে তো পারব!

চতুর্থ অঙ্ক

॥ এক ॥

ফ্রায়ার লরেন্সের গুহা মঠের একটি কক্ষে ফ্রায়ার লরেন্স আর পারিসকে দেখা গেল।

ফ্রায়ার লরেন্স বললেন— বৃহস্পতিবার? সময় তো বড় কম।

পারিস বললে, ক্যাপিউলেৎ তাই চাইছেন। আপনি তো বলেছেন, কুমারীর মন জানেন না? আমি কিন্তু এটা পছন্দ করিনে। উনি তো এখন তাইবল্টের মৃত্যুতে কাঁদছেন, প্রেমের কথা কিছুই বলতে পারিনি! ভেনাস তো কখনো অশ্রুধারায় হাসতে পারেন না! তাই ওঁর পিতা তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে অশ্রুধারার মাত্রা থামাতে চাইছেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করার কারণ কি জানেন?

ঐ তো কুমারী নিজেই আসছেন, দূরে জুলিয়েৎকে দেখে বলে উঠলেন ফ্রায়ার। জুলিয়েৎ কাছে এগিয়ে এল।

পারিস তার দিকে তাকিয়ে বললে, এস প্রিয়া।

যখন প্রিয়া হব তখন, জুলিয়েৎ উত্তর দিলে।

সে তো বৃহস্পতিবারেই হবে।

তুমি কি পাদ্রী-বাবার কাছে নিজের স্বীকৃতি দিতে এসেছ?

তা বলতে গেলে তো আপনার কাছে স্বীকৃতি দিতে হয়, জবাব দিলে জুলিয়েৎ।

তুমি যে আমাকে ভালবাস, একথা অস্বীকার কোরো না। তোমার মুখখানি অশ্রুতে ম্লান হয়ে গেছে।

জুলিয়েৎ উত্তর দিলে, কিন্তু অশ্রু তো তেমন জয়ী হতে পারে নি! মুখখানা তো আগেই খারাপ ছিল!

তুমি নিজের নিন্দা করছ?

না, না, এ সত্যি। যা বলার আমার মুখখানিকেই বলছি।

পারিস বললে, তোমার মুখখানি তো আমার, আর সেই মুখখানিকে তুমি নিন্দা করছ।

তাই হোক, এ মুখ আমার নয়! পাদ্রী-বাবা, আপনার সময় আছে, জুলিয়েৎ শুধালে? না—সান্ধ্য-প্রার্থনার পরে আসব?

ফ্রায়ার বললেন, মশাই, আমার কন্যার দুঃখে আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের নিরিবিলিতে থাকতে দিন!

পারিস বললে, না, না আমি বাধা দেব না।

সে চলে গেল।

জুলিয়েৎ বললে, পাদ্রী-বাবা দরজা বন্ধ করে দিন। আর আসুন আমরা কাঁদি। আশা তো নেই, নেই প্রতিকার—সাহায্যের ভরসা নেই।

ফ্রায়ার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, জানি, তোমার দুঃখ জানি। তোমাকে এই কাউন্টকে বিবাহ করতে হবে।

জুলিয়েৎ অধীর হয়ে উঠল, বলুন, কি করে বাধা দেব? যদি না পারেন, আমি এই ছুরিকার সাহায্য নেব। আপনি আমার আর রোমিয়োর হাতে হাত মিলিয়ে দিয়েছেন, তাই তো আপনার কাছে চাইছি পরামর্শ। যদি না পাই—আছে এই চরম আশ্রয়! এই তো আমার ভাগ্য নিয়ন্তা।

ফ্রায়ার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এক উপায় আছে, কিন্তু সে তো দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে পারিসকে বিয়ে না করে তুমি যখন ছুরির আশ্রয় নিতে চাও, তাই মনে হয়, তুমি তা পারবে।

বলুন, বলুন! জুলিয়েৎ অধীর হয়ে উঠল।

শোন, এই ওষুধ নিয়ে যাও। গিয়ে পারিসের সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দাও। কাল বুধবার। রাত্রে একা শোবে। দাই-মাকে শুতে দেবে না তোমার ঘরে। এই শিশি নাও, বিছানায় শুয়ে এর ভিতরে

যে তরল নির্যাস রয়েছে পান করবে। তোমার সমস্ত শিরা-উপশিরা হিম-শীতল হয়ে যাবে। নাড়ির স্পন্দন শোনা যাবে না। থাকবে না দেহে তাপ, নিঃশ্বাস পড়বে না, তোমার ঐ গালের গোলাপ-রক্তরাগ মুছে যাবে, চোখ বুজে আসবে—এই ভাবে আসবে মৃত্যুর কৃত্রিম রূপ। এমনিভাবে থাকবে বিয়াল্লিশ ঘণ্টা—তারপরে সুনিদ্রা থেকে জেগে উঠবে। যখন প্রভাতে তোমার ঐ হবু বর এসে তোমাকে জাগাতে যাবে, তুমি তখন মৃত। তারপরে সাজিয়ে তোমাকে নিয়ে যাবে পরিবারের সমাধি-মন্দিরে। তুমি জেগে ওঠার আগেই আমি রোমিয়োকে খবর দিয়ে আনাব। আমি আর সে সজাগ থাকবো। আর সেই রাতেই তোমাকে রোমিয়ো নিয়ে যাবে মান্তুয়ায়। আর তুমিও এই লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচবে।

দিন, আমাকে ওষুধ দিন!

নাও—যাও—সাহসে বুক বাঁধো! আমি এক জনকে চিঠি দিয়ে তোমার স্বামীর কাছে পাঠাচ্ছি মান্তুয়ায়।

আমাকে আমার প্রেম শক্তি দেবে, আর সেই শক্তিই আমাকে উত্তীর্ণ করবে বিপদ থেকে। আসি—বাবা।

জুলিয়েৎ চলে গেল।

॥ দুই ॥

ক্যাপিউলেতের গৃহে আনন্দ উৎসবের গোপন আয়োজন চলছে। ক্যাপিউলেৎ, ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী, দাই মা কাজে ব্যস্ত। অনুচরদেরও ডেকে আনা হয়েছে।

ক্যাপিউলেৎ তালিকা প্রস্তুত করে ফেলেছেন নিমন্ত্রণের। তিনি বললেন একজন অনুচরকে, এই তালিকায় যে ক'টি নাম লেখা আছে, সেই ক'জনকে নিমন্ত্রণ করবি।

অনুচর তালিকা নিয়ে চলে গেল।

আর একজনকে হুকুম দিলেন, যাও, বিশজন দক্ষ-পাচক নিয়ে এস।

ক্যাপিউলেৎ এবার দাই-মাকে শুধালেন, মেয়ে কি ফ্রায়ার লরেন্সের ওখানে গেছে ?

হাঁ গো, দাই-মা বললে !

ভালই ! উনি ওকে বোঝাতে পারবেন। এমন বেহায়াপনা আমি দেখিনি !

এমন সময় জুলিয়েৎ এসে ঢুকল।

দাই-মা বললে, দেখুন কর্তা, জুলিয়েৎ কেমন হাসিমুখে ফিরেছে !

ক্যাপিউলেৎ মেয়েকে শুধালেন—কি গো মাথাগরম—কেমন আছ ? কোথায় গেছলে ?

জুলিয়েৎ উত্তর দিলে, গিয়েছিলাম আপনার আদেশে অনুতাপ করতে। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এলাম,—বাবা আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার বাধ্য হব।

তাহলে পারিসকে ডেকে পাঠাও—কাল ভোরেই বিয়ে হবে।

জুলিয়েৎ বললে, তাঁর সঙ্গে পাদ্রী-বাবার ওখানে দেখা হয়েছে। আমার যথাসম্ভব ভালবাসা তাঁকে জানিয়েছি—শালীনতার সীমা শুধু লঙ্ঘন করিনি।

বেশ, বেশ ! ক্যাপিউলেৎ খুশী হয়ে বলে উঠলেন, না, না, হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাইতে হবে না। আহা, পাদ্রী-বাবার কাছে সমস্ত নগরীই ঋণী।

জুলিয়েৎ বললে, দাই-মা আমার ঘরে চল ! সেখানে গয়না-গাঁটিগুলো বাছতে হবে—কাল কি পারবে তা বেছে দিতে !

যাও, যাও, দাই ! কাল আমরা ভোরেই গীর্জায় যাব।

দাই-মা ও জুলিয়েৎ চলে গেল।

ক্যাপিউলেৎ গৃহিণীকে বললেন, আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে, সবকিছুর বিলি-ব্যবস্থা করতে হবে। জুলিয়েতের কাছে তুমি যাও,

তাকে কি কি দিয়ে সাজাবে, ঠিক করে রাখ। আজ আর শোওয়া হল না। আমাকেই গৃহস্থালীর ভার দাও! আঃ বুকখানা হাল্‌কা হয়ে গেল! মেয়েটা বিপথে ছুটছিল, আবার তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনা গেল।

দু'জনে দু'দিকে চলে গেলেন।

॥ তিন ॥

জুলিয়েতের কক্ষে দাই-মা ও জুলিয়েৎ বাছচে গহনা আর পোশাক।

জুলিয়েৎ বললে, এইগুলিই ভাল দাই-মা! কিন্তু আজ রাতে বাপু, আমার কাছে শুতে পাবে না। আজ আমি একা থাকব। আমার এই দশা নিয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে। জানতো কত পাপ করেছি।

এমন সময়ে ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী এসে ঢুকলেন।

কি এখনো ব্যস্ত? হাত লাগাতে হবে নাকি? তিনি পোশাক আর গহনা ছড়ানো দেখে বলে উঠলেন।

জুলিয়েৎ বললে, না মা, যা যা দরকার বেছে বেছে রেখেছি, এখন একা থাকব। আজ দাই-মা শোবে তোমার ঘরে। তোমার তো অনেক কাজ মা!

আচ্ছা, আচ্ছা বাছা তুমি শোও, আমরা চলি।

দাইকে নিয়ে চলে গেলেন ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী।

মা, বিদায়! দাই-মা বিদায়! জুলিয়েৎ বলে উঠল। আবার কবে দেখা হবে জানি না! আমার ভয় করছে, জীবনের উষ্ণতা যেন শীতল হয়ে আসছে। কাউকে ডাকব না—এ দৃশ্যে অভিনয় করবো আমি একা। ঐ শিশি—আমি ওকে খরচ করব! কিন্তু এতে যদি

কাজ না হয়? আমি কি ওকে বিবাহ করব কাল? না, না, এই ছুরিখানা তো বাধা দেবে। ছুরিখানা সে রেখে দিলে। যদি পাদ্রী-বাবা সত্যিই বিষ দিয়ে থাকেন! কেন না কাল বিয়ে হলে তাঁর তো অপমান। তিনি তো রোমিয়ো আর আমার বিবাহ দিয়েছেন! তাইত ভয়, কিন্তু আবার ভয় বলে মনে হয় না। তিনি তো ধার্মিক। যখন সমাধি-মন্দিরে শুয়ে থাকব, রোমিয়ো আসবে আমাকে উদ্ধার করতে—তাই না! আর যদি শেষ হয়ে যাই তার আগে! তখন কি হবে? রাতে সেই ভয়ঙ্কর গুম্ফায় আমি কি করে থাকব? শুনেছি সেখানে শত শত বযের অস্থি জমে আছে আমার পূর্বপুরুষের, সেখানেই আছে ঐ রক্তলিপ্ত তাইবল্ট—সেখানে তো শুনি রাত্রে অশরিরীর দল হানা দেয়। তারা চিৎকার করে, জীবন্ত মানুষ তাদের অট্টহাসি শুনলে পাগল হয়ে যায়। জেগে উঠে, আমি কি পাগল হয়ে যাব না? তাইবল্ট যদি উঠে আসে তার শবাধার থেকে, আমার মাথার খুলি যদি অস্থি দিয়ে চূর্ণ করে দেয়, কি হবে তখন? আমার মনে হয়, আমার ভ্রাতার আত্মা খুঁজে বেড়াচ্ছে রোমিয়োকে, সে তো তাকে হত্যা করেছে। দাঁড়াও তাইবল্ট, আমি আসছি রোমিয়ো! আমি তোমার জন্যে পান করলাম—পান করলাম এই আরক। এ বিষ না অমৃত জানিনে!

জুলিয়েৎ আরক পান করে ঢলে পড়ল শয্যায়।

॥ চার ॥

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিনী ব্যস্ত হয়ে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে দাই।

নাও এই চাবি নাও—আরো মশলা নিয়ে এস! দাইকে হুকুম দিলেন গৃহিণী।

দাই-মা বললে, ওরা তো ভিয়েনের ওখানে খেজুর আর কিসমিসের জন্য চেঁচামেচি করছে।

এমন সময় ক্যাপিউলেৎও ব্যস্ত হয়ে এসে ঢুকলেন। এও কর্মবাড়ির ব্যস্ততা।

কর্মের ব্যস্ততা যত না থাকুক, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। এ তাঁর স্নায়ু-বিকলতা। এ বিকলতা ব্যস্ত-বাগীশদের হামেশাই দেখা যায়।

ক্যাপিউলেৎ এসেই বললেন, জলদি কর! দোসরা নম্বর মোরগ তো ডাকলো। এখন তিনটে, মাংস হল কিনা দেখি গে!

দাইমা বললে, কত্তা, আপনি গিয়ে শোওতো! কাল নির্ঘাৎ অসুখ করবে!

না, না অসুখ করবে না। এর চেয়ে ছোটোখাটো ব্যাপারে রাত জেগেছি। কখনো অসুখ করেনি।

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী বললেন, বেশী বোকোনা! তুমি এস তো দাই!

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী দাই-মাকে নিয়ে চলে গেলেন।

কয়েকজন অনুচর ঝুড়ি আর কাঠ নিয়ে ঢুকল।

ক্যাপিউলেৎ তাদের দেখে বললেন, কি এনেছিস?

রান্নার জিনিস হুজুর—কি আছে জানিনে—তারা বললে।

যা—জলদি যা!

একজন ঝুড়ি নিয়ে চলে গেল।

আর একজনকে শুধালেন, কাঠগুলো শুকনো তো রে? পিটারকে ডাক, সে দেখিয়ে দেবে কোথায় রাখতে হবে।

পিটারের দরকার হবে না হুজুর। আমার নিজের মগজই ঢের সাফ। কাঠ চিনে চিনে আমি কাঠ-পিঁপড়ে।

বেশ, বেশ! ওর ভিতরে দেখছি রসও আছে! ক্যাপিউলেৎ হাসলেন।

আরে ফরসা যে হয়ে এল! এখনি বর আসবে বাদ্য বাজিয়ে।

বাদ্য শোনা গেল নেপথ্যে।

ঐ যে এল ! ওগো গিন্নি, ও দাই, কোথায় গেলে ?

দাই এসে ঢুকল।

যাও, জুলিকে তুলে দাও! সাজিয়ে দাও! পারিসের সঙ্গে আমি গিয়ে আলাপ করি। যাও—জলদি যাও! বর এসেছে—বর এসেছে!

ক্যাপিউলেৎ ছুটে চলে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

জুলিয়েতের কক্ষ, সে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে। দাই-মা এসে ঢুকল।

দাই-মা বিছানার কাছে এগিয়ে এসে ডাকলে,

ওগো বাছা, ওগো জুলি! আহা, কি অঘোরে ঘুমুচ্ছে! ওকে ঠেলে তুলতে হবে।

মশারী তুলে ফেলল দাই-মা।

ওগো মেয়ে, ওগো মেয়ে। সে ধাক্কা মারলে। জুলিয়েৎ-এর মাথা বালিসের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ল। আঁতকে উঠল দাই-মা—চিৎকার করে উঠল,

হায়, হায়, জুলিয়েৎ যে মারা গেছে! ওগো—কে কোথায় আছ গো, ছুটে এস!

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন।

কি—এত চেঁচাচ্ছ কেন? তিনি শুধালেন।

হায়, হায়! দাই-মা বুক চাপড়াতে লাগল।

কি ব্যাপার বাছা?

দেখ—দেখ—কি সর্বনাশ হয়েছে!

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী ছুটে গিয়ে জুলিয়েতের বুকের উপর পড়ে কেঁদে উঠলেন।

কান্না শুনে ছুটে এলেন ক্যাপিউলেৎ।

জুলিয়েৎকে নিয়ে এস? ক্যাপিউলেৎ বললেন, বর এসেছে!

দাই-মা চিৎকার করে উঠল, হায়—সে তো মারা গেছে!

হায়, হায়, সে মারা গেছে! ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী কাঁদতে লাগলেন।

ক্যাপিউলেৎ বললেন, দেখি, দেখি! তিনি জুলিয়েতের গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, তার পরে বলে উঠলেন, হা হতোস্মি! এ যে হিম-শীতল দেহ! স্তব্ধ, শরীর অসাড়। জীবনের সাড়া তো নেই। মৃত্যু যেন অসময়ের তুষারের মতো তাকে ঘিরে আছে, ফুলের দলে দলে ছেয়ে আছে মৃত্যু।

এমন সময় ফ্রায়ার লরেন্স, পারিস ও বাদকের দল ঢুকল।

ফ্রায়ার বললেন, কই—বধূ প্রস্তুত তো? এখন গীর্জায় যেতে পারবেন?

হাঁ প্রস্তুত—ক্যাপিউলেৎ রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, গীর্জায় যাবে কিন্তু আর তো ফিরবে না!

পারিসকে সম্বোধন করে ক্যাপিউলেৎ বললেন, পুত্র, তোমার বিবাহের পূর্বরাত্রে মৃত্যু হল তোমার বধূর। সে ছিল ফুলের মতো নিষ্পাপ, তাকে ধর্ষণ করল করাল মৃত্যু। মৃত্যুই এখন আমার জামাতা, মৃত্যুই আমার উত্তরাধিকারী। আমার কন্যাকে সে বিবাহ করেছে। আমি মৃত্যু বরণ করব, তাকে সব সঁপে দেব।

পারিস বলে উঠল, এমন এক প্রভাতের কামনা কি আমি করেছিলাম!

ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী বলে উঠলেন, হায়, হায়, এ কি অশুভ দিন!

হায়—একি অমঙ্গল, দাই-মা ফুপিয়ে কেঁদে উঠল।

ক্যাপিউলেৎ চিৎকার করে উঠলেন, ওরে মৃত্যু তোর দ্বারা প্রতারিত হলাম, শহীদ হলাম আমি। বাছা, বাছা আমার! আমার আত্মা তো তুই, হায় সেই আত্মা মৃত।

ফ্রায়ার লরেন্স বাধা দিয়ে বললেন, শান্ত হোন আপনারা! এই বিশৃঙ্খলায় জীবন তো আর ফিরে আসবে না! আপনার কন্যাকে নিয়ে গেলেন দেবতা, সে তো কন্যার সৌভাগ্য। আপনি তো মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারতেন না। কিন্তু দেবতা তাকে দিলেন শাশ্বত জীবন, তোমাদের স্বর্গের পথ সে সুগম করে দেবে। মুছে ফেল চোখের জল, জপ কর জপমালা, ওকে সুসজ্জিত করে নিয়ে চল উপাসনা মন্দিরে। মৃত্যুতে ক্রন্দনই তো স্বাভাবিক, কিন্তু স্বাভাবিকতা যে অশ্রু ঝরায় সে তো বিচার-বুদ্ধির আনন্দই যোগায়।

কেউ বুঝল না ফ্রায়ারের ইঙ্গিত, স্তব্ধ হল না ক্রন্দন। ক্যাপিউলেৎ কাঁদছেন, ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী কাঁদছেন, কাঁদছে প্যারিস, কাঁদছে দাই-মা। বিবাহের আনন্দ—মধুর ঘণ্টাধ্বনি তো এখন শবযাত্রার ঘণ্টা-ধ্বনিতে পরিণত। স্তোত্রপাঠ পরিণত হল শোক-গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে, বাসরের ফুল—মৃত্যু-বাসরের ফুলে পর্যবসিত হল।

ফ্রায়ার এবার এদের অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করতে বললেন।

পঞ্চম অঙ্ক

॥ এক ॥

পঞ্চম অঙ্কে পদার্পণ করল কাহিনী। জুলিয়েৎ কৃত্রিম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

ফ্রায়ার লরেন্স তাদের মিলন ঘটাবার জন্য পরিকল্পনা করেছেন। সে-পরিকল্পনার কথা এখনো জানে না রোমিয়ো। নির্বাসিত রোমিয়ো এখনো ঘুরছে মাণ্টুয়ার পথে পথে। সে দিশাহারা, সে ভগ্নহৃদয়-প্রেমিক। কিন্তু আজ ভোরে যেন কিসের উল্লাস দেখা দিয়েছে তার মনে। কাল সে স্বপ্ন দেখেছে, আনন্দের দিন আসন্ন। সে দেখেছে, তার প্রিয়তমা এসে দেখল—সে মৃত পড়ে আছে। সে এসে তাকে চুম্বনে ও আলিঙ্গনে জাগিয়ে তুলল। প্রাণ পেল রোমিয়ো। বেচে উঠে সে হল সম্রাট, প্রেমের সম্রাট। এই স্বপ্নকথা মনে মনে আলোচনা করতে করতে সে ঘুরছে মান্টুয়ার পথে, এমন সময় তার অনুচর বালথাসারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বালথাসারকে দেখেই সে শুধালে, বালথাসার ভেরোনার খবর কি? পাদ্রী-বাবার কাছ থেকে চিঠি আননি? কেমন আছেন আমার প্রিয়া? বাবা ভাল আছেন তো? আমার জুলিয়েৎ কেমন আছেন? আবার শুধাচ্ছি, কারণ তিনি যদি কুশলে থাকেন, তাহলে সবাই কুশলে আছেন।

বালথাসার উত্তর দিলে, তিনি ভাল আছেন, অমঙ্গল তো তার আর হবেনা! ক্যাপিউলেৎদের সমাধি-মন্দিরে তিনি শুয়ে আছেন, আর তার নশ্বর আত্মা চলে গেছে দেবদূতীদের সাথী হতে। আমি তাঁকে দেখেছি অনন্ত শয়ানে—আর সেই সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু!

বালথাসার! চেঁচিয়ে উঠল রোমিয়ো, প্রিয়া বেঁচে নেই! তাহলে গ্রহ-নক্ষত্র, তোমাদের আমি তুচ্ছ করি! আর তো ভয় নেই! আমার বাসস্থানে যাও, কাগজ আর কলম নিয়ে এস! গাড়ি ভাড়া কর! আমি এখান থেকে চলে যাব। আজ রাতেই যাব!

প্রভু, ধৈর্য ধরুন! আপনি উদ্‌ভ্রান্ত—আপনি একটা কাণ্ড করে বসবেন।

রোমিয়ো বলে উঠল, না, না, আমার আদেশ পালন কর! পাদ্রী-বাবা কোন পত্র দেননি?

না, প্রভু।

যাও, যাও, গাড়ি ভাড়া কর! আমি আসছি।

বালথাসার চলে গেল।

রোমিয়ো পায়চারী করতে করতে বললেন, জুলিয়েৎ, আজ রাতে তোমার শয্যাশায়ী হব আমি। এইখানে কোথায় যেন এক ঔষধ-বিক্রেতা ছিল। জীর্ণশীর্ণ দরিদ্র ঔষধ-বিক্রেতা—দেখে মনে হয়েছিল, যদি বিষের প্রয়োজন হয়, এইখানে পাব সে বিষ। নইলে বিষ বিক্রয় তো মান্তুয়ায় নিষিদ্ধ। ওর কাছে আমি যাব, ও আমাকে বিক্রি করবে বিষ। এই তো বাড়ি!

এক ভগ্ন বাড়ির সামনে সে এগিয়ে এসে ডাকলে, ওহে ঔষধ-বিক্রেতা—আছ?

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা এসে দরজা খুলে দিলে।

কে—এমন জোরে ডাকে? সে শুধালে।

এস, এদিকে এস! রোমিয়ো বললে। তুমি তো গরীব মানুষ। এই নাও চল্লিশ মোহর, আমাকে এক শিশি বিষ দিতে হবে। সে বিষ আগুনের মতো শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যু ঘটাবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও ওষুধ আমার কাছে আছে। কিন্তু মান্তুয়ার আইন জানেন তো মশাই—বেচা তো দূরের কথা—ওকথা উচ্চারণ করলেও মৃত্যু।

মরতে ভয় কেন? দুনিয়া তো তোমার বন্ধু নয়, আর দুনিয়া আইন-মাফিকও চলে না! তোমাকে সে আইন করে বড়মানুষ করে দিতে পারবে না, তাই বলি, গরীব হয়ে থাক কেন বাপু এই নাও!

ঔষধ-বিক্রেতা হাত পেতে দিয়ে বললে, আমার দারিদ্র্য আমাকে নিতে বাধ্য করছে, কিন্তু, আমার মন তো সায় দিচ্ছেনা।

আমি তো, উত্তর দিলে রোমিয়ো, তোমার দারিদ্র্যকেই দিচ্ছি, মনকে তো নয়!

ঔষধ-বিক্রেতা একটা পুরিয়া দিয়ে বললে, যে কোনো তরল পদার্থে মিলিয়ে খাবেন। যদি বিশজনেরও শক্তি থাকে দেহে, তাহলেও নিমেষে মৃত্যু ঘটবে।

এই নাও মোহর—ওর চেয়ে মানুষের কাছে বড় বিষ আর কি আছে! এই বিষের চেয়েও বেশি হত্যা ও করেছে। আমিও তোমাকে বিষ বিক্রয় করলাম। এবার চল ঔষধ, জুলিয়েতের মৃত্যু-মন্দিরে যাই।

সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

আমরা আবার এলাম ফ্রায়ার লরেন্সের গুহা-মধ্যে। ফ্রায়ার জন নামে একজন পাদী এসে দাড়ালেন লরেন্সের কক্ষের সুমুখে। তিনি ডাকলেন,

ভ্রাতা লরেন্স আছ?

লরেন্স দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

আরে কে—ভাই জন? মান্তুয়া থেকে এলে? রোমিয়ো কি বললে? দাও, তার চিঠি দাও?

ফ্রায়ার জন বললেন, একজন পাদ্রীকে খুঁজতে গিয়ে সেখানে দে'খ সবাই রোগগ্রস্থ। তারপরে রাজকর্মচারীরা এসে দরজায় শীল-মোহর এঁটে দিলে, আমাদের আর বেরুতে দিলে না।

তাহলে কে চিঠি নিয়ে গেল রোমিয়োর কাছে! লরেন্স শুধালেন।

চিঠি পাঠাতে পারলাম না। এই যে চিঠি।

হায় রে ভাগ্য! না পাঠিয়ে ভাল করনি। মহা সর্বনাশ হতে পারে! ভাই জন, যাও—একটা শাবল নিয়ে এস! আমার কক্ষেই এস।

আচ্ছা।

জন চলে গেলেন।

লরেন্স আপন মনে বলে উঠলেন, এবার আমি একাই যাব সমাধি-গুম্ফায়। তিন ঘণ্টা পরেই সুন্দরী জুলিয়েট জেগে উঠবেন। আবার আমাকে তিনি ভৎসনা করবেন। আবার মান্তুয়ায় পাঠাতে হবে চিঠি। আমার মঠে এনে ওঁকে রাখবো। হায়, হায়, জীবন্ত মানুষ মৃতের মন্দিরে আজ আবদ্ধ!

ফ্রায়ার লরেন্স কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলেন।

॥ তিন ॥

ভেরোনার গীর্জার প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণে ক্যাপিউলেৎ পরিবারের সমাধি-গুম্ফা।

পারিস নিশীথ রাত্রে এসে ঢুকলো সমাধি-গুম্ফায়। সঙ্গে অনুচর বয়ে নিয়ে এসেছে ফুল আর মশাল।

পারিস বললে, দাও মশাল দাও। তারপর দূরে গিয়ে অপেক্ষা কর! দেখো কেউ যেন এদিকে না আসে। ঐ ফুলগুলো দাও। এবার যাও!

অনুচর আপন মনে বললে, এই কবরখানায় একা থাকতে ভয় করছে। কিন্তু উপায় কি?

সে চলে গেল না, রইল আড়ালে। প্রভুর জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কেউ এলে সতর্ক করে দিতে হবে প্রভুকে।

পারিস ফুল হাতে করে বলে উঠল, সুন্দর ফুল, এই ফুলে আমি তোমার বাসর-শয্যা সাজাতাম প্রিয়া—সে শয্যা তো আজ ধূলায় মিশে গেছে। আজ অশ্রু নিয়ে এসেছি উপহার দিতে। রোজ রাতে এসে আমি তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এমনি করেই সম্পন্ন করব।

এমন সময় অনুচরের বাঁশীর শব্দ শোনা গেল।

কেউ আসছে, অনুচর জানালে সংকেত।

পারিস বলে উঠল, কে আসে এত রাত্রে এখানে? আমার শোক-বাসরে কোন অভিশপ্ত মানুষ এসে বাধা দেয়? আবার মশাল নিয়েও এসেছে। রাত তুমি আমাকে ঘিরে ফেল।

সে অন্তরালে চলে গেল।

বালথাসারের সঙ্গে এসে প্রবেশ করল রোমিয়ো। সঙ্গে মশাল ও শাবল।

দাও, রোমিয়ো বললে, শাবল দাও। আর এই চিঠি নাও। আমার বাবাকে দিও এই চিঠি। দাও মশায় দাও। যা দেখবে, শপথ কর, কাউকে বলবে না। আমাকে বাধা দেবে না। আমি এই মৃত্যু-শয্যায় যাব আমার প্রিয়ার মুখখানি দেখতে। আর তার মৃত্যু-শিথিল হাত থেকে খুলে নেব এক মূল্যবান অঙ্গুরীয়। আমাকে সেটি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাখতে হবে। যাও চলে যাও! কিন্তু যদি কৌতূহলী হয়ে উঁকি মারতে এস, তাহলে তোমাকে আমি টুকরো টুকরো করে ফেলব!

প্রভু আমি যাচ্ছি, আপনাকে বাধা দেব না, বালথাসার বলে উঠল।

নাও, এই মোহর নাও! বেঁচে থাক, ধনী হও! এস!

বালথাসার আপন মনে বললে, আমি তো যাব না, লুকিয়ে থাকব। দেখব কি ঘটে!

সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার রোমিয়ো বলে উঠল, ওরে মৃত্যুর গহ্বর, কি ক্ষুধী তোর মুখব্যাদান! পৃথিবীর প্রিয় যা কিছু সবই তো তুই গ্রাস করলি। আমি তোর ঐ মুখ উন্মুক্ত করে দেব।

শাবল আর কুঠারের আঘাতে মৃত্যু-গুম্ফা সে বিদীর্ণ করল।

রোমিয়ো বলে উঠল, ওরে মরণ, আরো দেব, আরো দেব তোকে খাদ্য, তুই গোগ্রাসে গিলবি!

পারিস অন্তরাল থেকে বলে উঠল, ঐ তো—ঐ তো সেই নির্বাসিত উদ্ধত মন্তাগো—যে আমার প্রেমিকার ভ্রাতাকে হত্যা করেছে। আর তারই দুঃখে প্রেমিকা আজ মৃত্যু-শয্যায় শয়ান। আবার সে কি করতে এসেছে কে জানে! আমি ওকে বাধা দেব!

ওরে মন্তাগো, ওরে নীচ মন্তাগো! সে চীৎকার করে উঠল. শোন্—আমি তোকে বন্দী করলাম! তোকে মরতে হবে!

আমি তো মরব বলেই এসেছি। এস, এগিয়ে এস! রোমিয়ো বলে উঠল।

পারিস বেরিয়ে এল আড়াল থেকে।

রোমিয়ো তাকে বললে, হতাশ মানুষ আমি, ক্ষ্যাপা আমি. আমাকে প্রলুব্ধ কোরো না যুবক! এখান থেকে চলে যাও! আর আমার পাপের বোঝা বাড়িয়ো না। আমি তোমাকে আমার চেয়েও ভালবাসি, আমি নিজের বিরুদ্ধাচরণ করতেই এসেছি যাও, এখানে থেকো না। বাঁচো, বেঁচে থেকে বোলো, এক ক্ষ্যাপার দয়ায় তুমি বেঁচে গেলে।

পারিস বলে উঠল, তোকে আমি ডরাইনে। তুই তো নিশাচর বাজ, এসেছিস কুকর্ম করতে।

আমাকে কি উত্তেজিত করবে ? তাহলে এই নাও।

অসি নিষ্কাসিত করল রোমিয়ো। পারিসও তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মুক্ত অসি হস্তে। দু'জনে শুরু হল যুদ্ধ। পারিস ভূপতিত।

মৃত্যুর আর্তনাদ তার কণ্ঠে ধ্বনিত হল—আমি মরছি। তুমি যদি দয়ালু হও রোমিয়ো, ঐ কবর খুলে জুলিয়েতের সঙ্গে আমাকে শুইয়ে দাও।

হাঁ, রোমিয়ো বলে উঠল, তাই দেব ! দেখি কে তুমি ? এ যে মার্কুসিয়োর আত্মীয় কাউন্ট পারিস। কি যেন বলছিল আমার অনুচর, পারিসের সঙ্গে জুলিয়েতেব বিয়ে হবে। তাই বলেনি ? —না, সে আমার স্বপ্ন। না, আমি ভুল শুনেছিলাম ? হাতে হাত রাখলাম বন্ধু ! আমার সঙ্গে দুর্ভাগ্যের পুঁথিতে তোমারও নাম লেখা হয়ে গেল বন্ধু। আমি তোমাকে মহাসমারোহে কবর দেব।

গুম্ফার ভিতর অগ্রসর হয়ে রোমিয়ো বললে, এই যে আমার জুলিয়েৎ শুয়ে আছে। তার সৌন্দর্য আঁধার গুম্ফাকে দিয়েছে আলো। মৃত্যু তো পারেনি তার সৌন্দর্য কেড়ে নিতে।

পারিসকে সে বয়ে এনে গুম্ফায় রাখলে।

তারপরে জুলিয়েতের কাছে গিয়ে বললে, প্রিয়তমা আমার. আমার সহধর্ম্মিণী। মৃত্যু তোমার মধু নিঃশেষে পান করে নিয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্যকে তো ম্লান করতে পারেনি। তোমাকে তো পারেনি জয় করতে। এখনো রক্তিম তোমার অধব, এখনো রক্তাভ তোমার কপোল। মৃত্যুর বিবর্ণ পতাকা তো সেখানে তার জয়ধ্বজা ওড়াতে পারে নি !

হঠাৎ তার চোখ পড়ল তাইবল্টের মৃতদেহের দিকে, সে বলে উঠল, ওখানে পড়ে আছ ? আর কি তোমার জন্যে করতে পারি ? যে হাত দিয়ে তোমার যৌবনকে হত্যা করেছি—সে হাত আজ মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলাম। আমাকে ক্ষমা কর ভাই !

আবার প্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—প্রিয়া জুলিয়েৎ, কেন

তুমি এখনো এমন সুন্দর? আমি কি তবে এই বুঝব যে মৃত্যুও কামুক, তোমাকে সে জিইয়ে রেখেছে তোমার প্রণয়ী হবে বলে? এই আশংকায়ই তো আমি এসেছি এখানে। আর তো এই রাত্রি-বাসরের থেকে নড়ব না। এখানে থাকব। তোমার দাসী তো ঐ কীটের দল—এখানে আমি পাতব আমার শয্যা—আমার অশুভ প্রহরের জোয়াল কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব। চোখ—শেষ বারের মতো তাকিয়ে দেখ—বাহু, তোমার শেষ আলিঙ্গনে ঘিরে দাও। অধর চুম্বনে বন্ধ করে দাও নিঃশ্বাসের দুয়ার। এস, এস মৃত্যু, তুমি তো উন্মাদ কর্ণধার—তোমার ঐ নিমজ্জমান তরীকে নিয়ে আছড়ে ফেল পর্বতের উপর।

রোমিয়ো পান করল বিষ, বিষের জ্বালায় সে অস্থির। একটি চুম্বন করে সে জুলিয়েতের পাশে ঢলে পড়ল।

ফ্রায়ার লরেন্স লণ্ঠন, শাবল প্রভৃতি নিয়ে এসে ঢুকলেন।

তিনি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন অন্ধকার সমাধিভূমিতে। লণ্ঠন ধরে দেখলেন।

কে?

বালথাসার বসেছিল, সে বললে, বন্ধু। আপনাকে চিনি প্রভু।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ঐ মশালটা কিসের? মনে হয় ক্যাপিউলেৎদের গুম্ফা থেকেই আলো আসছে।

হাঁ প্রভু, আমার মনিব ওখানে গেছেন।

কে সে?

আপনি যাকে ভালবাসেন, সেই রোমিয়ো।

কতক্ষণ গেছে?

আধ ঘণ্টা হল।

আমার সঙ্গে গুম্ফায় চল।

সাহস পাচ্ছি না প্রভু, আমার মনিব জানেন, আমি চলে গেছি। তিনি যদি জানেন আমি আছি—

বেশ—আমি একাই যাব। কিন্তু আমারই বা ভয় করছে কেন? অজানা দুর্যোগের ভয় কি?

আমি এখানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম, বালথাসার বললে, আমার মনিব আর কে একজন লড়ছেন।

কে রোমিয়ো? ফ্রায়ার বললেন, তারপর রক্তের দাগ দেখতে পেলেন: হায়, হায়, এই সাদা পাথরে রক্তের দাগ দেখছি? এই যে রক্তাক্ত অসি! এর মানে কি?

তিনি গুম্ফায় প্রবেশ করলেন।

একি—এ যে মৃত্যুম্লান রোমিয়ো। আবার কে! এ যে পারিসও এসেছে। একি বিপর্যয়! আর এই যে সুন্দরী জেগে উঠছেন।

জুলিয়েৎ জেগে উঠেই বললে, প্রভু, আমার স্বামী কোথায়? আমার রোমিয়ো কোথায়?

গোলমালের শব্দ শোনা গেল নেপথ্যে।

কিসের যেন গোলমালের শব্দ শুনছি, ফ্রায়ার বলে উঠলেন! শোন বাছা, মৃত্যুর এই গুম্ফা থেকে উঠে এস। এস, চলে এস! তোমার স্বামী ঐ হোথায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। আর চিরনিদ্রায় শায়িত পারিস। এস, আমি তোমাকে মঠবাসিনীদের আশ্রয়ে নিয়ে যাব। প্রশ্ন কোরো না! প্রহরীরা আসছে, চল!

জুলিয়েৎ বলে উঠল, আপনি চলে যান, আমি যাব না।

ফ্রায়ার লরেন্স চলে গেলেন।

জুলিয়েৎ এবার চারিদিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ঐ যে হাতে শিশি নিয়ে আমার স্বামী পড়ে আছেন। আমি তোমার ঐ বিষাক্ত অধরে চুম্বন করব স্বামী—এখনো লেগে আছে বিষ—ঐ বিষে আমিও মরব।

রোমিয়োর অধরে চুম্বন করল জুলিয়েৎ।

এ কি! অধর যে উষ্ণ!

রক্ষীদলের কথা শোনা গেল নেপথ্যে। চল, নিয়ে চল।

জুলিয়েত বলে উঠল—ও কিসের গোলমাল? তাহলে শেষ হোক এ জীবন!

রোমিয়োর ছুরিকা খুলে নিয়ে নিজের বক্ষে আঘাত করল জুলিয়েৎ। সে রোমিয়োর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল।

এরই মধ্যে রক্ষী দলের সর্দার প্যারিসের বালক-অনুচরকে নিয়ে এসে প্রবেশ করল।

এই সেই জায়গা, পাহারাওয়ালা, এইখানে মশাল জ্বলছিল! কিশোর ভৃত্য বললে।

একি—জমি যে রক্তমাখা! রক্ষী বলে উঠল।

তারপর চারিদিকে তাকিয়ে দেখে সে বলে উঠল, আরে এ কি! প্যারিস নিহত! আর জুলিয়েতের বুক থেকে রক্ত ঝরছে! উনি বুঝি এই মাত্র মারা গেলেন। তবে উনি যে দু'দিন আগেই মারা গেছেন! এই—তোমরা কেউ রাজার কাছে যাও; ক্যাপিউলেৎদের খবর দাও। মন্টাগোদের জাগিয়ে তোল।

কয়েকজন রক্ষী এসে ঢুকল, তাদের সঙ্গে বালথাসার।

১ম রক্ষী বললে, এই যে রোমিওর অনুচর। আমরা ওকে কবরখানার ভিতর পেয়েছি।

ওকে বাঁধো। রাজা আসুন, তিনি যা হয় করবেন।

ফ্রায়ার লরেন্স ও আরো একজন প্রহরী এসে ঢুকলো।

পাদ্রী-বাবাকে পেলাম, দ্বিতীয় প্রহরী বললে। উনি কাঁদছিলেন। ওঁর কাছ থেকে আমরা শাবল কেড়ে নিয়েছি।

রক্ষীদের সর্দার বলে উঠলেন, ওঁকেও এখানে নজর-বন্দী করে রাখ।

এমন সময় রাজা অনুচরদলসহ প্রবেশ করলেন।

এই সময়ে হঠাৎ এমন কি হল যে আমার ডাক পড়ল? রাজা শুধালেন।

এবার ক্যাপিউলেৎ, ক্যাপিউলেৎ-গৃহিণী ও অন্যান্যরা এসে ঢুকলেন।

ক্যাপিউলেৎ এসেই শুধালেন—কি ব্যাপার? নগরবাসীরা কেউবা চিৎকার করছে রোমিয়োর নাম ধরে, কেউবা কাঁদছে জুলিয়েৎ বলে, কারো মুখে বা উচ্চারিত হচ্ছে পারিসের নাম। সবাই ছুটছে আমাদের সমাধি-গুম্ফার দিকে। এর কারণ কি?

রাজাও শুধালেন কারণ।

রক্ষীদলের প্রধান বললেন,—রোমিয়ো, জুলিয়েৎ আর পারিসের মৃত্যুর কথা।

রাজা হুকুম দিলেন, হত্যাকারীর অনুসন্ধান কর।

রক্ষীদলের প্রধান জানালে, এই পাদ্রী-বাবা আর রোমিয়োর অনুচরকে আমরা বন্দী করেছি। এঁদের হাতে ছিল শাবল আর কুড়াল।

ক্যাপিউলেৎ নিজের পারিবারিক গুম্ফার ভগ্নদ্বারের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কেঁদে উঠে বললেন, দেখ দেখ—আমার কন্যাকে, রক্ত ঝরছে ওর বুক থেকে—

ক্যাপিউলেৎ গৃহিণীও কেঁদে উঠলেন।

এমন সময় মন্তাগো ও অন্যান্য নগরবাসীরা এসে উপস্থিত।

রাজা বললেন, এস মন্তাগো, দেখ—তোমার পুত্রের অবস্থা।

মন্তাগো ধীরে ধীরে বললেন, নির্বাসিত পুত্রের শোকে আজ আমার স্ত্রী মারা গেছেন; আর কি নতুন শোক আমার জন্য রেখেছে নিয়তি!

দেখ দেখ—রাজা রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—দেখলেই বুঝতে পারবে।

মন্তাগো এগিয়ে এসে দেখলেন। তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়লে।

রাজা এবার তদন্তে বসলেন। তিনি ফ্রায়ার লরেন্সকে শুধালেন, বল—তুমি কি জান, বল?

ফ্রায়ার লরেন্স বললেন, আমিই মৃত্যুর কারণ। আমি সংক্ষেপে সবই বলছি। ঐ যে মৃত রোমিয়ো,—উনি ছিলেন জুলিয়েতের স্বামী।

আর ঐ যে মৃত জুলিয়েৎ—উনি ছিলেন তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী—আমিই ওঁদের বিবাহ দিয়েছিলাম। তাঁদের সেই গোপন বিবাহের দিনেই তাইবল্টের অন্তিম দিন ঘনিয়ে এল! আর নববিবাহিত বর নির্বাসিত হলেন। এদিকে পারিস এল পাণিপ্রার্থী হয়ে। জুলিয়েৎ উন্মাদের মতো ছুটে এলেন আমার কাছে। আমাকে একটা উপায় করে দিতে বললেন, যাতে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে তিনি অব্যাহতি পান। আমি তাকে দিলাম এক ঘুমের আরক। তিনি পান করলেন, মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিল। এরই মধ্যে চিঠি দিলাম রোমিয়োকে—তিনি যেন এখানে এসে জুলিয়েতকে নিয়ে যান। কিন্তু আমার চিঠি যাকে দিতে দিয়েছিলাম দৈব-দুর্ঘটনায় সে চিঠি বিলি করতে পারলে না। চিঠি কাল আমি ফেরৎ পেয়েছি। তাই একাই আমি গুম্ফায় এসেছিলাম। জুলিয়েৎ যখন জেগে উঠবেন, তাকে এখান থেকে নিয়ে যাব আমার মঠে—তারপর রোমিয়োর কাছে পাঠিয়ে দেব। আমি আগেই এসেছিলাম কিন্তু এখানে এসে দেখলাম, রোমিয়ো আর পারিস মৃত। জুলিয়েৎ জেগে উঠলেন। আমি তাকে নিয়ে যেতে চাইলাম, তিনি রাজী হলেন না। এদিকে রক্ষাদলের পদশব্দ শুনে আমি ভয়ে পালিয়ে গেলাম। আর জুলিয়েৎ আত্মহত্যা করলেন। আমার দোষেই এমন হয়েছে, আমি জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী।

রাজা বললেন, আপনি এখনো আমাদের কাছে পাদ্রী-বাবা। "রোমিয়োর অনুচর কোথায়? সে কি বলে শুনি?"

বালথাসার বললে, আমি প্রভুকে মান্তুয়ায় গিয়ে জুলিয়েতের মৃত্যুসংবাদ জানাই। তিনি চলে আসেন। এই চিঠি তার বাবাকে দিতে দেন আমার হাতে। তারপর আমাকে চলে যেতে বলেন। আমি চলে যাইনি, আড়ালেই লুকিয়ে ছিলাম।

রাজা চিঠিখানি নিলেন, এবার পারিসের কিশোর-ভৃত্যকে বললেন, তুমি কি জান, বল?

ভৃত্য বললে, পারিস এসেছিলেন কবরে ফুল দিতে। তখন আলো নিয়ে কে একজন আসে, তার উপরে আমার প্রভু ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমি ছুটে গিয়ে রক্ষীদের খবর দিই।

রাজা এবার চিঠিখানি পড়ে বললেন, রোমিয়োর চিঠি ফ্রায়ারের কথারই সাক্ষ্য দেয়। এই চিঠিতে আছে প্রেমের কথা, জুলিয়েতের মৃত্যুর কথা। রোমিয়ো লিখেছে, এক ঔষধ-বিক্রেতার কাছ থেকে বিষ কিনে নিয়ে সে আসে ভেরোনায়, এই সমাধিক্ষেত্রে। জুলিয়েতের সাথী হওয়াই ছিল তাঁর কামনা।

এবার ক্যাপিউলেৎ আর মন্তাগোর দিকে তাকিয়ে রাজা বললেন, কোথায় তোমরা দুই চিরশত্রু—ক্যাপিউলেৎ ও মন্তাগো? দেখ—দেখ, ঘৃণার ফলে কি দণ্ড পেলে! প্রেম দিয়ে তোমাদের জীবনের আনন্দকে দেবতারা হত্যা করলেন, আর আমি তোমাদের বিবাদের ফলে হারালাম আমার আত্মীয়দের। তোমরা সবাই দণ্ড পেলে।

ক্যাপিউলেৎ রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, ভাই মন্তাগো, হাতে হাত দাও! এই নাও আমার কন্যার যৌতুক!

মন্তাগো ক্যাপিউলেৎ-এর হাত ধরে কেঁদে উঠলেন, আমি তার চেয়েও বড় যৌতুক দেব ক্যাপিউলেৎ—আমি খাঁটি সোনার মূর্ত্তি গড়ে দেব জুলিয়েতের। এমন মূর্ত্তি তো পৃথিবীতে কেউ দেখেনি! একনিষ্ঠা পতিব্রতা জুলিয়েতের হবে সেই মূর্ত্তি।

ক্যাপিউলেৎ বললেন, আমিও অমনি মূর্ত্তি গড়ে দেব রোমিয়োর। সে মূর্ত্তি থাকবে জুলিয়েতেরই পাশে। আমাদের শত্রুতার বলি তো তারা!

রাজা বললেন, আজ প্রভাত নিয়ে এল এক বিষাদঘন শান্তি, সূর্যদেব শোকে মুখ লুকিয়ে আছেন। যাও এই কাহিনী নিয়ে আলোচনা কর। এর চেয়ে দুঃখের কাহিনী, এর চেয়ে শোকাবহ মিলনের কাহিনী তো আর শোনা যায় নি!

রাজার কথার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নেমে এল।

আবার তেমনি চাঁদের আলো। তেমনি স্কোয়ার। তেমনি নাতালী আমার পাশে।

সে শুধু বললে, শুনলে তো ঐ কাহিনী—দেখলে তো তাঁকে মঞ্চে।

বললাম, না দেখলেই বা কি? ঐ দু'টি নর-দেবতার নাম তো গাঁথা আছে আমাদের মনের মণিকোঠায়। ঐ মূর্তিযুগল তো আমাদের কামনা দিয়ে—আমাদের স্বপ্ন দিয়ে গড়া।

নাতালী হেসে বললে, তাই তো ওঁরা অমর। তাই ত' আমরা যুগ যুগ ধরে ওঁদের নাম স্মরণ করে উৎসব করি—তাই ত' আমরা সীমান্তের বেড়া ডিঙিয়ে, জাতির বৈষম্য ভুলে এসে মিলেছি মৃত্যু-মিলনের এই মোহনায়। এস এদের আমরা প্রণাম করি।

প্রণাম করলাম দু'জনে।

চোখ মেলে তাকালাম, দেখি—বিছানায় শুয়ে আছি। নেই ভেরোনার সেই স্বর্ণমূর্ত্তি, নেই নাতালী। শুধু মহাকবির রোমিয়ো-জুলিয়েতের নাটকখানি খোলা।

—:০:—